বৈদিক গবেষণা

প্রথম খণ্ড।

(বৈদিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সমালোচনা)

"আমাদের কথা," "নব্য জাপান," "বঙ্গ জাগরণ" প্রভৃতি
গ্রন্থ রচয়িতা—

শ্রীউমাকান্ত হাজারী কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

কলিকাতা
১১ বিডন ষ্ট্রীট (উমাভবন) হইতে
ডাক্তার কে, হাজারী, এম, বি, কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের

লীলা-সহচর ও পার্ষদ—

পুণ্যশ্লোক, সর্ব্বত্যাগী,

স্বর্গগত গুরুদেব

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দের

পবিত্র নামের সহিত

"বৈদিক গবেষণা"

সংযোজিত হইল।

সেবক—শ্রীউমাকান্ত হাজারী।

সেবিকা—শ্রীমতী চারুশীলা দেবী।

প্রকাশকের নিবেদন।

পিতৃদেবের ত্রিংশৎ বর্ষব্যাপী পরিশ্রমের ফল "বৈদিক গবেষণার" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল।

"আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান," "পৃথিবীর নানা স্থানে আর্য্যগণের বসতি বিস্তার ও উপনিবেশ সংস্থাপন" এবং "ভাষা, ব্যাকরণ ও লিখন প্রণালী" এই তিনটী অধ্যায় সম্বলিত, দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ। আশা করি, আগামী মহাপূজার প্রারম্ভে প্রকাশিত হইবে।

তৃতীয় খণ্ড—"প্রাচীন ভারতবর্ষের কাল নির্ণয়"—বর্ষ শেষে প্রকাশ হইতে পারে।

বাংলা ও হিন্দি সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ আমার জনৈক বন্ধু এই খণ্ডের হিন্দি অনুবাদের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

গ্রন্থমধ্যে দুই চারিটী মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। উহা আমাদেরই অযোগ্যতার পরিচয়। ভ্রমগুলি পাঠকালেই সংশোধিত হইয়া যাইবে, এই আশায় অতিরিক্ত শুদ্ধিপত্র সংযোজন করি নাই।

আর একটী কথা বলিবার আছে।

আমি বৈষয়িক প্রয়োজনে পিতৃদেবের সংগৃহীত ও সযত্ন রক্ষিত কাগজ পত্র অন্বেষণ করিতে করিতে কতকগুলি জীর্ণ ও ছিন্ন হস্তলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। লিপি-সমষ্টির পাঠ সমাপন করিয়া, এইগুলি এতদিন অপ্রকাশিত থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে পিতৃদেব তাহার উত্তরে "উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ"

এই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকার্দ্ধ আবৃত্তি করিয়াছিলেন। সেই দিন আমি যে সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলাম, আমার সৌভাগ্যবশতঃ অন্তর্যামী তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

আজি ভগবানের অসীম করুণা প্রসাদে, গুরুজনগণের আশীর্ব্বাদে, সুহৃদবর্গের সৌজন্যে পিতৃদেবের মনোরথ পূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়া ধন্য হইলাম।

সন ১৩৪২ সাল
অক্ষয়-তৃতীয়া

বিনীত নিবেদক,
শ্রীকমলাকান্ত হাজারী

বৈদিক গবেষণা।

—— ঃ✲ঃ ——

প্রথম অধ্যায়।

বৈদিক ও প্রাগ্বৈদিক যুগ।

বৈদিক সাহিত্য। সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সমালোচনা।

প্রাগ্বৈদিক যুগের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এবং বৈদিক যুগের বিস্তৃত ইতিহাস অবগত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বিশাল বৈদিক সাহিত্যের সহিত আমাদের পরিচিত হওয়া আবশ্যক। ভারতের, এমন কি পৃথিবীর সমগ্র সভ্যজাতির আদিম ইতিহাস, যাহা কোন ভাষার সাহিত্যে বিদ্যমান নাই, তাহা বৈদিক সাহিত্যে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

বেদ।

অতি পুরাতন সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ। ইহা মনুষ্যজাতির প্রথম গ্রন্থ ও মানবীয় সভ্যতার আদি নিদর্শন, এই জন্য মনুষ্য মাত্রেরই আদরণীয়। মানব জাতির যে সময়ের ইতিহাস কোনস্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যে সময়ের চিন্তা, ধর্ম্মবিশ্বাস, উপাসনাপদ্ধতি, সামাজিক রীতি ও আচার ব্যবহার মহাকালের ক্রোড়ে বিলীন হইয়া গিয়াছে, যে সময়ের ইতিহাস উদ্ধারের অন্য কোন উপায় বিদ্যমান নাই, সেই সুদূর, স্মরণাতীত কালের ইতিহাস বেদসংহিতায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

বেদ কাহাকে বলে?

সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকারগণ বলেন, বহুকুলোৎপন্ন বহুসংখ্যক ঋষির "দৃষ্ট" মন্ত্রসমষ্টিই বেদ নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

"বিদ্" ধাতু হইতে "বেদ" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এই জন্য ইহার অর্থ এই যে, যাহার দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়, তাহারই নাম "বেদ"। (১) এই কারণে বেদ ও জ্ঞান এই দুই শব্দ সমানার্থক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। বেদ-ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য তৈত্তিরীয় (কৃষ্ণযজুঃ) সংহিতার ভাষ্যের

---

(১) লাটিন "vid-ere", গ্রীক "feido" or "oida" ও আবস্তিক "বিস্ত", বিদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন এবং "জ্ঞান" অর্থবোধক।

প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, যে বিদ্যা ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের অলৌকিক উপায় জ্ঞাপন করে, তাহাই বেদশব্দের বাচ্য। বেদ চিরদিন গুরুপরম্পরানুসারে শ্রুত হইয়া আসিতেছে, এই জন্য ইহার অন্য নাম "শ্রুতি"। জৈমিনীকৃত মীমাংসা দর্শনের নানাস্থানে ও যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থে বেদার্থে "আম্নায়" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। "ম্না অভ্যাসে' অর্থাৎ যে বিদ্যা অভ্যাস করিতে হয়, তাহাই আম্নায়। গীতি, পদ্য ও গদ্য এই ত্রিবিধ বিদ্যা প্রকাশক বলিয়া বেদের অপর নাম "ত্রয়ী"। বেদের অতি প্রাচীন নাম "ছন্দস"। পাণিনির সূত্রে, পাতঞ্জল মহাভাষ্যে ও কাত্যায়নের বার্ত্তিকে, সর্ব্ববেদই ছন্দ নামে অভিহিত হইয়াছে। বেদের আর একটি নাম "স্বাধ্যায়।" বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করা অতি কর্ত্তব্য বলিয়া স্বাধ্যায় শব্দের বাচ্য। বেদের অপর প্রাচীন নাম "আগম"। ইহা ভিন্ন "সমাম্নায়" ও "নিগম" শব্দও বেদার্থবোধক।

বেদ দুইভাগে প্রসিদ্ধ:—মন্ত্রভাগ ও বিধিভাগ। মন্ত্রে সংহিতা এবং বিধিতে ব্রাহ্মণ বুঝায়।

বর্ত্তমান যুগের প্রসিদ্ধ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈদিক গবেষণা ও কালনির্ণয়ের সুবিধার জন্য ত্রিভাগে বেদ-বিভাগ করিয়াছেন।

প্রথম, সংহিতা; দ্বিতীয়, ব্রাহ্মণ (আরণ্যক ও উপনিষদ সহ); তৃতীয়, সূত্র (শ্রৌতসূত্র, ধর্ম্মসূত্র ও গৃহ্যসূত্র)।

আমরা এই বিভাগানুসারে বৈদিক সাহিত্যের পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ এবং পরবর্ত্তী ভারতীয় বেদভাষ্যকারগণ বেদশাস্ত্রকে অপৌরুষেয় ও নিত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্ববেদমীমাংসক অপূর্ব্ববাদী জৈমিনী স্বীয় দর্শন শাস্ত্রে এবং মহর্ষি বাদরায়ণ উত্তরমীমাংসা নামক ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্ম হইতে বেদের উৎপত্তি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কোন বা বহুসংখ্যক ব্যক্তি বেদের প্রণেতা হইতে পারেন না। মহর্ষি কপিল ঈশ্বর অসিদ্ধ বলিয়াছেন, কিন্তু বেদের অপৌরুষেয়ত্ব অস্বীকার করেন নাই। পুরাণ প্রণেতারা বলিয়া গিয়াছেন যে বেদ ঋষিদিগের দ্বারা "দৃষ্ট" হইয়াছে। প্রাচীনগণের মতে "ঋষি" শব্দের অর্থই মন্ত্রদ্রষ্টা।

সমগ্র পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এবং বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ বেদবিদেরা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বেদমন্ত্রগুলিকে ঋষি কর্ত্তৃক দৃষ্ট না বলিয়া রচিত বলিয়াই বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বলেন বৈদিক সূক্তের উল্লিখিত ঋষিগণ যে সেই সেই সূক্তের প্রণেতা তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। উহা যদি অপৌরুষেয় হইত, তাহা হইলে এক একটি সূক্ত, রচয়িতার অবস্থা জ্ঞাপক হইত না। সর্ব্বোপরি নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্ম কর্ত্তৃক কোন শাস্ত্রের উৎপত্তি হইতে পারে না।

এই শেষোক্ত মতই যে যুক্তিযুক্ত এবং বর্ত্তমান যুগোপযোগী তাহা আমরা অস্বীকার না করিয়া নবভাবে প্রাচীন মত আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বেদ ও জ্ঞান সমানার্থক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। একটী আতাফল পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হইতে দেখিয়া, ঋষিশ্রেষ্ঠ নিউটনের মানসপটে যে জ্ঞান প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহাই মাধ্যাকর্ষণ বলিয়া পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা একথা প্রমাণ হইতে পারে না যে, নিউটন পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, কারণ নিউটনের বহুলক্ষ বৎসর পূর্ব্বেও এই শক্তি বিদ্যমান ছিল। যে বৈদিক ঋষিরা জ্ঞানবলে বলীয়ান হইয়া একেশ্বর বাদের মহামন্ত্র "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এই উক্তির পূর্ব্বে পরমেশ্বর ছিলেন না, এরূপ কল্পনা নিতান্তই অসম্ভব। ঋষি-তিলক ডারউইন জ্ঞাননেত্রে দৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, রূপ হইতে রূপান্তরে, অনন্ত অবস্থা ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীনে বিশ্বজগৎ পরিচালিত হইতেছে। তাঁহার এই মহাবাণী প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেও যে সৃষ্টি বিবর্ত্তিত হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। সেইরূপ প্রাচীন ঋষিগণের চিত্তে যখন যে জ্ঞানের উদয় হইয়াছিল তাঁহারা তখনই সেই জ্ঞান মন্ত্রাকারে প্রচার করিয়াছিলেন। সেই জ্ঞান সমষ্টিই বেদ। ঋষিগণ কর্তৃক দৃষ্ট, প্রচারিত বা রচিত হইবার পূর্ব্বেও সেই জ্ঞান বিদ্যমান ছিল। জগতীতলে কোন জ্ঞানই নবসৃষ্ট হইতে পারে না। এইজন্য মহর্ষি তিত্তিরি স্বনাম প্রসিদ্ধ আরণ্যকে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মহামন্ত্র প্রচার করিয়া ব্রহ্মকে, সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত বলিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন

বৈদিকেরা সকলেই একবাক্যে ব্রহ্মের সহিত সত্য ও জ্ঞানের অভেদ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই অর্থে বেদের বা জ্ঞানের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব সংজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পারে।

এইস্থানে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সমকণ্ঠে বলিতেছি যে, "According to us the Vedas are eternal. No man can have a right to be called a Hindu who does not admit the supreme authority of the Vedas."

বেদ বিভাগ।

পুরাণ প্রণেতা ঋষিগণ একবাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সমগ্র বেদ কালক্রমে দুরধ্যেয় ও দুরায়ত্ত হইয়া উঠিলে পরাশর পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিভিন্ন ঋত্বিকগণের প্রয়োজনানুরূপ বিশাল বেদ হইতে ঋক্, যজুঃ, সাম, ও অথর্ব্ববেদ সঙ্কলন করিয়া চারি জন শিষ্যকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। "বহ্বৃচ" নামক ঋক্ সংহিতা পৈলকে, "নিগদ" আখ্য যজুঃ সংহিতা বৈশম্পায়নকে, "ছন্দোগ" নামক সাম সংহিতা জৈমিনীকে এবং "আঙ্গিরস" নামক অথর্ব্ব সংহিতা সুমন্তুকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এইরূপে বেদ, ব্যাস অর্থাৎ বিভাগ করেন বলিয়া দ্বৈপায়ন পরবর্ত্তীকালে "বেদব্যাস" নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন।

ভৃগু বংশীয় শৌনক প্রাচীন ভারতের একজন সুপ্রসিদ্ধ ঋষি ছিলেন। নৈমিষারণ্যে শৌনকের দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞসভায়

অধিকাংশ শাস্ত্র পঠিত ও আলোচিত হইয়া ভারতবর্ষে প্রচারিত হইত। এইস্থানে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে শৌনকের তত্ত্বাবধানে ও বহু ঋষির সাহায্য গ্রহণে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চতুর্ব্বেদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

এইরূপ বেদবিভাগ অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন না। আমরা "কালনির্ণয়" অধ্যায়ে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব।

ঋগ্বেদ।

আমরা পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথানুসারে সর্ব্বাগ্রে ঋগ্বেদের পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

মহর্ষি ব্যাস-শিষ্য পৈল হইতে শিষ্য পরম্পরাক্রমে যাঁহারা এই বেদ অধ্যয়ন ও অভ্যাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শাখার উৎপত্তি হইয়াছে।

মহর্ষি শৌনক প্রণীত চরণব্যূহ ও প্রতিশাখ্যমতে এই বেদের শাখা সংখ্যা পাঁচটী :—শাকল, বাস্কল,আশ্বলায়ন, শাঙ্খ্যায়ন ও মাণ্ডুক। ভাগবত পুরাণ ও পতঞ্জলি মহাভাষ্যে একবিংশতি শাখার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

অন্যান্য শাখা বিলুপ্ত হইয়া এক্ষণে মাত্র শাকল শাখা প্রচলিত আছে। নিরুক্তকার যাস্কের ন্যায় সুপ্রাচীন গ্রন্থকারও শাকল ভিন্ন অন্য শাখা দৃষ্ট করেন নাই। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের মতে শাকলাদি পঞ্চজন ঋষি নহেন, আচার্য্য।

ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থে শাকলের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যাস্কীয় নিরুক্তির টীকাকার দুর্গাচার্য্য তাঁহাকে ঋগ্বেদীয় পদপাঠের রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কূটতর্কে সুনিপুণ ছিলেন, এই জন্য শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণে তাঁহার নাম "শাকল বিদগ্ধ" বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। উক্ত ব্রাহ্মণের মতে তিনি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিদেহরাজ জনকের সভাসদ্ ছিলেন। কাত্যায়ন প্রণীত ঋগানুক্রমণীর টীকাকার ষড়্গুরুশিষ্য শাখা প্রবর্ত্তক শাকল ঋষিকে মহর্ষি শৌনকের প্রিয়শিষ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পাণিনি ও মহাভাষ্যের মতে ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থিত বাহিক দেশ তাঁহার জন্মভূমি ছিল এবং শকল ঋষির পুত্র বলিয়া শাকল নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন।

এক একটি মন্ত্রের নাম "ঋক্"। কয়েকটী ঋক্ দ্বারা কোন দেবতার যে একটি স্তুতি রচিত হয়, তাহার নাম "সূক্ত"। অনেকগুলি সূক্ত দ্বারা একটি "মণ্ডল" গঠিত হয়। এইরূপ দশম মণ্ডলে ১০২৮ সূক্তে এবং ১০৫৮০ ঋক্ অর্থাৎ মন্ত্রে ঋগ্বেদ সংহিতা সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই মহাসংহিতার শব্দ সংখ্যা ১,৫৩,৮২৬ এবং অক্ষরের সংখ্যা ৪,৩২,০০০।

প্রথম মণ্ডলে ১৯১টি সূক্ত আছে। সেগুলি অনেক ঋষির দ্বারা দৃষ্ট বা রচিত। দীর্ঘতমা ও তাঁহার পুত্রের ৩৬টী, অঙ্গিরা বংশীয়দিগের ৩২টী, কণ্ব বংশীয়গণের ২৭টী, অগস্ত্যের ২৭টী, দিবোদাসপুত্র পরুচ্ছেপের ১৩টী, গোতম ও তৎপুত্রের ২৭টী, বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দার ১১টী, শক্তিপুত্র পরাশরের ৯টী,

অজীগর্ত্তসুত শুনঃশেফের ৭টী, মরীচি তনয় কশ্যপের একটি এবং অন্য কয়েকজন ঋষির একটি সূক্ত আছে।

দ্বিতীয় মণ্ডলে ৪৩টী সূক্ত আছে। ভৃগুবংশীয় গৃৎসমদ ও তদ্বংশীয় ঋষিগণ দ্রষ্টা।

তৃতীয় মণ্ডলের দ্রষ্টা বিশ্বামিত্র ও তদ্বংশীয় ঋষিগণ, সূক্ত সংখ্যা ৬২।

চতুর্থ মণ্ডলে ৫৮টী সূক্ত আছে। দ্রষ্টা বামদেব এবং তাঁহার বংশীয় ঋষিগণ।

পঞ্চম মণ্ডলে ৮৭টী সূক্ত আছে। অত্রি এবং তদ্বংশীয় ঋষিগণ দ্রষ্টা।

ষষ্ঠ মণ্ডলের সূক্ত সংখ্যা ৭৫, ভরদ্বাজ ও তাঁহার বংশীয় ঋষিগণ দর্শন করেন।

সপ্তম মণ্ডলের সূক্ত সংখ্যা ১০৪, বশিষ্ঠ ও তাঁহার বংশীয় ঋষিগণ দর্শক।

অষ্টম মণ্ডলের ঋষি কণ্ব ও তদ্বংশীয়গণ, সূক্তসংখ্যা ১০৩টী। ইহার মধ্যে একাদশটী সূক্ত "বালখিল্য" সূক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

নবম মণ্ডলের সূক্ত সমষ্টি ১১৪, অঙ্গিরা মন্ত্রদ্রষ্টা।

দশম মণ্ডলে ১৯১টী সূক্ত আছে এবং সেগুলি অনেক ঋষির দ্বারা দৃষ্ট। প্রথম হইতে অষ্টম মণ্ডলের সমগ্র সূক্ত দেবতা-গণের নামে উৎসর্গিত। প্রথমে অগ্নির, তৎপরে ইন্দ্রের এবং তাহার পর অন্যান্য দেবগণকে স্তব করা হইয়াছে। নবম মণ্ডলের সূক্ত নিচয় সোমস্তোত্রে পরিপূর্ণ এবং সামবেদ হইতে

প্রায় একতৃতীয়াংশ সংগৃহীত হইয়াছে। দশম মণ্ডল নানা-বিষয়ক মন্ত্রে পূর্ণ হইয়াছে।

ঋক্‌গুলির এইরূপ শ্রেণীবিভাগ আমরা সর্ব্বপ্রথমে ঐতরেয় আরণ্যকে এবং আশ্বলায়ন ও শাঙ্খ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে দেখিতে পাই। শৌনকীয় প্রতিশাখ্যে এবং যাস্কীয় নিরুক্তে মণ্ডল বিভাগ "দশতি" নামে অভিহিত হইয়াছে। সামবেদেও "দশতি" আখ্যা দৃষ্ট হয়।

ঋক্ অর্থাৎ মন্ত্র কি প্রকার এবং কি নিয়মে তাহা এই পুস্তকে প্রমাণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা এইখানে চারিটী ঋক্ অনুবাদ সহ প্রদান করিলাম।

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ১০॥ ৩।৬২।১০
অর্থাৎ তৃতীয় মণ্ডলের ৬২ সূক্ত ১০ ঋক্।

ইহার অর্থ :—যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন আমরা সেই সবিতাদেবের বরণীয় তেজ ধ্যান করি।

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥ ২॥
সমানো মংত্রঃ সমিতি সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাং।
সমানং মংত্রমভি মংত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥৩॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥ ৪॥

১০।১৯১।২।৩।৪

অর্থাৎ দশম মণ্ডলের ১৯১ সূক্তের ২।৩।৪ ঋক্। ইহা ঋগ্বেদ সংহিতার শেষ মণ্ডলের শেষ সূক্তের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ঋক্। চতুর্থ ঋকেই সূক্ত সমাপ্ত হইয়া বেদ সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার অনুবাদ ঃ—তোমরা সকলে একত্র মিলিত হও, একত্র বাক্য উচ্চারণ কর, তোমাদিগের মন একত্রিত ও একমত হউক, পূর্ব্বকালীন দেবগণের ন্যায় একত্রিত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ কর। তোমাদিগের মন্ত্র এক হউক, সমিতি এক হউক, মন এক হউক, চিত্ত এক হউক। তোমাদের অভিপ্রায় এক হউক, হৃদয় এক হউক, মন এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একতা লাভ কর।

কিঞ্চিন্ন্যূন ষষ্ঠসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে আর্য্যঋষিরা যে মহামন্ত্রবলে আসমুদ্রহিমালয় ভারতবর্ষে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, যে মহামন্ত্র বিস্মৃত হইয়া আমরা সহস্রবৎসরব্যাপী পরাধীনতার মর্ম্মন্তুদ যাতনা সহ্য করিতেছি, বর্ত্তমান যুগে দেশনায়কগণ মেঘমন্দ্রে যে মহামন্ত্রের কথা ভারতবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, একতার সেই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে আমরা এইখানে ঋগ্বেদের মন্ত্রাংশের আলোচনা সমাপ্ত করিলাম।

যজুর্ব্বেদ।

(কৃষ্ণ ও শুক্ল)

বায়ুপুরাণের মতে যাজ্ঞিক কর্ম্মের উপযোগী যজুর্মন্ত্র সকল ইহাতে সন্নিবিষ্ট থাকায় ইহার নাম যজুর্ব্বেদ।

বিষ্ণুপুরাণের মতে যজুর্ব্বেদই চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া চতুর্ব্বেদ হইয়াছে।

"এক আসীৎ যজুর্ব্বেদশ্চতুর্থা তং ব্যবকল্পয়ৎ।"

(বিষ্ণুপুরাণ)।

এই বেদ গদ্যে ও ছন্দে রচিত এবং কৃষ্ণ ও শুক্ল নামে বিভক্ত। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অন্য নাম তৈত্তিরীয় সংহিতা। পাণিনির মতে বৈশম্পায়ন-শিষ্য তিত্তিরি ঋষির নাম হইতে তৈত্তিরীয় শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সংহিতা সপ্তম কাণ্ডে বিভক্ত। প্রতিকাণ্ডে কয়েকটী করিয়া প্রপাঠক আছে। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের আর একটী অংশের নাম আপস্তম্ভ যজুঃসংহিতা। ইহা সাত অষ্টকে বিভক্ত। শৌনকীয় চরণব্যূহমতে কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের ৮৬ শাখা বিদ্যমান ছিল। মহাভাষ্যে শত শাখার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শাখা সমূহের মধ্যে এক্ষণে মৈত্রায়ণী শাখাই প্রসিদ্ধ। ইহাতে পাঁচটী কাণ্ড আছে।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের অপর নাম বাজসনেয় সংহিতা। অন্ন-দানই যাঁহার ব্রত তিনি "বাজসনিঃ"। তাঁহার অপত্য এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া "বাজসনেয়" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। বাজসনির পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য এই বেদের প্রবর্ত্তক। সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার মহীধর ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণ হইতে এক অদ্ভুত ঘটনা সঙ্কলন করিয়া স্বীয় ভাষ্যে প্রকাশ করিয়াছেন।[১] এক্ষণে যে সংহিতাখানি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা মাধ্যন্দিনীয় বাজসনেয় সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ৪০ অধ্যায়ে, ৩০৩ অনুবাকে এবং ১৯৭৫ কণ্ডিকায় বিভক্ত।

ইহার তৃতীয় অধ্যায়ে প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র (ঋগ্বেদ ৩।৬২।১০) সন্নিবিষ্ট আছে। এই সংহিতায় এমন অনেক ঋক্ বা মন্ত্র আছে, যাহা ঋগ্বেদীয় ঋক্ হইতে সর্ব্বাংশে অভিন্ন। এই বেদের কাণ্ব শাখাও সুপ্রসিদ্ধ।

সামবেদ।

অতি প্রাচীনকালে কোন কোন মন্ত্র কেবল উচ্চারিত না হইয়া গীত হইত। এই গীত ঋক্‌গুলির সমষ্টির নাম সামবেদ। বেদ সঙ্কলন সময়ে এই গীতগুলি পৃথক করিয়া সংহিতা বদ্ধ করা হইয়াছে।

সামবেদ দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার ছন্দার্চ্চিকা নাম্নী পূর্ব্ব ভাগে ছয়টী প্রপাঠক ও ৫৮৫ সাম আছে। উত্তরার্চ্চিকা নাম্নী উত্তরভাগে নয়টী প্রপাঠক ও ১২২৫টী সাম আছে। ইহা ভিন্ন চারিটী গানগ্রন্থ সাম সংহিতায় সংযোজিত আছে। তাহার গ্রামগেয়গানে ১৭টী, আরণ্যগানে ৬টী, উহাগানে ২৩টী ও উহ্যগানে ৬টী প্রপাঠক দৃষ্ট হয়।

জৈমিনী, সুমন্তু ও সুকর্ম্মা ঋষি ক্রমান্বয়ে সামবেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন। পরবর্ত্তী কৃতি নামক ঋষির চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক শিষ্য দ্বারা এই বেদের অসংখ্য শাখা রচিত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণের মতে সামবেদের সহস্র শাখা ছিল। নিরুক্তের ভাষ্যকার দুর্গাচার্য্য এই মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বায়ু

পুরাণের মতে শাখাসংখ্যা ১০৪০ ছিল। শৌনকীয় চরণব্যূহে সাতটী প্রসিদ্ধ শাখার উল্লেখ আছে। যথা :—রাণায়নীয়, শাট্যমুগ্র, কালাপ, মহাকালাপ, শার্দ্দূল, লাঙ্গলায়ণ ও কৌথুম। কৌথুম শাখার ছয়টী উপশাখা আছে।

পাশ্চাত্য ও ভারতীয় বেদবিদেরা ঋগ্বেদসংহিতাকে অতি প্রাচীন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ঋগ্বেদধৃত ঋক্ অর্থাৎ মন্ত্রগুলি মানব জাতির প্রথম রচনা-কুসুম। আমরা তাঁহাদের সহিত একমত হইতে না পারিয়া সামগীতি ও ছন্দগুলিকেই আদিত্বের গৌরব প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।

আমরা প্রথমে ঋগানুরাগী পণ্ডিতগণের মত আলোচনা করিয়া নিজমত স্থাপনের প্রয়াস পাইব।

তাঁহাদের প্রথম যুক্তি এই যে যাবতীয় পুরাণ ও মন্বাদি স্মৃতিগ্রন্থে—

"ঋগ্ যজুস্ সাম লক্ষণম্"

বলিয়া ঋগ্বেদের প্রাথম্য বিনির্ণয় হইয়াছে। এ যুক্তি বিচারসহ নহে। কারণ শব্দানুশাসনের নিয়মানুসারে "ঋক্" শব্দের পূর্ব্ব নিপাত হওয়া উচিত। বহু বিশেষ্যপদ একত্র উল্লেখ করিতে হইলে অল্পস্বরবিশিষ্ট শব্দের পূর্ব্ব প্রয়োগ হইয়া থাকে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে (২।২।৩৪) ইহার সুস্পষ্ট বিধি বিদ্যমান আছে।

তাঁহাদের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে ঋগ্বেদের মধ্যে কুত্রাপি যখন সামবেদের উল্লেখ নাই, তখন উহা নিশ্চয়ই ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী।

কিন্তু এই অভিমত নিতান্ত ভিত্তিহীন ও একান্ত অসার। কারণ ঋগ্বেদের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই :—

গায়ৎসাম নভন্যম্ (১।১৭৩।১)

তমু সামানি যংতি (৫।৪৪।১৪)

ঋক্‌সামাভ্যাম (১০।৮৫।১১)

সামগামুক্থশাসম্ (১০।১০৭।৬)

ইত্যাদি মন্ত্রে অতি স্পষ্টরূপে সামের নাম উল্লিখিত রহিয়াছে। এই অবস্থায় "সামবেদ ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী" এই ভ্রান্তমত কিছুতেই স্বীকার করা যায় না।

তাঁহাদের তৃতীয় সিদ্ধান্ত এই যে সামবেদের আর্চ্চিক সমূহ ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের বহুমন্ত্র সামবেদে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ঋগ্বেদীয় সৃষ্টি সূক্তে—যাহার প্রথম হইতে ষোড়শ মন্ত্র আমরা পরে উদ্ধৃত করিতেছি—সামবেদীয় ছন্দগুলির পৃথক উল্লেখ থাকায় এই সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

"তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংশি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥"

ঋক্‌সংহিতা, ১০।৯০।৯

এই মন্ত্রে "ছন্দাংশি" বলিয়া যে পদ আছে তাহার প্রতি আমরা বেদজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সামবেদীয় অর্চ্চাই এই ছন্দঃ শব্দের বাচ্য। অথর্ব্ব সংহিতায় "সামানি ছন্দাংশি" পদের উল্লেখ আছে। যথা :—

ঋচঃ সামানি ছন্দাংশি পুরাণং যজুষা সহ। (১৭।৭।২৮)

সামবেদ দুই ভাগে বিভক্ত, গীত ও ছন্দঃ। পূর্ব্বে বলিয়াছি গীতগুলি গেয়, আরণ্যক, উহ ও উহ্য এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ছন্দের ভাগ দুইটী, যোনি ও উত্তরা। এই দুই ভাগই "আর্চ্চিক" নাম খ্যাত। উপরি উদ্ধৃত বেদমন্ত্রদ্বয়ে সামবেদীয় "ছন্দ" নামক মন্ত্রসমূহের কথা প্রকাশ পাইতেছে।

পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্স্‌মুলার "ছন্দ" অর্থে অতি প্রাচীন মন্ত্র এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য্য "ছন্দাংশি=মন্ত্রা" অর্থাৎ ছন্দ সমূহের অর্থ মন্ত্রসমূহ এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন পাশ্চাত্য বৈদিক পাণিনির মতানুসরণ করিয়া ছন্দকে মন্ত্রার্থে ব্যবহার করিতে চাহেন না। সত্য বটে, পাণিনি স্বীয় অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বেদের সাধারণ অর্থে একশতদশবার ছন্দ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার বহুপূর্ব্ববর্ত্তী যাস্ক, নিরুক্তের মুখবন্ধে ছন্দকে মন্ত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পাণিনিও কোন কোন স্থলে মন্ত্রকে ছন্দঃ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ঃ—

"ছন্দোব্রহ্মাণানিচ তদ্বিষয়ানি॥" অষ্টাধ্যায়ী সূত্র ৪।২।৬৬

আবার স্বয়ং পাণিনিই সামবেদীয় মন্ত্রগুলিকে ছন্দ বলিয়া সূত্র রচনা করিয়াছেন। যথা ঃ—

"সোহস্তোদিরিতি ছন্দসঃ প্রগাথেষু।" ৪।১।৫৫

এস্থলে বলা আবশ্যক যে "প্রগাথ" কেবল সামবেদেই দৃষ্ট হয়।

সামবেদীয় ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ "ছান্দোগ্য" নামে আখ্যাত এবং সামবেদীয়গণ "ছন্দোগ" নামে অভিহিত।

নিরুক্তকার যাস্ক এবং সর্ব্ববেদভাষ্যকার সায়ণ আধুনিক অধ্যাপকদিগের বিচার প্রণালীতে বেদালোচনা করেন নাই। তাঁহারা পুরাণমতানুসারে সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মার চারি মুখ হইতে একই সময়ে চারি বেদ সৃষ্টি হইয়াছিল এই মতই পোষণ করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে আমরা প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করি যে সামবেদেরই বহু মন্ত্র (গীতি) অতি প্রাচীন কালে ঋগ্বেদে গৃহীত হইয়াছে।

আমরা জগতের ক্রমোন্নতিতে এবং প্রাকৃতিক বিবর্ত্তন বাদে বিশ্বাস করি। দেশ বা জাতিবিশেষ উন্নতির উচ্চতম শিখরে অধিরোহণ করিয়া, নানাকারণে অবনতির সুগভীর গহ্বরে নিপতিত হইতে পারে। ভারতবর্ষ, চীন, মিশর প্রভৃতি কয়েকটী প্রাচীন জাতির ইতিহাস বর্ত্তমানে অবনতির ইতিহাস হইলেও সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস যে উন্নতিরই ইতিহাস, তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। অধিক যদি কি, কোন প্রাকৃতিক ঘটনার আঘাতে ভারত মহাসাগরের উর্ম্মিরাশি হিমাচলপাদ-মূলে প্রহত হইয়া ভারতভূমির চিহ্ন পৃথিবীর বক্ষ হইতে চির-তরে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহা হইলেও ক্রমোন্নতি বাদের ভিত্তি-মূল শিথিল হইবে না। এইরূপ ঘটনা যে ভূপৃষ্ঠে বহুবার হইয়া গিয়াছে, তাহা ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা উত্তমরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। আমাদের পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত কোটী কোটী বর্ষব্যাপী অতীত, আর সম্মুখে অবস্থিত মহাকাল; আদিহীন,

মধ্যহীন, অন্তহীন মহাকাল। কত দেশ, কত জাতি, কত সভ্যতা, কত ধর্ম্ম যে মহাকালের চক্রতলে পিষ্ট হইবে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? কেবল "সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ" যে সত্য দ্বারা ভূমি ধৃত হইয়া আছে, "ঋতেনাদিত্যাবস্তিষ্ঠন্তি" যে ঋত দ্বারা আদিত্যগণ স্থির আছেন সেই দুই মহাশক্তি অচল রহিবে। এই অনাদি ও অপৌরুষেয় শক্তিদ্বয়ের প্রভাবে আবার নবদেশ, নূতন জাতি, নবীন সভ্যতা, নব ধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়া জগতের ক্রমোন্নতিবাদই ঘোষণা করিবে। বঙ্গের অমরকবি তাঁহার লেখনীমুখে—

"মরে পিতা মরে পুত্র না মরে মানব,
নাহি হয় উন্নতির তিলার্দ্ধ লাঘব;
জলবিম্ব যায় বৎস মিশাইয়া জলে,
একে ভাটা অন্যদিকে জোয়ার উথলে।"

এই কবিতা রচনা করিয়া ক্রমোন্নতিবাদই সমর্থন করিয়াছেন। গীতার একাদশ অধ্যায়ের মহাকবি মহাকালের সংহার মূর্ত্তিই বর্ণনা করিয়াছেন। মিথিলার রাজকবির

"কত চতুরানন মরি মরি যাওত,
না তুয়া আদি অবসনা;
তোয়ে জনমি, পুন তোয়ে সমাহত
সাগর লহরী সমানা।"

এই মহাবাণী মহাকাল চরণে নিবেদন করিয়া আমরা উদ্দিষ্ট বিষয়ের অনুসরণ করিব।

বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ মহাভারত, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতিতে জগতের ও জীবের যে সৃষ্টি বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কাব্যের ও কল্পনার চরমোৎকর্ষ এবং ভাব ও ভাষার উচ্চাদর্শ হইলেও বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তনবাদের বিরোধী। উহাতে বিরাট হইতে ক্ষুদ্রের, প্রজাপতি হইতে পশ্বাদির, সৎ হইতে অসতের সৃষ্টি সূচিত হইয়া ক্রমনিম্নবাদ সমর্থিত হইয়াছে। আমরা একে একে তাহার প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি।

সৃষ্টিবাদ (বেদে)।

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাংগুলং ॥১॥
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্য।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥২॥
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥৩॥
ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎপুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎপুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ব্যক্রামৎসাশনানশনে অভি ॥৪॥
তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পূরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥৫॥
যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসংতো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥৬॥
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজংত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥৭॥

তস্মাদ্যজ্ঞাৎসর্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যং।
পশূন্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্‌গ্রাম্যাশ্চ যে ॥৮॥
তস্মাদ্যজ্ঞাৎসর্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছংদাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥৯॥
তস্মাদশ্বা অজায়ংত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥১০॥
যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্‌।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যেতে ॥১১॥
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥১২॥
চংদ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিংদ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥১৩॥
নাভ্যা আসীদংতরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্‌ ॥১৪॥
সপ্তাস্যাসন্‌পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্‌পুরুষং পশুং ॥১৫॥
যজ্ঞেন যজ্ঞময়জংত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্‌।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচংত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সংতি
দেবাঃ ॥১৬॥
(ঋকসংহিতা, ১০।৯০)

১। পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া অবস্থিত থাকেন।

২। যাহা হইয়াছে, অথবা যাহা হইবে, সকলই সেই পুরুষ। তিনি অমরত্বলাভে অধিকারী হয়েন, কেন না, তিনি অন্নদ্বারা অতিরোহণ করেন।

৩। তাঁহার এতাদৃশ মহিমা, তিনি কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর। বিশ্বজীবসমূহ তাঁহার একপাদ মাত্র, আকাশে অমর অংশ তাঁহার তিন পাদ।

৪। পুরুষ আপনার তিনপাদ (বা অংশ) হইয়া উপরে উঠিলেন। তাঁহার চতুর্থ অংশ এই স্থানে রহিল। তিনি তদনন্তর ভোজনকারী ও ভোজনরহিত (চেতন ও অচেতন) তাবৎ বস্তুতে ব্যাপ্ত হইলেন।

৫। তাহা হইতে বিরাট জন্মিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক পশ্চাৎভাগে ও পুরোভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করিলেন।

৬। যখন পৃথিবীকে হব্যরূপে গ্রহণ করিয়া দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তখন বসন্ত ঘৃত হইল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হইল ও শরৎ হব্য হইল।

৭। যিনি সকলের অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পুরুষকে যজ্ঞীয় পশুরূপে সেই যজ্ঞাগ্নিতে পূজা দেওয়া হইল।

৮। দেবতারা, সাধ্যবর্গ ও ঋষিগণ উহা দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। সেই সর্ব্বহোমযুক্ত যজ্ঞ হইতে দধি ও ঘৃত উৎপন্ন হইল। তিনি সেই বায়ব্য, বন্য ও গ্রাম্য পশু সৃজন করিলেন।

৯। সেই সর্ব্বহোমসম্বলিত যজ্ঞ হইতে ঋক্ ও সাম-সমূহ ও ছন্দ ও যজুর্ম্মন্ত্র সকল উৎপন্ন হইল।

১০। ঘোটক, গাভী, ছাগ, মেষ ও দন্তপংক্তিদ্বয়ধারী পশুগণ তাহা হইতে জন্মিল।

১১। পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইল।

১২। তাঁহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য (ক্ষত্রিয়) হইল। উরুদ্বয় বৈশ্য হইল, দুই চরণ হইতে শূদ্র হইল।

১৩। তাঁহার মন হইতে চন্দ্রমা, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু হইল।

১৪। নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, দুই চরণ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক ও ভুবন সকল সৃষ্টি হইল।

১৫। দেবতারা যজ্ঞ সম্পাদন কালে পুরুষস্বরূপ পশুকে যখন বন্ধন করিলেন, তখন সাতটী বেদী ও একবিংশতি সংখ্যক সমিধ নির্ম্মিত হইল।

১৬। দেবতারা যজ্ঞীয় পুরুষদ্বারা যে যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, তাহাই সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান। যে স্বর্গলোকে প্রধান প্রধান দেবতা ও সাধ্যগণ অবস্থিত আছেন, মহামহিমান্বিত দেবতাবর্গ সেই স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠা করিলেন।

ইহা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্তের ১ হইতে ১৬ ঋক্। ইহা "পুরুষ-সূক্ত" নামে বৈদিক সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। নারায়ণ ঋষি ইহার দ্রষ্টা। ১ হইতে ১৫ মন্ত্রের ছন্দঃ অনুষ্টুপ, ষোড়শ ত্রিষ্টুপ।

এই সূক্তটী বৈদিক সাহিত্যে বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ। এই জন্য আমরা এইখানে ইহার সরল ইংরাজী অনুবাদ প্রদান করিলাম।

1. Purusha of the thousand heads, the thousand eyes, the thousand feet, covered the earth in all directions and extended ten finger breadths beyond.

2 Purusha is this whole universe, whatever has been, and whatever shall be, and a possessor of the immortality which groweth great by food.

3. So great is Purusha, yea, greater still. One quarter of him is all that hath been made, three quarters of him are the immortals in heaven.

4. With three feet Purusha mounted up, with one foot he remained here ; then he spread out on all sides and became that which eateth and that which eateth not.

5. From him the *Viraj* was born, and from the *Viraj* again Purusha. As soon as he was born he reached out beyond the earth at both ends.

6. When the gods prepared the sacrifice with Purusha as the offering, the spring was

the sacrificial butter, the summer was the fuel, the autumn was the (accompanying) oblation.

7. On the sacrificial grass they anointed the victim, that Purusha who was born in the beginning; him the gods sacrificed, whose favor is to be sought, and the Rishis.

8. When the sacrifice was completed, they collected the fat dripping from it; it formed the creatures of air, and the animals that live in forests, and those that live in villages (wild and domestic).

9. From this sacrifice when completed were born the Rig-hymns, and the Sama-hymns, and the incantations (Atharvan) ; and the Yajus was born from it.

10. From it were born the horses and all the cattle that have two rows of teeth ; the kine were born from it ; from it the goats and sheep were born.

11. When they divided Purusha, into how many parts did they cut him up ? What was his mouth ? What were his arms ? What are his thighs and his feet called ?

12. The Brahman was his mouth; the Rajanya was made from his arms; the Vaishya was his thighs; the Shudra sprang from his feet.

13. The moon was born from his mind; the sun from his eye; Indra and Agni from his mouth; from his breath the wind was born.

14. From his navel came the air; from his head sprang the sky, from his feet the earth, from his ear the regions; thus they formed the worlds.

15. When the gods bound Purusha as victim, preparing the sacrifice, seven enclosing bars of wood were placed for him; thrice seven layers of fuel were piled for him.

16. So the gods through sacrifice earned a right to sacrifice; *these were the first ordinances.* Those mighty ones attained to the highest heaven, where the ancient gods abide, whose favor is to be sought."

এই সূক্তটী চারিবেদেই কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত ভাবে আমরা দেখিতে পাই। ভাগবত পুরাণে ইহার সংক্ষিপ্তসার সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সূক্ত কোলব্রুক, বার্নুফ, উইলসন্, রোথ, ওয়েবার, মাক্স মুলার, মিউর প্রভৃতি ইউরোপীয় বৈদিকগণ

কর্তৃক নানা ভাষায় অনুবাদিত ও আলোচিত হইয়াছে। নানা কারণে, বিশেষতঃ এই সূক্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের উল্লেখ দেখিয়া তাঁহারা অনুমান করেন যে, ঋগ্বেদ রচনার বহুকাল পরে পৌরাণিক যুগে আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত হইয়া ইহা সর্ব্ববেদমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নংভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং ॥১॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎপ্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস ॥২॥
তম আসীত্তমসা গূড়্হমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকং ॥৩॥
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বংধুমসতি নিরবিংদন্হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥৪॥
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্মহিমান আসন্ত্স্বধা অবস্তাৎপ্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥৫॥
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎকুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ॥৬॥
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্সো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ ॥৭॥

(ঋগ্বেদ ১০।১২৯।১-৭।)

১। তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিলনা, যাহা আছে, তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল?

২। তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

৩। সর্ব্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই একবস্তু জন্মিলেন।

৪। সর্ব্ব প্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্ব্ব প্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধি দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করিলেন।

৫। রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন। উহাদিগের রশ্মি দুই পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং ঊর্দ্ধদিকে রহিলেন।

৬। কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে? কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে এই সকল নানা সৃষ্টি হইল? দেবতারা এই সমস্ত নানা সৃষ্টির পর হইয়াছেন। কোথা হইতে যে হইল, তাহা কেই বা জানে?

৭। এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভু স্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও নাও জানিতে পারেন।

পরমাত্মাই এই সূক্তের দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

সৃষ্টিবাদ (ব্রাহ্মণে)।

শতপথ ব্রাহ্মণের নির্দ্দেশানুসারে প্রজাপতি স্বকীয় প্রাণ হইতে পশুবর্গ, মন হইতে মনুষ্যবর্গ, চক্ষু হইতে অশ্ব, শ্বাস-প্রশ্বাস হইতে গো, কর্ণ হইতে মেষ, বাক্য হইতে অজ সৃষ্টি করেন। যথা—

প্রজাপতি র্বৈ ইদমগ্রে আসীদেক এব। সোঽকাময়ত, "অন্নং সৃজেয়, প্রজায়েয়" ইতি। স প্রাণেভ্য এব আদিপশূন্ নিরমিমীত। মনসঃ পুরুষং, চক্ষুষোঽশ্বং, প্রাণাদ্ গাং, শ্রোত্রাদবিং, বাচোঽজং। তদ্ যদেনান্ প্রাণেভ্যোঽধি নিরমিমীত, তস্মাদাহুঃ প্রাণাঃ পশব ইতি। মনো বৈ প্রাণাণাং প্রথমং। তদ্ মনসঃ পুরুষং নিরমিমীত, তস্মাদাহুঃ, "পুরুষঃ প্রথমঃ পশূনাং বীর্য্যবত্তম" ইতি। মনো বৈ সর্ব্বে প্রাণাঃ। মনসি হি সর্ব্বে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৭।৫।২।৬)।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে প্রজাপতি স্বীয় নিশ্বাস হইতে অসুর সৃষ্টি করিয়া যথাক্রমে পিতৃগণ ও দেবগণকে উত্তরোত্তর সৃষ্টি করিলেন। যথা ঃ

প্রজাপতিরকাময়ত "প্রজায়েয়" ইতি। স তপোঽতপ্যত। সোঽন্তর্বানভবৎ। তেনাসুনা অসুরানসৃজত। তদসু

পিতৃনস্বজত। তদনু মনুষ্যান্স্বজত তদনু দেবানস্বজত।
(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।৩।৫৮)।

স্বষ্টিবাদ (আরণ্যকে ও উপনিষদে)।

বেদান্ত, আরণ্যক ও উপনিষদের স্বষ্টিবাদ বেদানুগ। রচয়িতা ঋষিরা স্বষ্টির আদি নাই, অন্ত নাই, ভগবান অবিরত স্বষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, এই মত পোষণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে "একোঽহং বহুস্যাম্" স্বষ্টির মূলীভূত কারণ। ইহার অর্থ এই যে, এক আমি, বহু হইব; ভগবানের এই ইচ্ছা হইতেই ক্রমান্বয়ে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, চরাচর জগতের স্বষ্টি হইয়াছে।

স্বষ্টিবাদ (ধর্ম্মশাস্ত্রে)।

ধর্ম্মশাস্ত্রকার মহর্ষি মনুর মতে স্বয়ম্ভূ অব্যক্ত ভগবান নিজের ইচ্ছায় এই জগৎ স্বষ্টি করিয়াছেন। যথা :—

"আসীদিদং তমোভূতম প্রজ্ঞাতমলক্ষণং।
অপ্রতর্কমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ ॥

(মনুসংহিতা ১।৫।৬)।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার এক কালে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ছিল, সেই সময়ের অবস্থা প্রত্যক্ষের অগোচর, কোন লক্ষণ দ্বারা তাহা অনুমান করা যায় না, তখন ইহা তর্ক ও জ্ঞানের অতীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল। পরে

স্বয়ম্ভূ অব্যক্ত ভগবান্ মহাভূতাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বে এই বিশ্ব-সংসারকে ক্রমে ক্রমে প্রকটিত করিয়া সেই তমোভূত অবস্থার বিধ্বংসক হইয়া প্রকাশিত হন।

মনুর মতে (৩।২০১) ঋষি হইতে পিতৃগণ এবং পিতৃগণ হইতে দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে।

সৃষ্টিবাদ (পুরাণে)।

সমস্ত পুরাণ গ্রন্থেই সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ, মন্বন্তর (কালনির্ণয়) এবং বংশমালা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণ রচয়িতা ঋষিগণ, পরমেশ্বর হইতেই যে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা একবাক্যে প্রচার করিয়াছেন।

পুরাণ বর্ণিত দশাবতারে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর কর্তৃক মৎস্য রূপ ধারণে বেদোদ্ধার, কূর্ম্মরূপে প্রলয় পয়োধি জল হইতে পৃথিবীর উদ্ধার, অনেকেই হয়ত বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু ইহা হইতে সৃষ্টির ক্রমোন্নতির একটি সুন্দর ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে।

সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় যখন সমস্তই জলময় ছিল, তখনই জল-জীবি মৎস্যের আবির্ভাব কল্পিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অবস্থায় পৃথিবীর অধিকাংশই সলিলে নিমগ্ন, স্থানে স্থানে মৃত্তিকার উৎপত্তি হইয়াছে, এই অবস্থায় জল ও স্থলচর প্রাণী কূর্ম্মের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। তৃতীয় অবস্থায় কর্দ্দম, স্থল ও অরণ্যের উপযোগী বরাহ অবতার নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্থ অবস্থায় বসুন্ধরা মনুষ্যের আবাস যোগ্য হইল বটে, কিন্তু তখনও আম-

মাংস ও অরণ্যজাত ফল মূল ভোজন ব্যতীত মানব জীবন যাপন করা সুসাধ্য নয়, এই জন্য অর্দ্ধ পশু ও অর্দ্ধ মনুষ্য ভাবাপন্ন নরসিংহের আবির্ভাব কল্পিত হইল। পঞ্চমাবস্থায় যখন ধরাধাম মনুষ্যের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুখাবাসের স্থান হইল, তখনই বামন অবতারের আবির্ভাব হইল। দেশ অরণ্যে সমাচ্ছন্ন, কেবল বাস ও তপস্যার জন্য তাঁহাকে ভূমি ভিক্ষা করিতে হইল। পৃথিবীর ষষ্ঠ অবস্থার উপযোগী অবতার মহাবীর পরশুরাম। তাঁহার একমাত্র অস্ত্র খরধার কুঠার। মানব প্রস্তর যুগ অতিক্রম করিয়া লৌহ যুগে আসিয়া অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে। পৃথিবীর নানাস্থানে অরণ্য পরিষ্কৃত হইয়া মানব বসতি বিস্তৃত হইতেছে। বিভীষিকাময়ী জড়শক্তিকে দেবতা জ্ঞানে সাম দ্বারা স্তুতি করা হইতেছে। এই সময়কে মানব সভ্যতার শৈশব কাল বলা যাইতে পারে। পৃথিবীর সপ্তম অবস্থার অবতার হরধনুর্ভঙ্গকারী অরণ্যত্রাস রাক্ষসারি সূর্য্যবংশোদ্ভব ধনুর্ধারী রামচন্দ্র। এই সময়ে পৃথিবীর নানা স্থানে মানব বসতি বিস্তৃত হইয়াছে। সামসংগীতে ও অথর্ব্বণ মন্ত্রে বহু শুভ ও অশুভকারী দেবতার নিকট দয়া প্রার্থনা করা হইতেছে। দুই চারিটী যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে। কদাচিৎ কোন কোন ঋষির চিত্তে একেশ্বরবাদ প্রতিভাত হইতেছে। এই সময়কে মানব সমাজের কৈশোর অবস্থা বলা যাইতে পারে। অষ্টম অবস্থায় স্বনামধন্য যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ অবতাররূপে আবির্ভূত হইলেন। এই সময়ে পৃথিবী, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ সভ্যতা ও উন্নতির উচ্চ শিখরে অধিরোহণ করিয়াছে।

প্রাগ্বৈদিক যুগের "শ্রুতি" ও বৈদিক যুগে রচিত অসংখ্য বেদমন্ত্র আলোচিত ও সঙ্কলিত হইয়া ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামে বিভাগ হইয়াছে। যজ্ঞধূমে ভারত গগন সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঋষি সমাজে একেশ্বরবাদ দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। এই অবস্থাকে মানবীয় সভ্যতার যৌবন বলা যাইতে পারে।

সৃষ্টির নবমাবস্থায় বিশুদ্ধ শাক্যকুলে হিমাচল পাদমূলে "অহিংসা পরমধর্ম্ম" এই মহামন্ত্র লইয়া নারায়ণ বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার মহিমাসংগীতে সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারত বহির্ভূত অসংখ্য জনপদ মুখরিত হইয়াছে। বেদ-বিহিত যজ্ঞাদি নিন্দিত ও পশ্বাদি হত্যা নিবারিত হইয়াছে।(১) বৌদ্ধ শ্রমণগণ বৈদিক ব্রাহ্মণগণের গৌরব সিংহাসন অধিকার করিয়া ত্যাগ ও নিস্কাম ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিতে করিতে সমগ্র পৃথিবীবক্ষে নবধর্ম্ম ঘোষণা করিয়াছেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিম গোলার্দ্ধ ব্যাপিয়া "বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি, ধর্ম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি, সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি" প্রতিজ্ঞা শ্রুত হইয়াছে। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, বাণিজ্য প্রভৃতিতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এই অবস্থাকে মানব সভ্যতার

---

(১) অনেকের বিশ্বাস বুদ্ধদেব বেদের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সমালোচকের চক্ষে দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তিনি বেদের অপৌরুষেয়বাদ স্বীকার করিতেন না এবং যে সমস্ত যজ্ঞ ও মন্ত্র হিংসার উপদেশক সেইগুলিকে নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেব দশাবতারের বুদ্ধ স্তোত্রে বলিয়াছেন ;—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্।
সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্॥

অর্থাৎ বেদে পশুঘাত ঘটিত যে সমস্ত যজ্ঞবিধি আছে, তুমি সেই সকল শ্রুতিকে নিন্দা করিয়াছ।

প্রৌঢ়াবস্থা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। পৌরাণিক মতানুসারে এই অবতার এখনও অতীতের বিরাট গহ্বরে প্রবিষ্ট হয় নাই। পুরাণের মতে শেষ অবতার কল্কী নামে জন্ম গ্রহণ করিয়া, বর্ত্তমান সৃষ্টি বিনাশ পূর্ব্বক নবসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত মধুকৈটভ, মহিষাসুর, চণ্ডমুণ্ড প্রভৃতি আখ্যায়িকা হইতে ক্রমোন্নতিবাদের চিত্র প্রদর্শিত হইতে পারে।

পুরাণ বর্ণিত ৮৪,০০,০০০ লক্ষ জন্মের পর মানব জন্মও ক্রমোন্নতিবাদের পরিচায়ক।

শতপথ ব্রাহ্মণে (৭।৫।১।৫) ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১।২৩।১) কূর্ম্ম অবতার এবং যজুর্ব্বেদে (৫।১।৫), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।১।৩৫) ও শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪।১।২।১১) বরাহ অবতারের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সৃষ্টিবাদ (বিজ্ঞানে)।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতে অনন্তদেশ ও অনন্তকাল-প্রসারী নীহারিকাপুঞ্জমধ্যে পরমাণু সমূহের পরস্পরের আকর্ষণের ফলে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সৃষ্টি এখনও চলিতেছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া পুরাতনের বিলোপ ও নূতনের আবির্ভাব-মূলক সৃষ্টি চলিবে।

তাঁহাদের সৃষ্টিবাদের প্রধান অবলম্বন অভিব্যক্তিবাদ বা বিবর্ত্তনবাদ। ইংরাজী নাম Theory of Evolution. তাঁহাদের মতে জীবনসংগ্রামে (Struggle for existence) যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (Survival of the fittest) হইয়া এই

সৃষ্টি বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। তাঁহারা, বিশেষতঃ প্রাণীতত্ত্ববেত্তা লামার্ক, ওয়ালেস্, ডার্‌উইন্, বাইস্‌ম্যান্ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অখণ্ডনীয় প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন যে, পিতা ও পুত্রের মধ্যে যে সম্বন্ধ, বিভিন্ন যুগের প্রাণিগণের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ বিদ্যমান। সৃষ্টির আদিযুগের জীবগণের দেহের ও শক্তির ক্রমিক পরিবর্ত্তন ও উন্নতির ফলে ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর প্রাণীর সৃষ্টি হইয়া মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সৃষ্টি সম্ভাবিত হইতে বহু-কোটী বৎসর আবশ্যক হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে এই মতের যথোচিত আলোচনা হওয়া সম্ভব নহে।

আমরা ক্রমাবনতিবাদে আস্থা স্থাপন করি না। কারণ, পৃথিবীতে এমন অনেক জাতি বিদ্যমান আছে, যাহাদিগকে বন্য বা অসভ্য জাতি বলা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ভারতবর্ষের কুকি, ভীল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি, আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ান, অষ্ট্রেলিয়ার বুস্‌ম্যান, ও আফ্রিকার কাফ্রি জাতির নাম করিতে পারি। বোর্ণিও, সুমাত্রা, নিকোবর প্রভৃতি দ্বীপ সকল অসংখ্য অসভ্য জাতি দ্বারা অধ্যুষিত। এই সকল জাতির কোনকালে কখনও উন্নত থাকার ইতিহাস, প্রবাদ বা অন্য কোন রূপ স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান নাই। পূর্ব্বকালে ছিল, এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে, এরূপ কল্পনাও নাই। তাহারা দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহাই পরিদৃষ্ট হয়।

পক্ষান্তরে সভ্যজাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে অদূরপূর্ব্বকালেই অনুন্নত থাকার পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর উন্নত ভাষা, গণিত বিজ্ঞান, জড় বিজ্ঞান, শিল্পশাস্ত্রের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ক্রমোন্নতিবাদই পুষ্ট ও পরিস্ফুট হয়। বর্ত্তমানে জ্যামিতি, বীজগণিত প্রভৃতি অঙ্ক শাস্ত্রের যে অচিন্তনীয় উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে, মূলে তাহা সংখ্যাগণনার ক্রমোন্নতি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, অসভ্যাবস্থায় মনুষ্যেরা অঙ্গুলির সাহায্যে দ্রব্যাদির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিত। দুই হস্তে দশটী অঙ্গুলি, তাহার একটী দিয়া গণনা করিলে, নয়টী অবশিষ্ট থাকে। সংখ্যা রক্ষা করিবার উপায়, এই নয় অঙ্গুলি হইতে ক্রমোন্নতি দ্বারা যাবতীয় সভ্যজাতির রূঢ় অঙ্কের সংখ্যা নয়টী হইয়াছে। এই জন্যই নয় রূপ অঙ্কের নাম Digit অর্থাৎ অঙ্গুলি হইয়াছে। সমস্ত বিষয়েই এইরূপ উদাহরণ সমাহৃত হইতে পারে।

ক্রমাবনতিবাদের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে বহুল গবেষণা করিয়া বিখ্যাত ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক H. E. Clare লিখিয়াছেন :—

My greatest problem is this. How could man, once having attained perfection, become imperfect? Perfection cannot contain the seed of deterioration. If man was once perfect, he could never fall, but would be eternally great and noble.

যাহা হউক এই গুরুতর বিষয় আমাদের বিশেষ বিচার্য্য নহে। আমরা এই বিষয়ে যে কিছু প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারিয়াছি, তাহাতেই আমরা মানবজাতির আদিম অবস্থা অনুন্নত থাকাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতে পারি।

ইউরোপীয় নৃতত্ত্ববিদ Waitz, Tylor, Lubbock প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সমগ্র মানবজাতিকে অসভ্য, অর্দ্ধসভ্য ও সভ্য এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মানুষের প্রথম অবস্থা বন্য বা অসভ্য। অসভ্য মানব কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা করে নাই, পশ্বাদি বশীভূত করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে নাই, তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট আবাস স্থান নাই। পর্ব্বতগহ্বরে বা বৃক্ষ-কোটরে রজনী যাপন করে। তাহাদের কোন ভাষা হয় নাই, সঙ্কেতে বা দুই একটী শব্দে মনোভাব জ্ঞাপন করে। এই অবস্থায় কিছু অরণ্যজাত ফলমূল সংগ্রহ হইলেই তাহারা আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠে এবং সঙ্গী সঙ্গিনীর বিয়োগে শোকে হাহাকার করিতে থাকে। তাহাদের ভাষা হয় নাই, কিন্তু সহজাত কণ্ঠস্বর আছে। এই কণ্ঠস্বর হইতে সুখে ও শোকে যাহা বহির্গত হয়, তাহাকেই আমরা সুর এবং গীতের আদি কারণ বলিয়া মনে করিতে পারি। জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষা করার জন্য ক্রমে যুদ্ধের আবশ্যক হইয়া উঠে। যুদ্ধ করিতে নিজের উৎসাহ বর্দ্ধন ও শত্রুপক্ষের ভীতি উৎপাদন জন্য চীৎকারে এই সুরের অভিব্যক্তি হয়। তখন সমস্বরে চীৎকার করিবার যে চেষ্টা তাহা হইতেই লয়ের উৎপত্তি

হইয়া থাকে। সঙ্গীতের মূল, সুর ও লয়ের ইহাই জন্ম ইতিহাস বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

কালক্রমে, অর্দ্ধ সভ্যাবস্থায় উপনীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই সুর ও লয়ের কিছু কিছু উন্নতি হইতে থাকে। তখন গীতের মধ্যে যুদ্ধব্যঞ্জক, ভয়প্রকাশক, আনন্দজ্ঞাপক দুই চারিটী শব্দও প্রবেশ করিতে থাকে।

গান করা মনুষ্য মাত্রেরই প্রকৃতি সিদ্ধ, কারণ, সংগীত সুখের সামগ্রী। কোন বিষয়ে আস্বাদ জানে না এমন শিশুও গীত শ্রবণে শান্ত হইয়া থাকে। প্রাচীনেরা বলিয়াছেন, "শিশুর্বেত্তি পশুর্বেত্তি বেত্তি গীতয়ানং ফণী," অর্থাৎ শিশু, পশু অধিক কি সর্পও গীতে মোহিত হইয়া থাকে।

মানবের সভ্যাবস্থায় উপনীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সংগীতেরও যে অসাধারণ উন্নতি হয় তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। এই সময়ে প্রকৃত কবি ও গায়কের উৎপত্তি হয়। অতীতের যবনিকা উত্তোলন করিয়া যতদূর দেখা যায়, তাহাতে মনে হয় যে, সভ্যতার আদি যুগে রচক ও গায়ক একই ব্যক্তি ছিলেন। যিনি গীত রচনা করিতেন, তিনিই উহা মনোমত সুরসংযোগে গান করিয়া নিজের ও শ্রোতার চিত্ত বিনোদন করিতেন। এইরূপে সুপ্রাচীন প্রাগ্বৈদিক যুগের কবিগণ যে সকল স্তোত্র দর্শন, বা রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি সঙ্গীতাকারে "সাম" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন আর্য্যনিবাসে এই সামমন্ত্রগুলি দৃষ্ট বা রচিত হইয়াছিল। এ অবস্থায় আমরা কতকগুলি সামমন্ত্রকেই

মানবজাতির আদি রচনা কুসুম বলিয়া অভিনন্দিত করিতে পারি।

শতপথ ব্রাহ্মণের নবম কাণ্ড "মধুকাণ্ড" নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতের পারস্পারিক সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের মতে এই পঞ্চভূতাত্মক আলোচনার নাম "মধুবিত্তা।" ভাষ্যকারেরা—

"মধুবাতা ঋতায়তে, মধূক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণ সন্তোঽষধী, মধূনক্তমুতোষসি ॥
মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা, মধুমান্ন বনস্পতি।
মধুমাংঽস্তুসূর্য্য, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তুনঃ
ওঁ মধুঃ ওঁ মধুঃ ॥"

এই সামগীতিকেই "মধুবিত্তা" বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। প্রাগ্বৈদিক যুগে ইন্দ্র, অঙ্গিরা ঋষির ভ্রাতা অথর্ব্ব ঋষির পুত্র দধিচীকে এই "মধুবিত্তা" শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ ১।১১৬।২২ এবং ১।১১৭।২২ মন্ত্র।

আমাদের বিশ্বাস প্রাগ্বৈদিক যুগে সুপ্রাচীন অঙ্গিরা ঋষিই সর্ব্বপ্রথমে সামগীতি রচনা করেন। ঋগ্বেদের ১।১০৭।২ মন্ত্রে "দেবগণ প্রথমেই অঙ্গিরাদিগের সামগান শ্রবণ করেন" বলিয়া শ্রুতি আছে। আচার্য্য সায়ণ "সামভি প্রগীতৈর্মন্ত্রঃ" বলিয়া ইহার ভাষ্য করিয়াছেন। সায়ণ ১।৩১।১ মন্ত্রের ভাষ্যে "অঙ্গির-সানাং ঋষিনাং সর্ব্বেষাং জনকত্বাৎ" উল্লেখ করায় আমাদের উক্তি সমর্থিত হইতেছে। ২।২৩।১৭ মন্ত্রে অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতিকে সামের গায়ক বলা হইয়াছে। (১)

(১) আমরা অথর্ব্ববেদ প্রসঙ্গে এই সুপ্রাচীন ঋষিবংশের বিস্তৃত আলোচনা করিব।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "বেদানাং সামবেদোঽস্মি" অর্থাৎ বেদের মধ্যে আমি সামবেদ। দার্শনিক রামানুজ ইহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন, "ঋগ্ যজুঃ সামাথর্ব্বানাং যদুৎকৃষ্ট সামবেদ সোঽহমস্মি।" অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদের মধ্যে সামবেদই উৎকৃষ্ট এবং আমিই সেই সামবেদ।

প্রত্যেক বেদই বহু শাখায় বিভক্ত। দীর্ঘকালব্যাপী অধ্যাপক ভেদের ফলে বিবিধ পাঠান্তর হইয়াই শাখা ভেদ হইয়া থাকে। সুতরাং যে বেদ যত পুরাতন, তাহার শাখা সংখ্যা তত অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। পৌরাণিক মতে সাম-বেদের সহস্র শাখা বিদ্যমান ছিল। ইন্দ্র বজ্রাঘাতে তাহার অধিকাংশ ধ্বংস করেন। ইহা হইতেও এই বেদের সুপ্রাচীনত্ব অনুমিত হইতে পারে। ইন্দ্রের বজ্রাঘাত রূপক; সম্ভব, ইন্দ্র নিজকৃত ঐন্দ্রী ব্যাকরণ দ্বারা প্রাগ্বৈদিক যুগে রচিত অনেক প্রাচীন গীতি অপ্রচলিত করেন।

ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, সুপ্রাচীন কালে বিশ্ ও কৃষ্টয়ঃ অর্থে মনুষ্য বুঝাইত। সামবেদে এই দুই শব্দের ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৈদিক যুগে বিশ্ হইতে বৈশ্য শব্দের উৎপত্তি এবং কৃষ্টয়ঃ শব্দ অপ্রচলিত হইয়াছিল। সায়ণ বিশ্ অর্থে উপনিবেশিত, বিশ্পতি অর্থে প্রজাপালক ও কৃষ্টয়ঃ অর্থে মনুষ্য ও যজমান বলিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমানে পৃথিবীর নানা দেশের আদিম জাতিরা উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিয়া "হো" বা "ও" শব্দদ্বারা গানের শেষ করিয়া

থাকে। আমরা কতকগুলি সামগানের শেষে "হাউ" প্রভৃতি যে সকল শব্দ দেখিতে পাই, তাহা সেই অতি প্রাচীন গীতির শেষ চিহ্ন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ভাষ্যকারেরা বা টীকাকারেরা এই জন্যই ইহার অন্য কোন অর্থ উল্লেখ করেন নাই।

সর্ব্ববেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য সামভাষ্যের ভূমিকায়, সামের অর্থ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে গীতরূপে যে সকল মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই "সাম"। তিনি স্বীয় মত সমর্থন জন্য জৈমিনির মীমাংসাসূত্র হইতে "গীতিষু সামাখ্যা" এই সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন। সায়ণ, মাধবাচার্য্য বিরচিত "ন্যায়মালা বিস্তার" (৭।২) হইতে "রথন্তর" শব্দ উদ্ধৃত করিয়া তাহার বিচার করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, "অভিত্বা শূর নো নুমঃ" এই সাম মন্ত্রটীই সর্ব্ব প্রথমে স্বরসংযোগে গান করিতে হয়। বিষ্ণু পুরাণ-মতে (১।৫) এই রথন্তর সাম, সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মার প্রথম মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে (১।৬।৫৪) "এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে" বলিয়া সামের পূর্ব্বত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

উপরোক্ত প্রমাণ সমূহ আলোচনা করিয়া আমরা বলিতে ইচ্ছা করি যে, সামবেদীয় আরণ্যগানের (২।১।২১) রথন্তর সাম নামে প্রসিদ্ধ "অভিত্বা শূর নো নুমঃ" এই সামগীতিটী মানব জাতির সর্ব্বপ্রথম রচনা এবং মহর্ষি অঙ্গিরা ইহার রচয়িতা।

আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, "মধুবিদ্যা" নামে প্রসিদ্ধ "মধুবাতা" নামক সামগীতি ইহার সমসাময়িক রচনা। বিশ্‌পতি ইন্দ্র ইহা দধিচীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

এই স্থানে আমরা সামবেদ সম্বন্ধে চারিজন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য বৈদিকের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। সত্য বটে, তাঁহারা জনসাধারণের নিকট সামবেদকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্যই এই উক্তি করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইতে আমরা সামবেদের আদিত্ব সম্বন্ধে অনুকূল প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারিব।

সুবিখ্যাত বেদবিশারদ ডাক্তার মার্টিন হোগ ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৩।২৩) হইতে নিম্নলিখিত উপাখ্যানটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা আমরা সামপ্রাথম্যনির্ণয়ে ব্যবহার করিতে পারি।

First there existed the Rick and Saman, seperate from one another ; "Sa" which was the Rick, said to the Saman—Let us marry. The Saman answered. "No, for my greatness exceeds yours."

সামবেদীয় বিবিধ ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অনুবাদক ও সমালোচক Dr. A.C. Burnell, Ph. D., সাম প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

It preserves for us a picture of the biginning of a civilization and ideas and practices which other nations have in the course of their progress thrown aside or concealed with shame, and which now exist hardly anywhere on the earth.

"Vedic Religion" রচয়িতা K. S. Macdonald M. A. D. D., তাঁহার "Brahmanas of the Vedas" গ্রন্থের ২৫ পত্রাঙ্কে লিখিয়াছেন ;—

The Sama Veda has for this reason been called the "incantamenta" of ancient India as the best preserved record of a phase of belief of which we find traces in the histories of the civilization of all nations. Our word "incantation" is still a witness to the ascription of a magical effect to music among the Latins. The Germans held the same belief.

যে সমস্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভারতীয় সভ্যতা অপ্রাচীন করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখপাত্ররূপে আমরা Professor Albrecht Weberকে গ্রহণ করিতে পারি। এই অসামান্য বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জার্ম্মাণ বৈদিক "অধিকাংশ সামগীতি ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে" এই মতবাদ স্থাপন করিতে যাইয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "But if we look more closely at the relation of these verses, it may be stated thus : The richas occuring in the Sama-Samhita generally stamp themselves as older and more original by the greater antiquity of their grammatical forms ; those in the two Samhitas of Yajus, on the contrary, generally give the impression of having undergone a secondary alteration."

[History of Indian Literature, Page 9]

আশাকরি, আমাদের সুবিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের মধ্যে কেহই এমন কথা মনে করিবেন না যে, আমরা প্রাচীন "সাম"গুলিকে আদিম ও অসভ্য জাতির গীতি বলিয়া মত প্রকাশ করিতেছি। এখানে যে অর্থে আমরা আদিম শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, তাহা স্পষ্ট ও সুবোধ্য করিবার জন্য পণ্ডিতবর ম্যাক্স্ মুলারের আলোচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া সামবেদের আলোচনা সমাপ্ত করিতেছি।

Now, I do not wish to be misunderstood. I do not claim for the ancient Indian literature any more than I should willingly concede to the fables and traditions and songs of savage nations, such as we can study at present in what we call a state of nature. Both are important documents to the student of the Science of Man. I simply say that in the Veda we have a nearer approach to a beginning, and an intelligible beginning, than in the wild invocations of Hottentots or Bushmen. But when I speak of a beginning, I do not mean an absolute beginning, a beginning of all things. Again and again the question has been asked whether we could bring ourselves to believe that man, as soon as he could stand on his legs, instead of

crawling on all fours, as he is supposed to have done, burst forth into singing Vedic hymns? But who has ever maintained this? Surely whoever has eyes to see can see in every Vedic hymn, aye, in every Vedic word, as many rings within rings as is in the oldest tree that was ever hewn down in the forest.

[India ; What Can It Teach Us.]

অথর্ব্ববেদ।

অথর্ব্ববেদ চতুর্থ বেদ নামে প্রসিদ্ধ। এই বেদ অথর্ব্ব, অঙ্গিরা ও তদ্বংশীয় ঋষিগণের দ্বারা "দৃষ্ট" বা রচিত হইয়াছিল, এই জন্য ইহার নাম অথর্ব্ববেদ।

এই বেদ বিংশ কাণ্ডে বিভক্ত। প্রতি কাণ্ডে অনেকগুলি সূক্ত আছে। সূক্ত সংখ্যা ৭৩২টী। পূর্ব্বে ১২৩০০ মন্ত্র ছিল, এক্ষণে ৫৮৩০টী মাত্র দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তটী সামান্য পরিবর্ত্তিতাকারে ১৯ কাণ্ডের ষষ্ঠ সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। এই বেদের এক ষষ্ঠাংশ গদ্যময়।

সুপ্রাচীন জেন্দ ভাষা বিশারদ ডাক্তার মার্টিন হৌগ বলেন, জেন্দাভেস্তামতে অথর্ব্ব শব্দের অর্থ অগ্নি পুরোহিত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একবিংশতি সূক্তের পঞ্চম ঋকে "অগ্নির্জাতো অথর্ব্বণা" মন্ত্রটীর উল্লেখ আছে। বায়ুপুরাণে এই বেদের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে।

অথর্ব্ববেদের বহু শাখার মধ্যে নয়টী শাখা প্রসিদ্ধ যথা:—শৌনকীয়, পৈপ্পলাদ, দামোদ, তোত্তায়ন, জামল, ব্রহ্মপালাশ, কুনখা, দেবদর্শী ও চারণ। এক্ষণে মাত্র শৌনক শাখা ও পৈপ্পলাদ শাখা দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রায় সমগ্র ইউরোপীয় এবং অধিকাংশ ভারতীয় পণ্ডিত-গণের মত এই যে, অথর্ব্ব-সংহিতা আধুনিক সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৫।৩২), শতপথ ব্রাহ্মণ (৪।৬।৭।১৩), বৃহদারণ্যক উপনিষদ (১।৫।৫), ছান্দোগ্য উপনিষদ (৩।১ এবং ৭।১), গৌতম ধর্ম্মসূত্র (১৬।২১), বশিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র (১৩।৩০), বৌধায়ণ ধর্ম্মসূত্র (৪।৫।২৯) এবং মনু-সংহিতার অনেকস্থলে "ত্রয়ী" অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের উল্লেখ আছে, কুত্রাপি অথর্ব্ব বেদের উল্লেখ নাই।

আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইব যে, উপরোক্ত গ্রন্থগুলির "ত্রয়ী" শব্দে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ বুঝাইতেছে, এইরূপ অর্থ করিয়া তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি বেদ রচনায় গীতি, পদ্য ও গদ্য এই ত্রিবিধ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম "ত্রয়ী"। "ত্রয়ী" ত্রিবেদ বোধক নহে, ত্রিবিধ রচনায় রচিত মন্ত্রসমূহের বোধক। বিখ্যাত ন্যায়শাস্ত্রবিদ মহর্ষি জৈমিনিকৃত মীমাংসা-দর্শনের টীকাকার মাধবাচার্য্য, ন্যায়মালাবিস্তার গ্রন্থে এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মন্ত্রসমূহের রচনার নিয়মানুসারে "ত্রয়ী" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদের

মাধ্যন্দিনী শাখার ভাষ্যকার মহীধর বেদের দুইটী অর্থ করিয়াছেন। এক অর্থ, বিদ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া "জ্ঞান" অন্য অর্থ ত্রিবিধ রচনা বোধক বলিয়া "ত্রয়ী" বিদ্যা। বলা বাহুল্য যে, এই ত্রিবিধ রচনাই বেদে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

যে সমস্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রাচীন গ্রন্থে বেদের ত্রিত্ব দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রণিধানপূর্ব্বক সমগ্র গ্রন্থ পাঠ করিলে উহার চতুষ্টয়ত্বও দেখিতে পাইবেন।

কেহ কেহ বলেন, অথর্ব্ববেদ ম্লেচ্ছদিগের বেদ, এই জন্য প্রাচীনকালে ইহা সমাদৃত হয় নাই। এই উক্তি আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য চতুর্থবেদ অথর্ব্ববেদের আকাঙ্খা নির্ণয় জন্য গোপথ ব্রাহ্মণ হইতে নিম্নলিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

প্রজাপতি যজ্ঞং অনুনত। স ঋচৈব হৌত্রম কবদ্।
যজুষাধ্বর্য্যবং সাম্নোদগাত্রং অথর্ব্বাঙ্গিরোভি ব্রহ্মত্বম্॥
(গোপথ ব্রাহ্মণ ৩।২)

অর্থাৎ প্রজাপতি যজ্ঞ বিস্তার করেন। তিনি ঋক্ দ্বারা হৌত্র, যজু দ্বারা আধ্বর্য্যব, সাম দ্বারা ঔদগাত্রের এবং অথর্ব্ববেদ দ্বারা ব্রহ্মত্ব নিষ্পন্ন করেন। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থে ইহার আর্য্যবেদত্ব স্থির হইয়াছে। সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ অথর্ব্ববেদের বিধানমতে সম্পাদিত হইয়াছিল (রামায়ণ বালকাণ্ড ১৫।২)। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে সূর্য্যবংশীয় পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠকে "অথর্ব্ব বিৎ" বিশেষণে বিভূষিত করিয়া গিয়াছেন।

অথর্ব্ববেদ ম্লেচ্ছদিগের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল, এইরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রাচীন পারসীকগণ যখন আর্য্য ভ্রাতাগণের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পারস্য প্রভৃতি স্থানে গমন করেন, তখন তাঁহারা অতি প্রাচীন বলিয়া এই বেদ সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। ইহা হইতে উক্ত জনপ্রবাদের সৃষ্টি হইতে পারে।

আমরা এইস্থানে পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্স্‌মুলারের মত উদ্ধৃত করিয়া "ত্রয়ী" প্রসঙ্গের আলোচনা শেষ করিব।

Trayi Vidya (the three-fold knowledge), is constantly used in the *Brahmanas* with regard to their sacred literature. This, however, proves by no means that at the time when the *Brahmanas* were composed the songs of the *Atharvangiras'* did not yet exist. It only shows that originally they formed no part of the sacred literature of the *Brahmanas*. Their very titles (the *Atharvangiras'* or the *Atharvans*) show that these songs must have been of ancient date, and must have had a long life in the oral tradition of India...The songs probably formed an additional part of the sacrifice from a very early time. They were chiefly intended to counteract the influence of any untoward event that might

happen during the sacrifice. They also contained imprecations and blessings and various formulas, such as popular superstition would be sure to sanction at all times and in all countries. If once sanctioned, however, these magic verses would soon grow in importance, nay, the knowledge of all the other *Vedas* would necessarily become useless without the power of remedying accident, such as could hardly be avoided in so complicated in ceremonial as that of the *Brahmanas*. As that power was believed to reside in the songs of the *Atharvangiras*, a knowledge of these songs became necessarily an essential part of the theological learning of ancient India. According to the original distribution of the sacrificial offices among the four classes of priests, the supervision of the whole sacrifice, and the remedying of any mistake that might have happened, belonged to the *Brahman*. He had to know the three *Vedas*, to follow in his mind the whole sacrifice, and to advise the other priests on all doubtful points. If it was the office of the *Brahman* to remedy mistakes in the performance of the sacrifice, and

in for that purpose, the formulas of the *Atharvangiras* were considered of special efficacy, it follows that it was chiefly the *Brahman* who had to acquire a knowledge of these formulas...Because a knowledge of songs of *Atharvangiras*, was most important to the *Brahman* or *Purohita* (the hereditary family-priest), these songs themselves, when once admitted to the rank of a *Veda*, were called the *Veda* of the *Brahman* or the *Brahma Veda.*

Maxmuller's History of the Ancient Sanskrit Literature. Page 446 —48

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ও তাঁহাদের অনুগমনকারী ভারতীয় বেদবিদেরা ভারতবর্ষের বৈদিক-যুগ অপ্রাচীন করিবার অভিলাষে দুইটী শাণিত অস্ত্র ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের প্রথম অস্ত্র "প্রক্ষিপ্তবাদ," দ্বিতীয় অস্ত্র "কাল নির্ণয়।" যে বিষয়টী তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হইবে না, তাহা হয় প্রক্ষিপ্ত, না হয় কাল নির্ণয়ের মনঃকল্পিত প্রণালী অনুসারে অপ্রাচীন বলিয়া অভিহিত হইবে।

আমরা এই স্থলে অথর্ববেদের প্রাচীনতা সম্বন্ধে মাত্র একটী উদাহরণ প্রদান করিয়া উক্ত অভিযোগ পরিস্ফুট করিতেছি।

প্রাচীন ভারতের গৌরব, ঋষিপ্রতিম পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী সূত্র নামক যে ব্যাকরণ-সংহিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর কোন ভাষায় তাহার তুলনা নাই। পণ্ডিতপ্রবর আচার্য্য গোল্ডষ্টুকার পাণিনি সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। (১) তিনি অভূতপূর্ব্ব গবেষণা ও বিচারবুদ্ধির যোজনা দ্বারা খৃষ্টাব্দের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে পাণিনির জন্ম (২) প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে পাণিনি সূত্রের কুত্রাপি অথর্ব্ববেদের উল্লেখ নাই। তিনি এই শিথিলমূলযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, আরণ্যক, উপনিষদ, বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি যাবতীয় গ্রন্থকে পাণিনির পরবর্ত্তী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে পাণিনির সূত্রে আথর্ব্বনিক শব্দ বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু সুস্পষ্ট চতুর্থ-বেদ-প্রতিপাদক অথর্ব্ব বা অথর্ব্বাঙ্গিরস শব্দ কোন স্থানে বিনিবেশিত হয় নাই। তাঁহার সময়ে এই বেদ প্রচলিত থাকিলে তিনি সূত্রসমূহের মধ্যে তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেন।

অনেকেই অবগত আছেন যে, শাকলাদি শাখার সাধারণ নাম ঋগ্বেদ, কৌথুমাদি শাখার সাধারণ নাম সামবেদ, শৌনকাদি শাখার সাধারণ নাম অথর্ব্ববেদ। পাণিনি-সূত্রে এই ত্রিবিধ শাখার নাম উল্লেখ আছে। (৩)

(১) Panini ; His place in Sanskrit Literature.
By Theodor Goldstucker.

(২) "প্রাচীন ভারতের কাল নির্ণয়" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৩) পাণিনি সূত্রঃ ৪ অধ্যায় ৩ পাদ ১২৮ সূত্র, ৪।৩।১০৫, ৪।৩।১০৬, ৪।৩।১৩৩।

এই সকল সূত্র হইতে সহজেই বোধগম্য হইতেছে যে, অথর্ব্ববেদ অবগত থাকা দূরের কথা, পাণিনি অথর্ব্ববেদের শৌনক শাখা ও কৌশিক সূত্র পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন।

পাণিনি কোন স্থলেই ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, কেবল "ছন্দসি" "দৃষ্ট সাম" বলিয়া সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ যে যুক্তিবলে অথর্ব্ব-বেদকে পাণিনির অজ্ঞাত বলা হইতেছে, ঠিক সেই যুক্তিতেই অন্য বেদত্রয়কে পাণিনির অজ্ঞাত বলা যাইতে পারে।

নিরুক্তকার যাস্ক পাণিনির বহুপূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে তাঁহার জন্মকাল ৯০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ। যাস্কের নিরুক্ত মধ্যে "অথর্ব্বাঙ্গিরস" নাম পাওয়া যাইতেছে। তৎকৃত নৈঘণ্টুক কাণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে "আঙ্গিরস" ও "আথর্ব্বনিক" শব্দ আছে। টীকাকার দেবরাজ যজ্বা, অথর্ব্ব ও অঙ্গিরা ঋষিকেই অথর্ব্ববেদের "দ্রষ্টা" বলিয়াছেন।

আর এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা বলেন যে, অথর্ব্ববেদে অভিচারাদি মন্ত্র, দৈবোৎপন্ন বিপদুদ্ধারের মন্ত্র, রোগ নিবারক ঔষধের স্তুতি, শত্রুর প্রতি অভিশাপ, মারণ, বশীকরণ প্রভৃতি মন্ত্র সংগৃহীত হওয়ায় এই বেদ "ত্রয়ী" মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। মধুসূদন স্বরস্বতী স্বকীয় প্রস্থান-ভেদ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "অথর্ব্ববেদস্তু যজ্ঞানুপযুক্তঃ শান্তি পৌষ্টিকাভিচারাদিকর্ম্মপ্রতিপাদকত্বেন অত্যন্তং বিলক্ষণ এব।" অর্থাৎ শান্তিক, পৌষ্টিক এবং অভিচারাদি কর্ম্ম ইহার বিশেষ প্রতিপাদ্য

হওয়ায় এই বেদ যজ্ঞে অনুপযুক্ত বলিয়া গণ্য। এতদ্ভিন্ন ইহাতে ব্রাত্যের প্রশংসা দৃষ্ট হয়। সমস্ত সংহিতাকারেরা এই ব্রাত্য নিন্দিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ড এই ব্রাত্যগণের প্রশংসায় পরিপূর্ণ। এই সমস্ত কারণে এই বেদ পরবর্ত্তী কালে নিন্দিত হইয়াছে।

আমরা উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ সত্য বলিয়া স্বীকার করি এবং ইহাই অথর্ব্ববেদের প্রাচীনত্বের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ রূপে ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি।

বেদমন্ত্রনিচয় এক সময়ের রচনা নহে, অথবা এক সময়ের ধর্ম্মভাব প্রকাশক নহে। কোন কোন মন্ত্র যে অতি প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। বেদ রচয়িতা ঋষিগণ তাহা ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা বেদ সংহিতা হইতেই তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইব

"অগ্নি পূর্ব্বকালীন এবং ইদানীন্তন ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্তবনীয়। তিনি এই যজ্ঞে দেবগণকে আহ্বান করুন।" ঋগ্বেদ ১।১।২।

"হে অগ্নি! তুমি দেবতাগণকে আমাদের এই হবি দানের বিষয় ও এই অভিনবতর স্তোত্র সমুদয় অবগত কর। ১।২৭।৪।

"পুরাতন, মধ্যতন ও অধুনাতন স্তোম দ্বারা যে ইন্দ্র বর্দ্ধিত হয়েন, যজমান যজ্ঞ দ্বারা সেই ইন্দ্রকে আপনার অভিমুখে আনয়ন করিতেছে।" ৩।৩২।১৩।

৫।৪৫।৩ মন্ত্রে মহাস্তুতি সকলের প্রাচীন রচয়িতার উল্লেখ করা হইয়াছে। কোন কোন মন্ত্রে পূর্ব্বকালীন ঋষিগণের স্তোত্রের সহিত পরবর্ত্তী ঋষিগণের স্তোত্রের তুলনা করা হইয়াছে।

বেদের অনেক স্থলেই কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে অতি উন্নত মতের সহিত অতি অপরিণত ও অনুন্নত মতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সমকালীন রচনায় এইরূপ মতানৈক্য হওয়া সম্ভব নহে।

অনেক স্থলেই পিতা, পুত্র, পৌত্রাদির রচনা একস্থলে দেখা যায়। আয়ু শতবর্ষ (১) কাল হইলেও এইরূপ রচনা সম্ভবপর নহে।

শেষ কথা এই যে, বহুযুগব্যাপী ও অসংখ্য মন্ত্র হইতে বেদ চতুষ্টয় সঙ্কলিত হইয়াছে। অতএব ইহার রচনায় কালভেদ বিদ্যমান থাকাই সুনিশ্চিত।

---

(১) আয়ু সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অনেক ভ্রম বিশ্বাস প্রচলিত আছে। মুদ্রিত গৃহ পঞ্জিকায় সত্যযুগে লক্ষবর্ষ পরমায়ু নির্দ্দেশ আছে। পুরাণ রচয়িতারাও যে এইরূপ বিশ্বাস করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সংহিতাকার মনু মনুষ্যের আয়ু সত্যযুগে ৪০০ বৎসর, ত্রেতায় ৩০০ বৎসর, দ্বাপরে ২০০ বৎসর এবং কলিতে ১০০ বৎসর বলিয়া গিয়াছেন। এ সকল কল্পনা মাত্র। কিন্তু বেদ, "জীবে শরদঃ শতম" আমি যেন শত বর্ষ জীবিত থাকি, "দাতা শতং জীবতু" দাতা শতবর্ষ জীবিত থাকুন, ইত্যাদি মন্ত্রে জীবনের সীমা শতবৎসরই নির্দ্দেশ করিয়াছে। এই স্থলে আরও প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে।

"শতবর্ষ অবলোকন করিতে দাও, যেন আমরা প্রাচীনগণের উপযুক্ত আয়ু লাভ করিতে পারি।" ২।২৬।১০ মন্ত্র।

"আমাদের জীবনের জন্য শতবর্ষ প্রদান কর।" ৩।৩৬।১০ ঋক্।

"মেঘ প্রদত্ত জল শতবর্ষব্যাপী জীবনের জন্য আমাকে রক্ষা করুন।" ৭।৬১।১৬।

যখন রচনার কালভেদের প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে তখন রচনার পৌর্ব্বাপর্য্য স্বীকার করিতেই হইবে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে মহর্ষি অঙ্গিরা রচিত সামবেদীয় আরণ্যগানের রথন্তর সামকে মানব জাতির প্রথম রচনা কুসুম বলিয়া প্রমাণ করিয়াছি। এক্ষণে সভ্যতা সৃষ্টির সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান উপাদান অগ্নি আবিষ্কারক অঙ্গিরাগ্রজ মহর্ষি অথর্ব্ব রচিত কয়েকটী মন্ত্রকেই আদি সামের সমসাময়িক রচনা বলিয়া অভিনন্দিত করিতেছি।

সর্ব্বদেশের মনুষ্য সমাজে কিছু না কিছু কুসংস্কার প্রচলিত আছে। মনুষ্যের অসভ্য ও অর্দ্ধ সভ্যাবস্থায় যে কুসংস্কার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। তাহার প্রধান ও একমাত্র কারণ, এই সময়ের ধর্ম্মবোধ ভাতিজাত। ধর্ম্মের ক্রমোন্নতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ভয়ই ধর্ম্মবোধ উৎপত্তির আদি ও প্রধান কারণ। ঈশ্বরের করুণা নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীনে সৃষ্টিকে রক্ষা করে, অনুন্নত কালে মনুষ্যগণ তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না। এই অবস্থার পরবর্ত্তী সময়ে অর্থাৎ সভ্যতার প্রথম সোপানে পদবিক্ষেপ করিয়া, জ্যোতির্ম্ময় প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড, ভীম প্রভঞ্জন, চপলা-চমকিত জলদজাল, অভ্রভেদী শৈল শিখর, প্রাণঘাতিনী পীড়া প্রভৃতি জড় প্রকৃতির বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দর্শনে ভীত হইয়া নানা আপদ নিবারণার্থ সুপ্রাচীন ঋষিরা যে সমস্ত মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, অথর্ব্ব বেদে তাহার শ্রুতি বিদ্যমান আছে। সেই জন্যই ঋগ্বেদের উচ্চতম ও

মধুরতম মন্ত্রের পরিবর্ত্তে অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদ-সংহিতায় দৈবোৎপাত উপসম মন্ত্র, রোগমুক্তির জন্য রোগারোগ্যকারী ঔষধির স্তুতি, মারণ, উচাটন, বশীকরণ মন্ত্র; জড়পূজা ও পশুবলি প্রভৃতির প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণ, একথা কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না যে, ঋগ্বেদীয় ধর্ম্মবিশ্বাস ও উন্নতচিন্তায় উপনীত হইয়াও পরবর্ত্তী যুগে অধঃপতিত অবস্থায় সুপ্রাচীন অথর্ব্ব ও অঙ্গিরা ঋষির ছদ্মনামে কতিপয় ব্রাহ্মণ মিলিত হইয়া, মৃত বৈদিক ভাষার অনুকরণ করিয়া, অথর্ব্ববেদ রচনা করিয়াছিলেন। (১) পরিদৃশ্যমান পৃথিবীতে একেশ্বরবাদ হইতে প্রেতবাদে অপনীত হইবার দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

সভ্যতার প্রথম সোপানে অধিরোহণ করিয়া আমাদের পূর্ব্ব মহাপুরুষ অঙ্গিরা ও বৃহস্পতি প্রভৃতি ভৃগুবংশীয় কবিরা সাম রচনা ও গান করিয়া এবং বিবিধ প্রাকৃতিক শক্তিকে আথর্ব্বণ মন্ত্রে প্রসন্ন করিয়া সরলভাবে সামাজিক জীবন যাপন করিতেছিলেন। কালক্রমে তাঁহারা মঙ্গলময় দেবতা ত্রয়ের প্রীতি সম্পাদনের জন্য ঋক্ রচনায় ও আড়ম্বরবিহীন দুই চারিটী যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যজুঃ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জীবনধারণে অপরিহার্য্য, করুণাময় ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান জল, বাতাস ও আলোকের অধিষ্ঠাতা এই তিন দেবতা বরুণ, বায়ু ও সূর্য্য নামে

---

(১) Weber তাঁহার History of Indian Literature গ্রন্থের ১৪৮ পৃষ্ঠায় প্রায় এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। আমরা এই অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিব।

প্রাচীন আর্য্যাবাসে সমগ্র মানবজাতির পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক স্তুত ও পূজিত হইয়াছিলেন। হিন্দু আর্য্যজাতির বেদে, পারসিক আর্য্যগণের জেন্দ-আবেস্তা গ্রন্থে (২) গ্রীক, রোমান, লিথুনিয়ান প্রভৃতি জাতির দেবতত্ত্ববিষয়ক উপাখ্যানে (Mythology) ইহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

যাস্ক তাঁহার নিরুক্ত গ্রন্থে (৭।৫) (তিস্র এব দেবতা * * অগ্নি পৃথিবী স্থানো বায়ুর্বেন্দ্রো বান্তরিক্ষ স্থান সূর্য্যো দ্যুস্থান-স্তাসাং) অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র ও সূর্য্য এই তিন দেবতাকে অগ্রগণ্য বলিয়াছেন। আমাদের যুক্তি সঙ্গত অনুমান এই যে, প্রাগ্বৈদিক যুগের বরুণ, বায়ু ও সূর্য্য, বৈদিক যুগে অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য্য নামে এবং পৌরাণিক যুগে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু নামে পরিকল্পিত হইয়া ছিলেন। এই পরিকল্পনার ইতিহাস বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে অবগত হওয়া যায়।

মানবজাতির সর্ব্বপ্রথম যজ্ঞকে আমরা পিতৃযজ্ঞ (Ancestor Worship) নামে অভিহিত করিতে পারি। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস লেখকেরা ইহাকে সুপ্রাচীন ও আদিম (and

---

(২) ইতিপূর্ব্বে এই গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছি এবং পরেও উল্লিখিত হইবে। "জেন্দআবেস্তা" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ Law and Reform বা ব্যবহার ও সংস্কার শাস্ত্র। এই মহাগ্রন্থ একবিংশতি খণ্ডে দ্বাদশসহস্রসংখ্যক গোচর্ম্মের উপর খোদিত হইয়াছিল। পারস্যে আক্রমণকারী মুসলমানেরা ইহা ধ্বংশ করিয়া ফেলিয়াছিল। মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে যে সমস্ত অগ্নি উপাসক পারসিকেরা ভারতবর্ষে আগমন করেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ জেন্দআবেস্তা এবং আরও দুইখানি প্রাচীন গ্রন্থের অল্পাংশ তাঁহাদের বংশধরগণের নিকট প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

perhaps this cult is the oldest of all) বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। যিনি এই যজ্ঞের পৌরহিত্য করিতেন, তিনি "ব্রহ্মা" নাম আখ্যাত হইতেন।

কালে যখন তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন যে, প্রাকৃতিক ভিন্ন ভিন্ন শক্তির ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন, তখনই তাঁহারা সেই সকল দেবতার নামকরণ করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বিবিধ ঋক্ অর্থাৎ মন্ত্র রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইগুলি ঋগ্বেদে "নিবিদ" অর্থাৎ দেবতা বিষয়ক অতি প্রাচীন বাক্য বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। এইরূপে আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থানে কিয়দংশ "সাম" কতকাংশ "আথর্ব্বন" অল্পমাত্র "যজুস" ও "ঋক্" দৃষ্ট বা রচিত হইয়াছিল। বিশাল বৈদিক সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে এই সুপ্রাচীন রত্নগুলি সমাহৃত হইতে পারে।

এই দীর্ঘকালব্যাপী যুগকে আমরা প্রাগ্বৈদিক যুগ নামে অভিহিত করিতে পারি।

আমাদের পূর্ব্ব মহাপুরুষেরা তাঁহাদের আদি বাসস্থান হইতে "মধুবাতা" প্রভৃতি সামগানে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া, বিবিধ অথর্ব্বমন্ত্রে সর্ব্বসিদ্ধি প্রার্থনা করিতে করিতে, শ্বাপদ-সঙ্কুল নিবিড় অরণ্যানী, তুষার-ধবলিত অত্যুচ্চ গিরিশ্রেণী, বেগবতী প্রবল স্রোতস্বিনী অতিক্রম করিয়া, উত্তাল তরঙ্গমালা বিক্ষোভিত সিন্ধু নদের পশ্চিম উপকূলে উপনীত হইয়াছিলেন।

প্রথমে সিন্ধুর পশ্চিম ও পূর্ব্ব তীরস্থিত ভূভাগে, পরে পঞ্চনদ বিধৌত পাঞ্জাব প্রদেশে হিন্দু আর্য্যজাতির জ্ঞান ও চিন্তাধারা

চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই স্থানেই তাঁহারা যে বহুসংখ্যক সাম ও আথর্ব্বণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। এইস্থানেই তাঁহারা দেবগণ ও পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রীতি সম্পাদনার্থ ক্রিয়া বহুল নানাবিধ যজ্ঞের প্রচলন করেন এবং যজ্ঞ কার্য্য শৃঙ্খলা সহকারে সম্পাদন করিবার জন্য কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদোক্ত বহু যজুস রচনা করেন এবং সেই সমস্ত দেবতা ও পূর্ব্বপুরুষগণের আশীর্ব্বাদ ও প্রসন্নতা লাভের জন্য অসংখ্য ঋক্ বা মন্ত্র রচনা করেন। এই পরবর্ত্তী সংযোজন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক বেদ বিভাগকাল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। ঋগ্বেদীয় একেশ্বর প্রতিপাদক মন্ত্রগুলি এবং জগতের আদিকারণ ঘটিত দুরূহ ও প্রগাঢ় ভাবপ্রকাশক সূক্তগুলি ভারতবর্ষের নানা স্থানে রচিত হইয়াছিল। কারণ, এগুলি সুপ্রাচীনকালে এবং সর্ব্বপ্রথমে রচিত হওয়া কোনমতেই সম্ভবপর নহে।

আসিন্ধু গঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভারতভূমির যে অংশে ও যে সময়ে আর্য্য সভ্যতা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সময়কে আমরা **বৈদিক যুগ** নামে বিখ্যাত করিতে পারি।

শতপথ ব্রাহ্মণের অনুবাদক এবং বিখ্যাত বেদজ্ঞ Professor Julius Eggeling প্রাচীন ভারতে সামাজিক অধিকার লইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের বিরোধ প্রসঙ্গে, অথর্ব্ব বেদোক্ত মন্ত্রগুলিকে ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী রচনার সমকালিক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ;—

"The struggle for social ascendency between the priesthood and the ruling military class must, in the nature of things, have been of long duration. In the chief literary documents of this period which have come down to us, *viz* :— the Yajur Veda and the hymns of the Atharva Veda, some of which perhaps go back to the time of the latter hymns of the Rick." অধ্যাপক মহোদয় তাঁহার প্রতিজ্ঞা দৃঢ়ীকরণ জন্য অথর্ব্ববেদ হইতে অনেক মন্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন।

আচার্য্য মহাশয়ের এই অনুমানমূলযুক্তি বিচারসহ নহে। সামাজিক অধিকার লইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আমরা বৈদিক সাহিত্য-মধ্যে কুত্রাপি দেখিতে পাই না। তর্কস্থলে স্বীকার করিলেও, অথর্ব্ববেদের রোগ নিবারক, অভিচারক ও ভূতপ্রেতাদির ভয়বারক মন্ত্রাদির দ্বারা ব্রাহ্মণগণের কি স্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। পক্ষান্তরে যজুর্ব্বেদোক্ত যজ্ঞাদির প্রচলনে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য কিয়ৎ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এই অনুমানে আস্থা স্থাপন করিতে পারি।

কোন কোন ভারতীয় বেদবিদেরা; "অথর্ব্ববেদ, ম্লেচ্ছবেদ, উহা আর্য্যবেদ নহে", এই উক্তির প্রমাণে বলিয়া থাকেন, এই বেদ এবং তৎসংলগ্ন গোপথ ব্রাহ্মণে ও তদাবলম্বনে

রচিত, কৌশিক সূত্রে ও বৈতান সূত্রে, গোমেধ, অশ্বমেধ, নরমেধ, সর্ব্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। এমন কি এই সমস্ত গ্রন্থে গোমাংস গ্রহণের প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান আছে। এ অবস্থায় এই প্রমাণই দৃঢ় হইয়া থাকে যে, এই বেদ ভারতীয় আদিম জাতি অর্থাৎ ম্লেচ্ছদিগের জন্য রচিত হইয়াছিল।

আমরা বাধ্য হইয়াই এই অপ্রিয় বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

বেদের কোন কোন স্থল ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি, বিশেষতঃ সুপ্রাচীন ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ এবং প্রাচীন শতপথ ব্রাহ্মণ পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে গোমাংস ভক্ষণ প্রথা প্রচলিত ছিল। ইহা আমাদের যুক্তিসঙ্গত অনুমান যে, মানবজাতির বন্য অর্থাৎ অসভ্যাবস্থায় শিকারলব্ধ এবং অর্দ্ধসভ্যাবস্থায় শিকার সংগৃহীত ও গৃহপালিত পশু মাংসই প্রধান খাদ্যরূপে পরিগণিত ছিল। সভ্যতার প্রথম সোপানে পদবিক্ষেপ করিয়াও আর্য্যজাতিরা তাঁহাদের আদিম বাসস্থানের অত্যধিক শৈত্য নিবন্ধন এবং উদ্ভিজ্জাত খাদ্যের অপ্রাচুর্য্য বশতঃ মাংসাহার পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বিশেষতঃ সেই সুপ্রাচীন যুগে কৃষিকার্য্য অনুন্নত থাকায় গোজাতির প্রয়োজনীতা ও উপকারিতা সম্যক উপলব্ধ হয় নাই। সুতরাং সেই সময়ে অর্থাৎ প্রাক্-বৈদিক যুগে গোমাংস ভক্ষণ প্রথা যে বিশেষ

রূপে প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ বর্ত্তমান নাই।

K. S. Macdonald, M. A. D. D. The Brahmans of the Vedas গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"Hospitality was the rule of life among ancient Aryans, and guest were received with great ceremony. The fact that a guest and one for whom a cow was killed was called by the one word "goghna" is significant of the other fact by partaking of the flesh of the sacred animal he was for the time being made a member of the caste, clan or tribe. There are many reason for beliving that the cow or bull was a totem of the Aryans on and before their arrival in India. In Vedic times all these trails of Totemism were found concentrated in the cow-worship."

কোন অসভ্য জাতিদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের চিহ্নস্বরূপ জন্তু বা বৃক্ষাদিকে "টোটেম" কহে। প্রায় সমস্ত অসভ্য জাতির লোকদিগের মধ্যে এই বিশ্বাস আছে যে তাহারা মানবেতর কোন জন্তু বা বৃক্ষাদি হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ বিশ্বাসকে "টোটেমিজম্" কহে। (১)

(১) Introduction to he History of Religion, Prof : Jevon.

উপরি উদ্ধৃত ইংরাজী অংশের "টোটেমিজম্" প্রভাবে ভারতবর্ষে গোজাতি পূজিত হইয়া গোমাংস ভক্ষণ প্রথা তিরোহিত হইয়াছিল, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। ইহা কষ্ট-কল্পনা মাত্র। আর্য্যজাতিরা সিন্ধুর পশ্চিম ও পূর্ব্ব উপকূলে এবং পঞ্চনদ প্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াও গোমাংসকে অখাদ্য পর্য্যায়ে নিঃক্ষেপ করেন নাই। এই জন্যই আমরা বেদের কোন কোন স্থলে এবং তৎসংলগ্ন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে গোমাংস গ্রহণের প্রমাণ দেখিতে পাই। ইহাও নিশ্চিৎ যে, পঞ্চনদ-বিধৌত পঞ্জাব প্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা গোমাংস ভক্ষণের অনুকুল ছিল। বৈদিক যুগে আর্য্যাধিকার ও আর্য্যপ্রভাব ক্রমশঃ যমুনা ও গঙ্গাতীরবর্ত্তী ভূভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাগ্বৈদিক যুগের খাদ্য গোমাংস ভক্ষণ করার বিরুদ্ধে ঋষি সমাজে আন্দোলন উপস্থিত হইতে থাকে। আমরা সুপ্রসিদ্ধ শতপথ ব্রাহ্মণে এই আন্দোলনের একটী প্রণালীবদ্ধ ইতিহাস দেখিতে পাই। কালে ভারতবর্ষের জলবায়ু প্রভাবে, সর্ব্ববিষয়ে গোজাতির পরম আবশ্যকতা ও উপকারিতা অনুভবে এবং উদ্ভিজ্জ খাদ্যের অপ্রচুরতার অভাবে, বৈদিক যুগ অবসানের বহুপূর্ব্বে ইহা নিষিদ্ধ খাদ্য রূপে পরিগণিত হয়।

অথর্ব্ববেদের যে অংশ অতি প্রাচীন কালে অর্থাৎ প্রাগ্বৈদিক যুগে রচিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেই আমরা যজ্ঞে পশ্বাদি উৎসর্গের প্রচুর নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের অধিকাংশই, এমন কি সকলেই এইমত পোষণ করেন যে, আর্য্যজাতির ভারতাগমনের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এই দেশ তিব্বতী ব্রহ্ম, (Tibeto Burmans) কোল, (Kolarians) এবং দ্রাবিড় (Dravidians) নামক তিনটী অসভ্য ও পরাক্রান্ত জাতির দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। তাহারা দীর্ঘকালব্যাপী সমর ও বিবিধ শত্রুতা সাধনের পরে আর্য্য সভ্যতা ও শক্তির নিকট আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যে সময়ে এই পরাজিত আদিম অধিবাসিগণের সভ্যতা ও ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত, আর্য্য সভ্যতা ও ধর্ম্মবিশ্বাসের মিলন হইয়াছিল, সেই সময়ে অথর্ব্ববেদ রচিত হইয়াছিল। অথর্ব্ববেদ ও তৎসংলগ্ন ব্রাহ্মণ ও সূত্র গ্রন্থাদিতে গোমাংস ভক্ষণের প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান আছে বলিয়া, তাঁহারা এই বেদের প্রাচীনতার বিরুদ্ধে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই।

আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ইহাই অথর্ব্ববেদের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনের বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রমাণ।

আমরা উপরোক্ত মতবাদিগণের প্রতিনিধিরূপে সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক Zenaide A. Ragozin মহোদয়কে গ্রহণ করিয়া তৎপ্রণীত "Vedic India" হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

For a long time these three *Samhitas*—the Rig, the Yaju, and the Saman—the bulk of them in reality reducible to only one, the Rig—

formed the entire body of sacred lore, under the collective title of TRAIVIDYA, *i. e.*, "the threefold Veda," or "the threefold knowledge." It was only at a considerably later period, for which no precise date can be suggested, that a fourth one was incorporated in the sacred canon—the ATHARVA-VEDA It may therefore, in one way, be called a comparatively modern addition. *Yet in another it may probably lay claim, at least in part, to a higher antiquity than even the Rig-hymns.* Nothing could well be imagined more different in contents and more opposite in spirit than these two Samhitas. That of the Atharvan contains a comparatively small number of mantras from the Rig, and those only from the portions unanimously recognized as the latest, while the bulk of the collection along with some original hymns of the same kind and, in many cases, of great poetic beauty, consists chiefly of incantations, spells, exorcisms. We have here, as though in opposition to the bright, cheerful prntheon of beneficent deities, so trustingly and greatefully addressed by the Rishis of the Rig,

a weird, repulsive world of darkly scowling demons, inspiring abject fear, such as never sprang from Aryan fancy. *We find ourselves in the midst of a goblin worship, the exact counterpart of that with which we became familiar in Turanian Chaldea.* Every evil thing in nature, from a drought to a fever or bad qualities of the human heart, is personified and made the object of terror-stricken propitiation, or of attempts at circumvention through witchcraft, or the instrument of harm to others through the same compelling force. Here as there, worship takes the form of conjuring, not prayer; its minsters are sorcerers, not priests.

* * *

If, as is more than probable, this is the history of the fourth Veda, the manner of its creation justifies the seemingly paradoxical assertion that it is at once the most modern of the four, and *in portions, more ancient than even the oldest parts of the Rig Veda.* As a Samhita, it is a manifestly late production, *but the portion*

which embody an originally non-Aryan religion are evidently exterior to Aryan Occupation.

উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশের ইটালিক অক্ষরে মুদ্রিত পংক্তিনিচয়ের প্রতি আমরা সহৃদয় পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পণ্ডিত-বর Ragozin অথর্ব্ববেদ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদেরই মত সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হইতেছে। কারণ, আমরা এই গ্রন্থের কোন স্থানে এরূপ প্রমাণ উপস্থিত করি নাই যে, সামবেদের ও অথর্ব্ববেদের প্রথম হইতে শেষ মন্ত্র অর্থাৎ সমগ্র বেদ ঋগ্বেদের বহুপূর্ব্বে দৃষ্ট বা রচিত হইয়াছে। আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, মানবীয় সভ্যতার ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে সামবেদের কোন কোন গীতিমন্ত্র এবং অথর্ব্ববেদের কোন কোন মন্ত্র প্রাচীন আর্য্যাবাসে দৃষ্ট বা রচিত হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে আমরা সামবেদ আলোচনায় সুপণ্ডিত বেবর মহোদয়ের মতোদ্ধার করিয়াছি। অথর্ব্ববেদের আধুনিকত্ব প্রতিপাদনে তিনি গভীর গবেষণা ও অসাধারণ লিপি চাতুর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এমন কি, মাত্র বেবর মহোদয়ের মতবাদ খণ্ডন করিতে পারিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

অথর্ব্বসংহিতার মধ্যে, বিশেষতঃ অথর্ব্ববেদ পরিশিষ্টে, বিবিধ জ্যোতিষিক তত্ত্ব নিহিত আছে। অপ্রাচীনবাদী বেবর, হিন্দু জ্যোতিষের উপর গ্রীকপ্রভাব এবং টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস ও নাইল নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের সভ্যতা সর্ব্বাপেক্ষা

প্রাচীন প্রমাণ করিবার জন্য অথর্ব্ববেদকেই প্রকৃষ্ট রূপে আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি অথর্ব্ববেদের ভাষার আলোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন ;—

Its language exhibits many very peculiar forms of words, after in a very antique although prakritized shape

ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দ হইতে ৪০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে পালি ভাষা প্রচলিত ছিল। তাহার পরে প্রাকৃত ভাষার প্রচলন হয়। বেবর মহোদয়ের যুক্তিতে কি আমরা বিশ্বাস করিব যে, চারিশত খৃষ্টাব্দের পরে, গুপ্ত রাজবংশের শাসনকালে অথর্ব্ববেদ রচিত হইয়াছিল ? তিনি যে very antique although prakritized কথার উল্লেখ করিয়াছেন, উহা প্রাগ্বৈদিক যুগের প্রচলিত লৌকিক বা প্রাকৃত জনের ভাষার সহিত অতি পুরাতন শ্রুতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। অথর্ব্ববেদ পরিশিষ্টে (৪৯।১) এই লৌকিক ভাষাকে "বৈকৃত" ভাষা নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।

বেবর মহাশয় বলেন, যাজ্ঞবল্ক্য শতপথ ব্রাহ্মণে (১১।৫।১) এই সংহিতাকে "বেদাথর্ব্ব" এই আখ্যা প্রদান করিয়া ইহার প্রাচীনত্বের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত ব্রাহ্মণেই (১।৪৪) আমরা ঋচা, সামন্, যজুস্ শব্দের সহিত অথর্ব্বাঙ্গিরস শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি।

উক্ত ব্রাহ্মণের যাজ্ঞবল্ক্য কাণ্ডে (১৪।৫) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার প্রথমা পত্নী সুলভা মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন:—

এবং বা অরেস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস * * . অর্থাৎ পরমাত্মা আকাশ হইতেও বৃহৎ, তাঁহা হইতেই ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদ নিশ্বাসের ন্যায় নিঃসৃত হইয়াছে।

আচার্য্য বেবর ঋক্ ও অথর্ব্ববেদের তুলনামূলক আলোচনায় লিখিয়াছেন ;—

The spirit of the two collections is indeed entirely different. In the Rik there breathes a lively natural feeling a warm love of nature ; while in the Atharvan there prevails, on the contrary, only an anxious dread of her evil spirits, and there magical powers. In the Rik we find the people in a state of free activity and independence ; in the Atharvan we see it bound in the fetters of the hierarchy and of superstition. Indian Literature. Page 11.

এই উক্তি আমরা সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া স্বীকার করি এবং মানবীয় সভ্যতার ক্রমোন্নতিহেতু ইহাই স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস করি।

ইতিপূর্ব্বে এই সম্বন্ধে আমরা বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে মাত্র একটী কথা বলিতে

ইচ্ছা করি যে, অথর্ব্ববেদ মধ্যে কুসংস্কারজাত বিবিধ বিষয়ের বর্ণনা আছে বলিয়াই যদি তাহার অপ্রাচীন অভিধা হয়, তাহা হইলে ঋগ্বেদের সর্পভয় (১।১৯১।১৬) ও রাক্ষস-ভয় (১০।৮৭।২৫) নিবারক মন্ত্র, গর্ভসঞ্চার ও রক্ষার (১০।১৬২।৬, ১০।১৮৩।৩, ও ১০।১৮৪।৩) মন্ত্র, অমঙ্গল নাশের (২।৪৩।৩, ১০।১৫৫।৫) মন্ত্র ও বিবিধ রোগ নিবারক (১০।৯৭।১, ১০।১৩৭।৭, ১০।১৬১।৫) মন্ত্র হইতে আমরা কি মনে করিব? যম ও যমীর কথোপকথন (১০।১০ সূক্ত) ও অবিবাহিতা কন্যার পুত্র (৮।৪৬।২১) প্রভৃতি মন্ত্র হইতে আমরা কি সিদ্ধান্ত করিব? (১) আমরা বলিতে ইচ্ছা করি, কি ঋগ্বেদের, কি অথর্ব্ববেদের উপরোক্ত মন্ত্রনিচয় মানব সভ্যতার সর্ব্ব প্রথম স্তর হইতেই দৃষ্ট বা রচিত হইয়াছে।

তীক্ষ্ণধী বেবর মহাশয় তাঁহার শেষ শাণিতাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন;—The earliest mention of the Atharvan-songs occurs under the two names "Atharvans" and "Angirasas" names which belong to the two most ancient Rishi-families,

(১) প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতেরা সহজাত ভ্রাতা যমের প্রতি যমীর অনুরাগ সম্বন্ধে একটী রূপকময় ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু আমরা ভগিনী (ভজ্ × ইন্ স্ত্রীলিঙ্গে) শব্দের অর্থ আলোচনা করিয়া মনে করি, সুপ্রাচীনকালে ভ্রাতারা ভগিনীকে স্বভাবসিদ্ধ পত্নী মনে করিত। পরে ভগিনী বিবাহ নিষিদ্ধ হইলেও পূর্ব্ব নাম বিলুপ্ত হয় নাই। এই সমস্ত শব্দ বিষয়ে আমরা "ভাষা, ব্যাকরণ ও লিখন প্রণালী" অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

or to the common ancestors of the Indo-Aryans and the Persa-Aryans. and which are probably only given to these songs in order to lend all the greater authority and holiness to the incantations, *&c.*, contained in them.

এই উক্তি বিচারসহ নহে। ইহা অন্যোপায় রহিত হইয়া প্রক্ষিপ্তবাদের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণের নামান্তর।

প্রায় সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে অথর্ব্বাঙ্গিরসবেদের নাম উল্লেখ আছে। অতি প্রাচীনকালে এই বেদের কাণ্ড ও প্রপাঠক (পর্ব্ব বা অনুবাক) বিভাগ হইয়া সূক্ত, মন্ত্র এবং অক্ষর সংখ্যা পর্য্যন্ত গণিত হইয়া গ্রন্থ বা "শ্রুতি" বদ্ধ হইয়াছে। ইহার অঙ্গে প্রক্ষিপ্তাস্ত্র নিক্ষেপ করা সুবিধার বিষয় নহে।

প্রাগ্বৈদিক যুগের শেষভাগে অর্থাৎ প্রাচীন আর্য্যাবাস হইতে আর্য্যজাতির বিভিন্ন স্থানে গমন সময়ে, ইরাণী আর্য্য-গণেরা যে তাঁহাদের নব উপনিবেশে এই বেদ লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ Dr. Martin Haug রচিত Essays on the Parsis গ্রন্থের নানা স্থানে বিদ্যমান আছে। পারসিক আভেস্তার যস্ত গ্রন্থে (৪৩।১৫) "অংগ্রি" অর্থাৎ অঙ্গিরার এবং "আথ্রব" অর্থাৎ অথর্ব্বের নামোল্লেখ আছে। সুবিখ্যাত প্রাচ্য ভাষাবিৎ 'Reinaud তাঁহার "Mem Sur l' Inde" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—The Parsis have four Vedas, The Veda, Visvadada, Vidut, and Angirasa.

ভবিষ্য পুরাণের ১৪০ অধ্যায়ে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা :—

ত এব বিপরীতাস্ত তেষাং বেদা প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিদো বিশ্বরদোশৈচব বিদাদাঙ্গিরসস্তথা॥

বেবার তাঁহার Zwei vedische Text uber Omina und Portenta নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে ভৃগুবংশকে সুপ্রাচীন ঋষিবংশ বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। উইলসন, মিউর, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি প্রতীচ্য গবেষকগণ ভৃগুবংশীয় ঋষিগণকে ভারতে অগ্নিপূজার প্রবর্ত্তক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আরও অধিক অগ্রসর হইয়া উক্ত বংশকে মাত্র প্রাচীন বংশ না বলিয়া প্রাক্‌বৈদিক যুগের ঋষিবংশ বলিয়া অভিহিত করিতে ইচ্ছা করি এবং মাত্র অগ্নিপূজার প্রবর্ত্তক না বলিয়া অগ্নির আদি উৎপাদক এবং মঙ্গল, শুক্র, বৃহস্পতি ও বুধ গ্রহের আবিষ্কারক বলিয়া প্রমাণ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করি।

প্রধানতঃ বৈদিক সাহিত্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণা হইতে এবং কদাচিত পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে আমরা ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইব।

প্রাগ্বৈদিক যুগে যখন জাতিভেদ ছিলনা, তখন "বিশ্" শব্দ মনুষ্য বাচক ছিল। "বিশ্‌পতি" অর্থে রাজা বুঝাইত। মহাপ্রাজ্ঞ বেবর তাঁহার History of Indian Literature নামক গ্রন্থে "বিশ্" অর্থে উপনিবেশক (Settlers) এবং "বিশ্-পতি" অর্থে রাজা (Prince) এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

ইউরোপে লিথুয়ানিয়ান জাতির মধ্যে এখনও বিশ্‌পতি শব্দে এই অর্থ বিদ্যমান আছে। (A) সামবেদীয় ছন্দার্চ্চিকের দ্বিতীয় প্রপাঠকের অষ্টম ঋকের ভাষ্যে (যদ্বা উ বিশপতি শিতঃ সুপ্রীতো মনুষো বিশে।) সায়ণ "বিশ্‌পতি" বিশাংপতি পালয়িতা "মনুষো" মনুষ্যস্য "বিশে" নিবেশনে এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রাগ্বৈদিক যুগে ইন্দ্র, মনু, বৃত্র, সোম ও যম সকলেই "বিশ্‌পতি" নামে আখ্যাত ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে সোম রাজা নাম (রাজ্ঞঃ সোমস্যাজায়স্ত জাতস্য পুরুষাদধি। অথর্ব্ববেদ (১৯৷৬৷১৬) এবং যম রাজা এবং ক্ষয়েতো বা ক্ষেতঃ নাম (ঋগ্বেদ ১০৷১৪৷১ ও অথর্ব্ববেদ ১৮৷১৷১১) প্রাপ্ত হন। (১) সায়ণ ৮৷২৩৷১৭ মন্ত্রের ভাষ্যে মনুকেও রাজা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সমস্ত বিশ্‌পতিগণের পুরোহিতকে ব্রহ্মা বলা হইত। (২) ইন্দ্রের পুরোহিতের নাম "ক" ছিল। নীলকণ্ঠ মহাভারতের (৩৷২২১৷৩২) টীকায় ও অথর্ব্ববেদীয় গোপথ ব্রাহ্মণ ভৃগু ও অঙ্গিরাকে "ক" প্রজাপতির পুত্র বলিয়া উল্লেখ

(A) The King himself seems to have been elected; and his title of Vis-pati, literally "Lord of the Settlers" survives in the old Persian "Vis-pati" and as the Lithuanian "Wiez-patis" in Central Europe at this day. W. W. Hunter.

(১) জেন্দ ভাষার আভেস্তায় যো যিমঃ ক্ষয়েত (Yo Yimo Xsaeto) মন্ত্র (৯৷৪) লিখিত আছে। এই যিমঃ ক্ষয়েতো শব্দের মিলিতার্থ যমরাজা।

(২) সায়ণ, ঋগ্বেদ (১৷১৪৷৫ ও ১৷১৮৷১) ভাষ্যে ব্রহ্মা অর্থে স্তুতি ও প্রার্থনা

করিয়াছেন। গোপথ ব্রাহ্মণে (১) এবং বিবিধ পুরাণে ভৃগু ও অঙ্গিরার যে জন্ম বৃত্তান্ত কথিত আছে, তাহা হইতে আমরা এই দুই ঋষিকে যমজ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। গোপথ ব্রাহ্মণের মতে ভৃগু ঋষিই পিতার ইচ্ছায় অথর্ব্ব আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (২) ত্রিকাণ্ডশেষ নামক সুবিখ্যাত সংস্কৃত অভিধানে ভৃগ্বঙ্গিরস ও অথর্ব্বাঙ্গিরস সমানার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (৩) এই যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকটে "ক" প্রজাপতি যে সকল মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

অগ্নিই মনুষ্য জাতির যাবতীয় সভ্যতার জনক। সেই জন্য যে মানব সর্ব্ব প্রথমে অগ্নি উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম বেদে, ব্রাহ্মণে, উপনিষদে, পুরাণে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাই আমরা ঋগ্বেদে "অগ্নির্জাতো অথর্ব্বণা" সামবেদে "ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্ব্বা" শুক্ল যজুর্ব্বেদে "অথর্ব্বা ত্বা প্রথমো নিরমন্থদগ্নে" ইত্যাদি মন্ত্রে মহর্ষি অথর্ব্বাকে অগ্নি উৎপাদক বলিয়া অগ্নি দেবতার সহিত স্তুত হইতে দেখিয়া থাকি। তাই অথর্ব্ববেদে "অথর্ব্বা রক্ষতে যজ্ঞং যজ্ঞস্য পতিরঙ্গিরা" এই শ্রুতি শ্রবণ করিয়া থাকি।

লিখিয়াছেন। অধ্যাপক রোথ্ সাতটি অর্থ করিয়াছেন। তাহার একটী স্তুতিকারী পুরোহিত। সঙ্গত বিবেচনায় আমি এই অর্থটীকে গ্রহণ করিয়াছি।

(১) বহু সন্তানের জনক বিধায় প্রজাপতি আখ্যা হইয়াছিল।

(২) অথর্ব্বাণ এনং এতাস্বেবাপ্স্বন্বিচ্ছ। গোপথ ব্রাহ্মণ (১।৪)

(৩) গোপথ ব্রাহ্মণে (২।৫) অথর্ব্ববেত্তাকে ভৃগ্বঙ্গিরোবিদ্ নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদের নানা স্থলে অগ্নি ও অঙ্গিরা সমানার্থক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ১।৩১।১ মন্ত্রে "হে অগ্নি, তুমি অঙ্গিরা ঋষিদিগের আদি ঋষি ছিলে;" ৮।১০২।১৭ ঋকে "হে অঙ্গিরা অগ্নি," ৮।৬০।২ মন্ত্রে "হে বলের পুত্র অঙ্গিরা," ৮।৮৪।৫ মন্ত্রে "হে বলের পুত্র অগ্নি" ইত্যাদি আলোচনা করিয়া আমরা বলিতে ইচ্ছা করি যে, প্রাগ্বৈদিক যুগে অঙ্গিরার নাম হইতেই অগ্নি নামের উৎপত্তি হইয়াছিল।

বিষ্ণুপুরাণে অগ্নি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র (অথর্ব্বাখ্য ভৃগু) বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে (ব্রাহ্মখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়) অগ্নি ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অদ্ভুত ব্রাহ্মণে "তেঽগ্নিং প্রজিঘ্যরঙ্গিরসাং বা একোঽগ্নিঃ" ইতি মন্ত্রে অগ্নিকে অঙ্গিরার পুত্র বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদের ১০।৬০।১ মন্ত্রে মাতরিশ্বা অগ্নিকে মিত্রের ন্যায় ভৃগুর নিকট আনয়ন করিয়াছিলেন, এই রূপ শ্রুতি আছে। নিরুক্তে (১১।১৭।১৯) ও মহাভারতে (৩,২১৬) অঙ্গিরাকে অগ্নির প্রতিনিধি রূপে আখ্যাত করা হইয়াছে।

আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, অঙ্গিরা হইতে যথাক্রমে "অঙ্গার," (যাস্কীয় নিরুক্ত) "অংগ্রি," (আভেস্তিক যস্ত ৪৩। ১৫) ও অগ্নির নামকরণ হইয়াছে।

ঋগ্বেদের ২৬৫টী সূক্তের দেবতা ইন্দ্র এবং ২৩৩টী সূক্তের দেবতা অগ্নি। লাটিন "ইগ্নিস", লিথুয়ানিয়ান "অগ্নি" ও স্লাবোনিক "ওগন্", বৈদিক অগ্নির সমানার্থক। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, এই ত্রিবিধ ভাষাভাষিগণ

সুপ্রাচীন কাল হইতে অগ্নির নামের সহিত পরিচিত ছিল। তাহারা অগ্নিকে দেবতা বলিয়া পূজা করিত এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় আমরা বলিতে ইচ্ছা করি যে, প্রাগ্বৈদিক যুগে অথর্ব্বাখ্য ভৃগু কর্ত্তৃক অগ্নির আবিষ্কার এবং অঙ্গিরার নামে অগ্নির নামকরণের সময়ে উক্ত জাতিত্রয়ের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রাচীন আর্য্যাবাসে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত একত্র বাস করিতেন এবং তৎকালে অগ্নি দেবতা বলিয়া পূজা প্রাপ্ত হয়েন নাই। অগ্নির আবিষ্কার, নামকরণ ও দেবতা রূপে পূজা প্রচলন, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল। প্রাগ্বৈদিক যুগে অগ্নির আবিষ্কার ও নামকরণের বহুবর্ষ পরে ভৃগুবংশীয় ঋষিগণের দ্বারা অগ্নি পূজিত ও বেদ চতুষ্টয়ে স্তুত হইয়াছিলেন। মনস্বী Taylor লিখিয়াছেন ;—

It merely proves that the undivided Aryans were acquainted with fire, but it dose not prove that the fire was an object of worship. The inference is rather that the worship of the sacred fire are arose after the separation of the Aryans.

The Origin of the Aryans. Page, 312.

প্রাজ্ঞ Sir Gorge W. Cox লিখিয়াছেন ;—

But the name Agni is nowwhere found in the west as the name of any deity. In

the Greek dialects the word itself seems to have been lost, while the Latin "Ignis", with which it is identical, is merely a name for fire ; nor are any myths associated with Lithuanian "Agni", the Salvonic "Ogon", beyond that of his being sprung from Svarog, the heaven.

Mythology of the Aryan Nations. Page 421-422.

মনুষ্য যে সৃষ্ট হইয়াই একেবারে ব্যাকরণ বিশুদ্ধ ও নানা শব্দ-সমন্বিত ভাষা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে। অথর্ব্ব ঋষি কর্ত্তৃক অরণি হইতে জাত হইবার পূর্ব্বে অগ্নির অগ্নি নাম নিশ্চয়ই ছিল না। অগ্নি আবিষ্কৃত হইবার পরেই তাহার নামকরণ হয়। অঙ্গিরার সহিত অগ্নির বিশেষ সাদৃশ্য দেখিয়া আমাদের মনে হয়, মহর্ষি অথর্ব্ব তাঁহার প্রিয় ভ্রাতা অঙ্গিরার নামে অগ্নির নামকরণ করিয়াছিলেন। কালে এই মহাতেজময় পদার্থ "অগ্নি পৃথিবীস্থানের" (নিরুক্ত) অর্থাৎ পৃথিবীর দেবতা বলিয়া আখ্যাত হন।

সিন্ধুপ্রদেশে কিয়দংশ রচিত, সুপ্রাচীন বায়ুপুরাণের "অঙ্গিরা অগ্নি সহায়ত্বেন বিত্ততে অস্য" ইতি শ্লোকেও আমাদের অনুমান সমর্থিত হইতেছে।

বিশ্‌পতি ইন্দ্রের সহিত বিশ্‌পতি মনুর সখ্যতা (৮।৯০।৮) এবং বিশ্‌পতি বৃত্রের সহিত শত্রুতা (১।১০৮।৩, ৭।৯৩।১)

ছিল। পৌরাণিক আখ্যায়িকা অনুসারে, ইন্দ্র দধিচীর অস্থি হইতে বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া বৃত্রের প্রাণ সংহার করেন। বৈদিক গবেষণা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইন্দ্র অথর্ব্বার পুত্র দধিচী নির্ম্মিত আগ্নেয়াস্ত্রে (১।১১৬।১২) ও অঙ্গিরার পুত্র মহাবীর বৃহস্পতির সাহায্যে বৃত্রের নিধন করেন। ৮।২৬।৩ মন্ত্রে ইন্দ্রের বজ্র লৌহ নির্ম্মিত বলা হইয়াছে। ১০ মণ্ডলের ৬৭ সূক্তের সমগ্র ঋক বৃহস্পতির শৌর্য্যে ও বীরত্বে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য বেদবিদেরা যাস্ক ও সায়ণের ইঙ্গিত পাইয়া বৃত্র অর্থে আবরণকারী, অর্থাৎ মেঘ এবং ইন্দ্র অর্থে বৃষ্টিকারী বলিয়া বৃত্রসংহারকে রূপক-মণ্ডিত করিয়াছেন। তাঁহারা পুরুরবা হইতে সূর্য্যরশ্মি, উর্ব্বশী অর্থে জল এইরূপ নানা কদর্থ করিয়া বেদার্থ জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বিশাল সংস্কৃত সিন্ধুর অসংখ্য ধাতুরত্নের সাহায্যে সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বশক্তি-মান পরমেশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করা যাইতে পারে। আমরা অতি সহজেই অর্জ্জুন অর্থে শ্বেতবর্ণ, যুদ্ধে স্থির বলিয়া যুধিষ্ঠির, সীতা অর্থে হলের চিহ্ন, সুভদ্রা অর্থে সৌভাগ্যশালিনী ব্যাখ্যা করিয়া প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির সীতা ও সুভদ্রার আখ্যায়িকা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি।

গবেষণামূলক আলোচনা সহিষ্ণু পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা এতদূর পর্য্যন্ত আমাদের অনুগমন করিয়াছেন, তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে, অথর্ব্ববেদ প্রসঙ্গে আমরা অশোভন

আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু বৈদিক ও পৌরাণিক দেবদেবী ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গকে রূপকবাদ ও ধাত্বর্থ প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে আমাদের গবেষণা কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারে না। অঙ্গিরা অর্থে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ, (নিরুক্ত) অথর্ব্ব অর্থে অ+ঋ×বনিপ=অথর্ব্ব (নিঘণ্টু ৫।৫।১৩) অর্থাৎ পররর্ত্তী পরিশিষ্ট, ন+থর্ব (চরনার্থক)=অথর্ব্ব অর্থাৎ নিশ্চল, (নিরুক্ত) ইন্দ্র=সূর্য্য, অহল্যা=রাত্রি, গৌতম=চন্দ্র (শতপথ ব্রাহ্মণভাষ্য) এই রূপ অর্থের প্রতিবাদ একান্তই আবশ্যক। এই রূপক ও ধাতুবাদ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা আমরা মাত্র দুইটী উদাহরণ দ্বারা পরিস্ফুট করিতে ইচ্ছা করি।

মহাভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য, রামায়ণের ঘটনানিচয় সম্বন্ধে একজন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত লিখিয়াছেন ;—

"The whole story, is clearly an account of how the full moon wanes and finally disappears from sight during the last fourteen days of the lunar month, which are the fourteen years of Rama and Sita's exile. Her final disappearance is represented by her rape by Ravana, and her rescue means the return of the new moon. In the course of the story the triumph of the dark night, lightened by the moon and stars, is further represented by the conquest of Vali, the god of

tempests of the monkey race, who had obscured the stars."

"Early History of Northern India," by J. F. Hewitt, "Journal of the Royal Asiatic Society," 1890, p. 745.

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, একাধারে মহাকাব্য ও ইতিহাস, মহাভারত প্রসঙ্গে একজন ভারতীয় পণ্ডিত লিখিয়াছেন ;—

That the Pandavas represent in reality the five elements which constitute man or rather Humanity ; that "the Kauravas are no other than the evil propensities of man, his vices and their allies," and that "the philosophy of Krishna teaches Arjuna that he must conquer these, however closely related to him they may be, before he can secure the kingdom or the mastery over self."

Discourse on the Bhagavat Gita by T. Subba Row, B. A B. L ; F. T. S. Page 56-58

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, বিশেষতঃ আচার্য্য মোক্ষমূলার ও হোরেস হেমান উইলসন, বৈদিক নামগুলি রূপক-পূর্ণ এবং তাহা প্রাকৃতিক শক্তি ও ক্রিয়া বিশেষের রূপ কল্পনা মাত্র, এইরূপ অনুমান করিয়া, বৃত্র, ইন্দ্র, বরুণ, সরমা, সরণ্যু, অশ্বিদ্বয়, যম ও যমী এবং পুরুরবা ও উর্ব্বশী

প্রভৃতি বৈদিক দেবদেবী ও নরনারিগণের যে বিকৃতার্থ করিয়াছেন, কেবল আমরাই যে তাহার প্রতিবাদ করিতেছি, এমন নহে। The Origin of the Aryan গ্রন্থ প্রণেতা Isaac Taylor এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন;—* * * and in like manner George Smith's discovery of certain cuneiform Tablets in the mounds of Nineveh upset the conclusions of the comparative mythologists, and falsified the confident prophecies which had been adventured by the too eager Sanskritists.

প্রাচীন হিন্দু, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি জাতির দেবদেবিগণকে কষ্ট কল্পনার সাহায্যে রূপকে পরিণত করা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু তাহা নিতান্তই অসঙ্গত ও অবিচারমূলক। এই সম্বন্ধে যথোচিত সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করিবার জন্য Sir George W. Cox, Bart., M. A. তাঁহার The Mythology of the Aryan Nations নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—

If then the mythology of the Aryan nations is to be studied to good purpose, the process applied to their legends must be strictly scientific. In every Aryan land we have a vast mass of stories, some preserved in great epic poems, some in the pages of mythographers of histori-

ans, some in tragic, lyric, or comic poetry, and some again only in the oral tradition or folklore of the people. All these, it is clear, must be submitted to that method of comparison and difference by which inductive science has achieved its greatest triumphs. Not a step must be taken on mere conjecture : not a single result must be anticipated by ingenious hypothesis. For the reason of their existence we must search, not in our own moral convictions, or in those of ancient Greeks or Romans, but in the substance and materials of the myths themselves We must deal with their incidents and their names. We must group the former according to their points of likeness and difference ; and we must seek to interpret the latter by the principles which have been established and accepted as the laws of philological analysis.

ইতিপূর্ব্বে আমরা রামায়ণ ও মহাভারতান্তর্গত গীতার রূপক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে দুই জন পণ্ডিতের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি। এক্ষণে বেদ হইতে কয়েকটী উদাহরণ আহরণ করিয়া আমাদের অভিযোগের অনুকূলে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি।

আমরা আর অধিক উদাহরণ প্রদান করিয়া পাঠকবর্গের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিতে অভিলাষ করি না।

নিরুক্তকার মহাপ্রাজ্ঞ যাস্ক, বেদ মন্ত্রগুলির আধ্যাত্মিক, পরোক্ষকৃৎ ও প্রত্যক্ষকৃৎ এই ত্রিবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাভাষ্য রচয়িতা বৈয়াকরণ পতঞ্জলি, যাস্ক ও শাকটায়নের মতানুসরণ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, বৈদিক নামগুলি ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মীমাংসাকার মহাজ্ঞানী জৈমিনি বলিয়াছেন, অথর্ব্ব, গোপবন, ভরদ্বাজ প্রকৃতি বৈদিক নামসমূহ কোন ব্যক্তি বিশেষকে না বুঝাইয়া উহাদের যৌগিকার্থে বুঝিতে হইবে।

উপরোক্ত মীমাংসকগণের বেদবিচারের প্রতি অণুমাত্র অনাস্থা জ্ঞাপন না করিয়া আমরা বলিতে ইচ্ছা করি যে, দেব-মানব ভৃগু, অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, ত্বষ্টা, বৃত্র, পুরুরবা প্রভৃতির নাম ধাতু দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, প্রাগ্বৈদিক যুগের ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের এবং ভৌগোলিক স্থানসমূহের নামকরণ সময়ে যে বর্ত্তমান ধাতু সমূহের অস্তিত্ব ছিল না, তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই।

কৃ, ভূ, গম্ জন্ ইত্যাদি ক্রিয়ার মূলাংশের নাম ধাতু। অনেকেই এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকেন যে, ধাতু ও Root পরস্পর প্রতিশব্দ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। যে ভাষা হইতে শব্দটী গৃহীত হইয়াছে, সেই ভাষার সেই শব্দটীর যে আদিম রূপ ছিল, Root হইতে তাহাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। ধাতু শব্দের অর্থ পৃথক। সুপ্রাচীন কালে ধাতু হইতে নাম বা

শব্দ উৎপন্ন হয় নাই। নাম ও শব্দের গুণ, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়া হইতে ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছিল। আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, বৈদিক নাম ও শব্দের অর্থ অনুসরণ করিয়াই সুপ্রাচীন বৈয়াকরণগণ ধাতুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

বক্ষ্যমাণ অধ্যায় এই বিতণ্ডা-সঙ্কুল আলোচনার উপযোগী নহে। আমরা "ভাষা, ব্যাকরণ ও লিখন প্রণালী" শীর্ষক প্রস্তাবে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব।

আমরা এক্ষণে বলিতে ইচ্ছা করি যে, মহর্ষি অঙ্গিরা নিজ নামে অঙ্গারক অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহ, মহর্ষি ভৃগু নিজ নামে ভৃগু অর্থাৎ শুক্র গ্রহ, অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি নিজ নামে বৃহস্পতি গ্রহ এবং বৃহস্পতি বা সোমের পুত্র বুধ নিজ নামে বুধ গ্রহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষ গ্রন্থ বৃহস্পতিসংহিতার প্রমাণে এবং বহু গ্রন্থের মতে মঙ্গল গ্রহের আদি নাম অঙ্গারক; শুক্র গ্রহের সমানার্থক নামাবলী ভৃগু, ভার্গব, ভৃগুর, উশনা, অসুর গুরু; বৃহস্পতি গ্রহের নাম আঙ্গিরস, (অঙ্গিরার পুত্র) সুর গুরু ও বুধ গ্রহের অন্য নাম সৌম্য (সোমের পুত্র) বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

ভারতীয় ও ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা একবাক্যে বলিয়াছেন যে, উপরোক্ত গ্রহগুলি অতি প্রাচীন কালে নগ্নচক্ষে অর্থাৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে দৃষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল। "Canopus" এই ছদ্মনামীয় লেখক লিখিতেছেন ;—

If you join the individual stars of a constellation by means of lines, the figure so formed will

remain uudistroted for thousand of years, thereby shewing that the great majority of stars do not change their positions with respect to one another. For this reason, the ancients called them "fixed stars," but here and there a star-like object can be seen, which if observed for a number of days or months, will be found to have moved among the stars. Five of them are readily visible to the naked eye and have been known from ancient times. They were called 'planets' or wanderers, from their habit of wandering among the stars. Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn are the planets known from ancient times

বিজ্ঞ পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা নিশ্চয়ই কোন অসম্ভব প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই।

পণ্ডিতবর বেবার বিস্ময়াবিষ্ট লেখনী মুখে বলিতেছেন ;—

Their names are peculiar, and of purely Indian Origin ; Three of them are thereby designated are sons respectively of the Sun (Saturn), of the Earth (Mars), and of the Moon (Mercury) ; and the remaining two as representatives of the two oldest families of

Rishis:—Angiras (Jupiter) and Bhrigu (Venus).

পাশ্চাত্য গবেষকগণ গ্রহাবিষ্কারের গৌরব ভৃগুবংশীয়দিগকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা বাবিলন ও চালদীয় সভ্যতাকে সুপ্রাচীন করিবার জন্য বলিয়া আসিতেছেন যে, চালদিয়ার প্রাচীনগণের নিকট হইতেই আমরা জ্যোতিষের প্রাথমিক তত্ত্ব অবগত হইয়াছি। এই সম্বন্ধে Charles Seignobos তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ History of Ancient Civilization গ্রন্থের ৪৫ পত্রাঙ্কে লিখিয়াছেন :—

On the other hand it is in Chaldea that we have the begining of astronomy. From this land have come down to us the Zodiac, the week of seven days in honor of the seven planets ; the division of the year into twelve months.

সুবিজ্ঞ ফরাসী অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার উক্তি সমর্থন জন্য কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই। আমাদের মনে হয়, তিনি সুপ্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী সম্রাট নেবুকাডরেজার (১) নির্ম্মিত সপ্ততল বিশিষ্ট Tower of Babylon গাত্রাঙ্কিত (২) সপ্ত-

---

(১) কোন কোন গ্রন্থে Nebuchadrezzar এবং কোন কোন গ্রন্থে Nebuchadnezzer নাম লিখিত আছে।

(২) এই স্তম্ভের প্রথম তলে শনি কৃষ্ণবর্ণে, দ্বিতীয় তলে শুক্র শ্বেতবর্ণে, বৃহস্পতি বেগুনিবর্ণে, বুধ নীলবর্ণে, মঙ্গল লোহিতবর্ণে, চন্দ্র রৌপ্যবর্ণে এবং সূর্য্য স্বর্ণবর্ণে অঙ্কিত হইবার কথা অবগত হওয়া যায়।

গ্রহের মূর্ত্তি ও বর্ণের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াই এই অপধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

Ragozin রচিত Chaldia (1836) Layard লিখিত Discoveries among the Ruins of Nineveh and Babylon, (1875) Rawlinson ও Macaulay কর্ত্তৃক অনুবাদিত Herodotus প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, নেবুকাডরেজার খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৬০৪ শতক হইতে ৫৬১ শতাব্দ পর্য্যন্ত সুসিয়ানা, মেসোপোটামিয়া, সিরিয়া, জর্ডন ও ব্যাবিলনের সম্রাট ছিলেন। ইহার বহু শত বৎসর পূর্ব্বে, গ্রহ আবিষ্কার দূরের কথা, ভারতবর্ষে সপ্তগ্রহের পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। চালদীয়গণের নিকট জ্যোতিষের প্রাথমিক তত্ত্ব আমরা শিক্ষা করি নাই। আমাদের সুপ্রাচীন ঋষিগণ অবগত ছিলেন যে, সাগরাম্বরা বসুন্ধরা চক্রবৎ আবর্ত্তিত হইতেছে, (১।১৮৫।১ ঋক) তাঁহারা পৃথিবীকে শেষরহিতা অর্থাৎ গোলাকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, (৭।৩৭।৮ মন্ত্র) তাঁহারা পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য গ্রহকে প্রাণী-সঙ্কুল বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, (১।৮২।৩ ঋক্)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩ পঞ্চিকা ৪৪ অধ্যায়) সূর্য্যের স্থিরত্ব ও পৃথিবীর চলত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৪।৪।১৬) এবং ব্রাহ্মণে (৩।১।১) সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের উল্লেখ আছে।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া মনীষী মনিয়র উইলিয়মস্ তাঁহার Indian Wisdom নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—

We may close the subject of the Brahmans by paying a tribute of respect to the acuteness of the Hindu mind, which seems to have made some shrewd astronomical guesses more the 2000 years before the birth of Copernicus.

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সুপ্রাচীন যুগে এই সকল গ্রহের আবিষ্কার ও নামকরণ সম্ভব ছিল কিনা ?

সকলেই অবগত আছেন যে, প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় আর্য্যগণ নবগ্রহের পূজা করিয়া আসিতেছেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে ইহাদের নাম চন্দ্র, বুধ, শুক্র, রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, রাহু ও কেতু বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কথিত জ্যোতিষ পরিত্যাগ করিয়া, গণিত জ্যোতিষমতে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পায় যে, রাহু ও কেতুর (১) কোন অস্তিত্ব নাই। বর্ত্তমান জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানমতে চন্দ্র এবং রবি গ্রহ নামে গণনীয় হইতে পারে না। কারণ, চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ এবং রবি নক্ষত্র জাতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে আমরা প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছি যে, গ্রহসমূহের মধ্যে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি এই

---

(১) রাহু ও কেতু দুইটী বিন্দু মাত্র, ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু গণনার দ্বারা গগনমণ্ডলে ইহাদের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। ইংরাজীতে ইহাদের নাম **Ascending node (রাহু) এবং Decending node (কেতু) of the moons orbit.**

পাঁচটী গ্রহ মুক্তনেত্রে অর্থাৎ দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত দর্শন করা যাইতে পারে। গ্রহ বলিতে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমনশীল জ্যোতিষ্ক বুঝাইয়া থাকে। নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কোন জ্যোতিষ্ককে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে দেখিলে তাহাকে গতিশীল জ্যোতিষ্ক অথবা "গ্রহ" বলা হয়। সুতরাং সুপ্রাচীন কালে নগ্নচক্ষে গতিশীল জ্যোতিষ্ক আবিষ্কার করা আদৌ অসম্ভব নহে।

যে সমস্ত পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, বেদপূর্ব্বযুগের আর্য্যগণ নিরক্ষর, সংখ্যাজ্ঞানশূন্য ও অর্দ্ধসভ্য কৃষক ছিলেন, আমরা তাঁহাদের উক্তি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি না। আমরা অনুমানই করিতে পারি না যে, মধ্য এসিয়াবাসী কতকগুলি আমমাংসভোজী অসভ্য যাযাবর হল স্কন্ধে সিন্ধুকূলে উপনীত হইয়াই অসংখ্য বেদমন্ত্র রচনা, সম্বৎসরব্যাপী সত্রাদির কল্পনা ও একেশ্বরবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন। যাঁহারা বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষে উপনীত হইবার বহুকাল পরে আর্য্যজাতিরা জ্ঞানবলে গরীয়ান্ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের উক্তিও বিচারসহ নহে। কারণ, আমরা বেদেই দেখিতে পাই যে, আর্য্যেরা সিন্ধুতীরে উপনীত হইয়া সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গ দর্শনে ভীত হইয়া দেবতার নিকট অভয় ভিক্ষা করিতেছেন।

সুপ্রসিদ্ধ কলাতত্ত্ববিদ E. B. Havell লিখিয়াছেন;—

The theory that the Aryans, when first known to history, were semi-barbaric trives who borrowed their civilisation from the more

cultured races they conquered, both in India and in Europe, seem to be formed upon a worng judgement of the archaeological evidence. The Vedas—the bedrock of Indo-Aryan civilisation—are not the literature of an uncultured people, and they certainly are, on the whole, Aryan and not borrowed from Dravidian or other sources.

Aryan Rule in India. Page 5.

বাল গঙ্গাধর তিলক ও অধ্যাপক জেকবী প্রমাণ করিয়াছেন যে, মৃগশিরা নক্ষত্রে বসন্ত বিষুবদ (Vernal Equinox) দিনের কথা, যাহা খৃষ্ট জন্মের চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইত, তাহাও প্রাগ্বৈদিক যুগের ঋষিরা অবগত ছিলেন। তিলক মহোদয় "Orion" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যখন পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে দিবা রাত্র সমান হইত, যাহা খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ সহস্র বর্ষের কথা, তাহাও আমাদের পূর্ব্ব মহাপুরুষেরা অবগত ছিলেন।

বৈদিক দেবতাগণ রূপক এবং প্রাকৃতিক শক্তির রূপকল্পনামাত্র, এই পাশ্চাত্য মত পোষণ করিয়াও E. B. Havell মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

The early Vedic symbols of natural powers—Surya, the Sun ; Agni, the Fire-spirit ; Indra, the Wielder of the Thunderbolt, the

Rain-producer, and the power which ruled the heavenly dome by day; and Varuna, the Concealer, the ruler of the night sky—mostly belonged to the remote period of Aryan religion, before the race appeared on Indian soil.

Aryan Rule in India. Page 28.

আমরা এই প্রসঙ্গে যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছি, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়কর সভ্যতা ও জ্ঞান না হইলেও আর্য্যজাতিরা একটী বিশিষ্ট সভ্যতা ও জ্ঞান লইয়া আদিম বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে গতিশীল জ্যোতিষ্ক অর্থাৎ গ্রহ আবিষ্কার করা কোন মতেই অসম্ভব ছিল না।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত গ্রহগুলির নামকরণ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা উল্লেখ করিয়া আমরা এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, আবিষ্কারকের নামানুসারেই আবিষ্কৃত বিষয়ের নামকরণ হইয়া থাকে। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ সার উইলিয়ম হার্শেল দূরবীক্ষণ যন্ত্রযোগে Uranus গ্রহ আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্ক্রিয়ার পর গ্রহের নামকরণ লইয়া প্রচুর বাদানুবাদ হইয়াছিল। হার্শেল রাজা জর্জ্জের না[illegible] Gorgian. Pla[illegible]বলিয়াই তাহাকে

আখ্যাত করেন। অনেক খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ ইহাকে এখনও "হার্শেল" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আমেরিগো বেসপুচি হইতে "আমেরিকা" নাম হইয়াছিল। (১) এইরূপ, কলম্বস হইতে "কলম্বিয়া" ভগীরথ হইতে "ভাগীরথী" এভারেষ্ট হইতে "এভারেষ্ট" প্রভৃতি অসংখ্য উদাহরণ প্রদর্শিত হইতে পারে।

অথর্ব্ববেদ মধ্যে একটী সুপ্রাচীন শ্রুতি আছে। যথা:—

উদগাতাং ভগবতী বিচৃতৌ নাম তারকে।

বি ক্ষেত্রিয়স্য মুঞ্চতাম্ অধমং পাশং উত্তমম্॥ ২।২।৮

মার্কিন জ্যোতির্ব্বিদ Whitney, যিনি সমগ্র অথর্ব্ববেদ ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন, তিনি উদ্ধৃত মন্ত্রটীর এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন;—

'Arisen are the two blessed stars called the unfasteners (vicrit): let them unfasten of the kshetriya the lowest, the highest fetters. (The commentator identifies these with Mula, which is the asterism composed of the scorpion's tail)'—Whitney, Translation of the Atharva Veda.

---

(১) কলম্বস আমেরিকার আবিষ্কারক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও প্রথম সংবাদ বহনকারী বলিয়া আমেরিগোর নামে আমেরিকার নামকরণ হইয়াছিল।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ গ্রন্থের অনুবাদক Whitney and Burgess মহাশয়ের বর্ণনানুসারে আমরা দেখিতে পাই যে, এই জ্যোতিষিক ঘটনা (অর্থাৎ বৃশ্চিক রাশিতে মূলা নক্ষত্রে বাসন্তিক বিষুবন্) ১৬০০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল এবং অথর্ব্ববেদে তাহার "শ্রুতি" আছে।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৬ সূক্ত বৃষাকপি সূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। Pischel and Geldner নামক সুপ্রসিদ্ধ জারমান বৈদিকদ্বয়, তাঁহাদের Vedic Studies (Vol. VII, Part 1) নামক গবেষণা গ্রন্থে এই সূক্তের সম্যক আলোচনা করিয়াছেন। প্রাচ্য বৈদিক স্বনামধন্য বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার "Orion" (অগ্রহায়ণ) নামক গ্রন্থে (Page 176) উক্ত আলোচনার সমালোচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে যে জ্যোতিষিক বিবরণ পাওয়া যাইতেছে, তাহার সময় ১১৬০০ হইতে ১৪৫০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের মধ্যবর্ত্তী হইতে পারে।

আমরা এই স্থানে যে দুইটী জ্যোতিষিক তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম, উহা প্রকৃষ্ট রূপে প্রমাণ করিতে হইলে, অয়ন চলন, বিষুবন, ক্রান্তিপাত, রাশিচক্র, নক্ষত্রতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ জটিল বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়। আমরা আশা করি, "কাল নির্ণয়" নামক শেষ অধ্যায়ে এই বিষয়ে কিছু বলিতে পারিব।

অথর্ব্ববেদের সুপ্রাচীনত্ব প্রতিপাদনে আমরা একটী ঐতিহাসিক বিষয়ের আলোচনা করিতেছি। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে

আভেস্তা শাস্ত্রের (১) পরিচয় প্রদান করিয়াছি, তাহাতে স্পিতম জরথুস্ত্র নামক পারশিক ঋষির ধর্ম্মোপদেশ সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি তাহা মার্কিণ পণ্ডিত Jackson, তাঁহার Zaroastr, The Prophet of Ancient Iran গ্রন্থে সপ্রমাণ করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণের সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ, গ্রীক-পণ্ডিত জান্‌থোস (Xanthos) ৪৭০ খৃস্ট পূর্ব্বাব্দে যে ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, জরথুস্ত্র ২৪০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। আভেস্তার অন্তর্গত গাথা হইতে জানা যায় যে, ঋষি জরথুস্ত্র অথর্ব্ববেদী ছিলেন। যথা :—

উস্তা নো জাতো স্পিথামো জরথুস্ত্র যো অথর্ব্বা।

ফ্রবরদিন যস্ত ৯১।১২

এতদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, জরথুস্ত্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অথর্ব্ববেদ বিদ্যমান ছিল।

আমাদিগকে কি বলিতে হইবে যে, বৈদিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা ঋগ্বেদের মহামহিমার প্রতি কোনরূপ অনাস্থা জ্ঞাপন করি নাই। কি ভাষাতত্ত্ব, কি প্রত্নতত্ত্ব, কি ধর্ম্মতত্ত্ব, কি সমাজতত্ত্ব সকলেরই আদি উৎস ঋগ্বেদ সংহিতা,

(১) বৈদিক গবেষণা ৫৬ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

(২) বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত পার্শী প্রধান নগরী নাউসারি হইতে গাথার সংস্কৃত অনুবাদ বাহির হইয়াছে। আমি বোম্বাই ভ্রমণ কালে, তথা হইতে আসুরী গায়ত্রী মন্ত্র সংগ্রহ করিয়াছি। "আর্য্যজাতির বিভিন্ন স্থানে গমন" প্রস্তাবে তাহা প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করিব।

ইহা আমরা অকপট চিত্তে স্বীকার করি। মাননীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশানুসারে আমরা কতকগুলি সামগীতিকে ও কয়েকটী অথর্ব্ব মন্ত্রকে মানব জাতির আদি রচনা কুসুম বলিয়া অভিহিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আশা করি, যুক্তি এবং দেশীয় ও বিদেশীয় সাক্ষ্য দ্বারা এই প্রয়াস পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

চতুর্থবেদ আলোচনার সহিত, আমাদের বেদ চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সমালোচনা এইখানে পরিসমাপ্ত হইল।

প্রথম অধ্যায়ের সার-সঙ্কলন।

এই অধ্যায়ে বেদ কাহাকে বলে এবং বেদ অপৌরুষেয় কি পৌরুষেয় তদ্বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে। বেদচতুষ্টয়মধ্যে ঋগ্বেদের ও যজুর্ব্বেদের (কৃষ্ণ ও শুক্ল) পরিচয় প্রদান এবং সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা করা হইয়াছে। সৃষ্টির বিবর্ত্তন ও সভ্যতার ক্রমোন্নতি, এই সুপ্রসিদ্ধ ও পৃথিবীর পণ্ডিতমণ্ডলী-সমর্থিত বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসারে কয়েকটী সাম ও আথর্ব্বনকে মানব জাতির আদি রচনা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সামবেদ হইতে ঋগ্বেদে (৮।৩২।১২) গৃহীত রথন্তর সাম নামে প্রসিদ্ধ, "অভিত্বা শূর নোনুমোহদুগ্ধা ইব ধেনবঃ," এই গীতি-মন্ত্রকে মানব জাতির সর্ব্বপ্রথম রচনা, যাহা বেদে বিদ্যমান আছে, বলিয়া প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে। পৌরাণিক দশাবতারের একটী নূতন ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। বেদ, পুরাণ ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের লিখিত বিবরণী হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া অগ্নির আবিষ্কার, নামকরণ ও দেবতারূপে পূজা প্রচলন সম্বন্ধে নূতন মত স্থাপনা করা হইয়াছে এবং মুক্তনেত্রে দর্শনীয় বুধ, মঙ্গল, শুক্র ও বৃহস্পতি গ্রহের আবিষ্কার গৌরব আমাদের পূর্ব্ব মহাপুরুষগণকে প্রদান করিবার প্রমাণ উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

বঙ্গভাষা অনভিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের অবগতি জন্য এইখানে ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রদান করিলাম।

A gist of the First Chapter.

[To facilitate the studies of well-known scholars not conversant with Bengali literature a brief synopsis in English has been given here;—]

What are the Vedas and whether they have been the emanations of a human or a Divine Being have been discussed in a nutshell in this chapter. It is an introduction to the Rig and the Yayur Vedas (Black and White) and the Sama and the Atharva Vedas have been dwelt upon at length. According to the cycles of creation, the evolution of civilization and the scientific reasons of the world renowned scholars, some of the hymns of the Sama and the Atharva Vedas has been called the first original composition of the human race. The psalm known as the *Rathantar Sama* in the Rig Veda (8. 32. 22.) borrowed from Sama-Samhita (2. 1. 21.) "*Abhitva sura nonumoadugdha iva dhenava*"

has been quoted as a proof of the first composition of mankind. The Ten Incarnations of the Purans have been explained on a novel and scientific method The discovery of Fire, its nomenclature, the prevalence of its worship as a deity have been related in an unique way culling proofs from the Vedas, the Purans and the scripts of western scholars and proofs have been adduced to give our forefathers the glory of the discoveries of the planets Mercury, Mars, Venus and Jupiter which can be seen with naked eyes.

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিশিষ্ট।

বেদার্থপ্রকাশক গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণ।

বিধাতার কি বিচিত্র বিধানে বিশাল বৈদিক সাহিত্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে, এই স্থানে আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব। ইয়ুরোপীয় জাতির ভারতাগমন এবং ইংলণ্ড কর্তৃক ভারতের অধিকার গ্রহণ, আমাদের পক্ষে কি পরিমাণ মঙ্গল বা অমঙ্গল সাধন করিয়াছে, সেই তর্ক-সঙ্কুল বিষয় লইয়া আমরা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। তবে এই সত্য আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে, প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের অসামান্য চেষ্টা ও অসাধারণ পরিশ্রমের ফলে ভারতের অতীত গৌরবের স্মৃতি সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্ব্বে যে বেদের নাম মাত্র বর্ত্তমান ছিল, কুত্রাপি যাহার এক খণ্ড পাওয়া যাইত কিনা সন্দেহ, সেই বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, সূত্রগ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত, স্মৃতি, পুরাণ, দর্শন, অধিক কি, সংস্কৃত কাব্য ও নাটকাদি পর্য্যন্ত সমস্তই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের চেষ্টার ফলেই আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই প্রবন্ধের অনুসরণ করিলেই, সুবিজ্ঞ পাঠকগণ তাহার সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

১৬০৬ খৃষ্টাব্দে ফাদার রবার্ট ডি নোবিলী নামক জনৈক জেসুইট ধর্ম্মপ্রচারক মান্দ্রাজের মাদুরা নামক নগরে আগমন করেন। তিনি তর্কযুদ্ধে দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণদিগকে পরাজিত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মণগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য তিনি নিজের নাম তত্ত্ববোধ স্বামী রাখিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মপ্রচারক মহাশয় একজন চতুর ব্রাহ্মণের দ্বারা এজুর্ব্বেদ নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া লইয়া নিজ নামে প্রচার করেন। ১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে নোবিলীর মৃত্যুর পরে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পণ্ডিচেরীর রাজকীয় পুস্তকালয়ে সযত্নে রক্ষিত হয়। ইহার একশত বৎসর পরে—১৭৬১ খৃষ্টাব্দে—এই পুস্তক ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক ভলটেয়ারের নিকট প্রেরিত হয়। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে উহা পারিস নগরীতে মুদ্রিত হয়। এই কৃত্রিম বেদ পাঠ করিয়া সংশয়বাদী ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন;—"The most precious gift for which the West has ever been indebted to the East."

১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে গবর্ণর হেষ্টিংসের আদেশে নাথানিয়াল ব্রাসি হালহেড নামক জনৈক ইংরেজ, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহায়তায় "The Code of Gentoo Law" নামক একখানি ব্যবহার-বিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার মুখবন্ধে সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাই সংস্কৃত ভাষা বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী প্রবন্ধ।

কর্ণেল পোলিয়র সর্ব্বপ্রথমে বেদ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। তিনি ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাজা আনন্দরামের সাহায্যে জয়পুরাধিপতি মহারাজ প্রতাপ সিংহের গ্রন্থাগার হইতে পারশ্য ভাষার সূচীপত্রসহ চারিখণ্ড বেদ প্রাপ্ত হন। কর্ণেল এইগুলি সংগ্রহ করিয়া ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে সার জোসেফ ব্যাঙ্ক সাহেবের দ্বারা লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়মে প্রেরণ করেন। ইতিপূর্ব্বে সুবিখ্যাত কোলব্রুক সাহেব বেদ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া জনৈক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রতারিত হন। পোলিয়র কর্ত্তৃক সংগৃহীত বেদ হইতে জারমান অধ্যাপক Rosen ঋগ্বেদের প্রতিলিপি গ্রহণ করিতেছেন, ইহা দর্শন করিয়া ভারত বিখ্যাত রাজা রামমোহন রায় চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি ইহার পূর্ব্বে বেদ দর্শন করেন নাই।

যিনি সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃত ভাষা সুন্দররূপে শিক্ষা করেন, তিনি একজন ইংরেজ, তাঁহার নাম উইল্‌কিন্‌স্। তৎকৃত ভগবদ্গীতার অনুবাদ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বারা লণ্ডন নগরীতে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদ হইতেই প্রথমে ফরাসী ও পরে জারমান ভাষায় গীতার অনুবাদ বাহির হইয়াছিল।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটী নামক সভা স্থাপিত হয়। এই সভার সহিত সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সার উইলিয়ম জোন্সের নাম বিশেষরূপে জড়িত আছে। সার জোন্স, ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি বহু প্রাচ্য

ভাষা শিক্ষা করিয়া এদেশে আসিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা নাম্নী মহানাটকের ইংরেজী অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ পাঠ করিয়া জারমান কবি গেটে আনন্দ বিহ্বল চিত্তে লিখিয়াছিলেন;—

Would'st thou the young year's blossom and
the fruits of its decline?
And all by which the soul is charmed, enrap-
tured, feasted, fed?
Would'st thou the earth and heaven itself in
one sole name combine?
I name thee, O Sakuntala! and all at once is
said. (জারমান হইতে অনুদিত)

কবিবর Goetheএর এই প্রশংসা উক্তি পাঠ করিয়া ইয়ুরোপে, বিশেষতঃ জারমান বিদ্বানমণ্ডলীর মধ্যে সংস্কৃত ভাষার সমধিক আলোচনা আরম্ভ হয়। জোন্সের যত্নেই এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে Asiatic Researches নামে বিবিধ তত্ত্ব ও গবেষণাপূর্ণ ২১ খানি অমূল্য পুস্তক বাহির হইয়াছিল। Sir William Jones বেদ সম্বন্ধে বিবিধ মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেন, এবং মনুসংহিতার অনুবাদ করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

জোন্সের মৃত্যুর পরে আমরা হেনরী টমাস কোলব্রুক মহাশয়কে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। সংস্কৃত সাহিত্য জগতে

অগ্রগণ্য করিবার জন্যই তিনি ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত মোক্ষমুলর তাঁহাকে "The founder and father of true sanskrit scholership of Europe" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি নানা স্থান হইতে হস্তলিপি সংগ্রহ করিয়া সমগ্র দর্শন, গণিত ও ব্যবহারশাস্ত্র ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেদের অনুবাদ করিয়া ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করেন। তাঁহার Sacred Writing of the Hindus বা বেদতত্ত্ব একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থমধ্যে গণিত হইয়া আসিতেছে। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বেদ অধ্যয়ন এবং ইংরাজী ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। তিনি নেপাল, কাশ্মীর, রাজপুতনা, মান্দ্রাজ প্রভৃতি দেশ হইতে ছিন্ন ও জীর্ণ হস্তলিপি সংগ্রহ করিয়া East India Companyকে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার "On the Vedas" নামক প্রবন্ধ (১৮০৫) বেদ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী প্রবন্ধ। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ তারিখে কোলব্রুক মানবলীলা সম্বরণ করেন।

কোলব্রুকের পরেই আমরা হোরেস হেম্যান উইলসন মহাশয়ের নাম করিতে পারি। তিনি ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে এদেশে আগমন করেন। তিনি ঋগ্বেদের সুন্দর অনুবাদ করিলেও তাঁহার প্রতিভা পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যের উপরেই বিকশিত হইয়াছিল। তিনি মহাকবি কালিদাস কৃত মেঘদূতের অনুবাদ করিয়া প্রচুর যশঃ অর্জ্জন করেন। তৎকৃত সটীক বিষ্ণুপুরাণের

অনুবাদ অবিনশ্বর কীর্ত্তিরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। তাঁহার সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান ও ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়গুলির বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভাষাতত্ত্ব নির্ণয় ও প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য ফরাসী ও জারমান বুধগণের দৃষ্টি সংস্কৃত ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁহাদের মধ্যে ফরাসী পণ্ডিত Eugine Burnouf মহোদয়ের নাম সুপ্রসিদ্ধ। তিনি সুপ্রাচীন জেন্দ ভাষার সহিত বৈদিক ভাষার সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়া বৈদিক গবেষণার নূতন দ্বার উদ্ঘাটন করেন। তিনি অসুর (Assyria) দেশীয় শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া সমগ্র প্রতীচ্য ও প্রাচ্য পণ্ডিতসমাজের বিস্ময় উৎপাদন করেন। সত্য বলিতে গেলে, তিনি ১৮২৯ হইতে ১৮৫২ খৃস্টাব্দ পর্য্যন্ত যে সমস্ত সাহিত্যিক আবিষ্কার করেন, তাহার তুলনা নাই। ইহা নিঃসন্দেহ যে, বার্নুফ জন্মগ্রহণ না করিলে রোথ, ম্যাক্সমূলার, বপ্, গ্রিম, হামবোল্ড প্রভৃতি মনীষীগণের প্রতিভা বিকাশ প্রাপ্ত হইত না। সুপ্রসিদ্ধ রোথ ও ম্যাক্স-মূলার তাঁহারই শিষ্য ছিলেন।

জারমান পণ্ডিতগণের চেষ্টায় ভাষাতত্ত্ব (Comparative Philology) বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সার উইলিয়ম জোন্স প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি ভাষার মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। জারমান পণ্ডিত ফ্রেড্রিক শ্লেগল প্রমাণ করিলেন যে, শুধু সাদৃশ্য নহে, তাহাদের ধাতু ও ব্যাকরণের গঠনও একরূপ।

এই বিষয়ে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "On the Indian Language, Literature and Philosóphy" নামক প্রবন্ধ অতুলনীয়। উইলিয়ম ভন হামবোল্ট, বপ, গ্রিম, বুনসেন প্রভৃতি জার্মান পণ্ডিতেরা, সংস্কৃত, জেন্দ: গ্রীক, লাটিন, স্লাব, টিউটন, কেল্টিক প্রভৃতি ভাষার বহু শব্দ আলোচনা করিয়া, একই মূলভাষা হইতে ঐ সকল ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। Bopp প্রণীত "Comparative Grammar of the Aryan Languages" এই বিষয়ে একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থমধ্যে পরিচিত।

Zur Litteratur and Geschichte des Weda নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ প্রণেতা Rudolph Roth যাস্কীয় নিরুক্ত গ্রন্থের অনুবাদ ও টীকা রচনা করিয়া বৈদেশিক বুধগণের সম্মুখে বেদ-মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। রোথ, মার্কিণ পণ্ডিত হুইটনীর সহায়তায় কাশ্মীর হইতে অথর্ব্ববেদ আনয়ন করিয়া টীকাসহ প্রচার করিয়াছেন। তিনি ও বোটলিং (Boehtlingk) একযোগে সংস্কৃত ভাষার যে অভিধান প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানে জগদ্বিখ্যাত। Christian Lassen, "Indische Alterthumskunde" নামক গ্রন্থ প্রণয়নে যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। আচার্য্য বেবার, যজুর্ব্বেদের, (শুক্ল) শতপথ ব্রাহ্মণের ও কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের অনুবাদ করিয়া বৈদিক সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার

History of Indian Literature গ্রন্থে বৈদিক ও পরবর্ত্তী সাহিত্যের সর্ব্বভাগই সুন্দররূপে আলোচিত হইয়াছে। Benfey, সভাষ্য সামবেদ অনুবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এডিনবরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ডাক্তার মিউর পঞ্চম খণ্ডে সমাপ্ত Original Sanskrit Texts নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বিপুল খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। Dr. B. C. Burnell, Dr Roar, Alfred Ludig, Harman Oldenberg, James Prinsep, Dr Buhler Dr. Martin Haug, Dr. Thibaut, Aufrecht, Jacoby প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বৈদিক সাহিত্যের জীর্ণাংশের বহু সংস্কার সাধন করিয়াছেন। সুবিখ্যাত জারমান বৈদিক Pischel অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং Pischel and Geldner, "Vedische Studien" (Vedic Reacharches) নামে গ্রন্থ খণ্ডে খণ্ডে বাহির করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

Winternitz প্রণীত Indian Literature, Macdonell রচিত History of Sanskrit Litarature, Bloomfield লিখিত The Religion of the Veda এবং Atharva Veda and Gopatha Brahmana বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৌরাণিক গবেষণায় Pargitar এবং উপনিষদ আলোচনায় Deussen সুপ্রসিদ্ধ।

Professor Max-Muller সায়ণভাষ্য ও শব্দসূচীসহ সমগ্র ঋগ্বেদ সংহিতা ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। এই

মহাগ্রন্থ সম্পাদনে তিনি যে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, পৃথিবীতে তাহার তুলনা নাই। তিনি পৃথকরূপে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল ও শাকল প্রণীত ঋগ্বেদীয় পদপাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রফেসর মহোদয় এই সমস্ত বিরাট কার্য্য সম্পাদন ব্যতীত আরও বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বৈদিক সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি ও ভারতের অতীত গৌরব বহু পরিমাণে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারই প্রসাদে বৈদিক শব্দের অর্থ নির্ণয় ও বেদালোচনা অনেকের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

যে সমস্ত ভারতীয় পণ্ডিতেরা পাশ্চাত্য প্রণালীতে বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল, ডাঃ কৃষ্ণমোহন, ডাঃ রামদাস, ডাঃ ভাওদাজি, আচার্য্য ভাণ্ডারকর, বাল-গঙ্গাধর তিলক, রমেশচন্দ্র দত্ত, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, স্বামী বিবেকানন্দ, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি মনীষীবৃন্দের নাম উল্লেখযোগ্য।

এক্ষণে আমরা ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণের পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি। বেদার্থ-প্রকাশ সম্বন্ধে যে সমস্ত গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে, তাহাদের মধ্যে নিঘণ্টু ও আচার্য্য যাস্কের রচিত ত্রয়োদশ অধ্যায়ী নিরুক্ত, এই দুইখানি গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। গ্রন্থ দুইখানি বেদব্যাখার প্রধান উপকরণ, এই জন্য বৈদিক অভিধান নামে অভিহিত হইতে পারে। যাস্কের পূর্ব্বে শাকপূণি, ঔর্ণনাভ ও স্থৌলাষ্ঠিবী নামক তিন জন নিরুক্তকার বর্ত্তমান ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ পাওয়া

যায়। তাঁহাদের কৃত কোন গ্রন্থ এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না। যাস্ক বেদমন্ত্র সকল ব্যাখা করিয়াছেন। নাম (সংজ্ঞা), আখ্যাত (ধাতু), উপসর্গ ও নিপাতের (অব্যয়ের) সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন এবং শব্দ সকলের ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন।

প্রাচীন বৈয়াকরণগণ বেদার্থ-প্রকাশে প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধ পাণিনির নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। পাণিনির ব্যাকরণ আট অধ্যায়ে বিভক্ত বলিয়া ইহার নাম "অষ্টাধ্যায়ী"। ইহার পাদ সংখ্যা ৩২ এবং সূত্র সংখ্যা ৩৯৬৫। এই সকল সূত্রদ্বারা সন্ধি, সুবন্ত, কৃদন্ত, উনাদি, আখ্যাত, নিপাত, উপসংখ্যান, স্বরবিধি, শিক্ষা, তদ্ধিত প্রভৃতি যাবতীয় বৈয়াকরণিক বস্তু প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থদ্বারা সংস্কৃত সাহিত্য বহু পরিমাণে সমৃদ্ধ হইয়াছে। সায়ণ, ভট্টভাস্কর, ভরতস্বামী প্রভৃতি বেদ ভাষ্যকারেরা পাণিনির বহু সূত্র প্রমাণার্থ উপস্থাপিত করিয়াছেন। কাত্যায়ন (১) পাণিনি সূত্রের বার্ত্তিক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। পতঞ্জলি (২) বার্ত্তিকের উপর উপর যে ভাষ্য লিখিয়াছেন, তাহা মহাভাষ্য নামে প্রসিদ্ধ। ইহার অপর নাম ফণিভাষ্য। কাশ্মীরদেশস্থ পামপুরবাসী

---

(১) কাত্যায়নের অপর নাম বররুচি, মেধাজিৎ ও পুনর্ব্বসু। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রকার ও বৌদ্ধ কাত্যায়ন হইতে ভিন্ন এবং শেষ নন্দের মন্ত্রী ছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

(২) ইনি যোগশাস্ত্রকার পতঞ্জলি নহেন। পাশ্চাত্ত্যেরা মহাভাষ্যকে শব্দশাস্ত্র (Philology) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

জৈয়ট পুত্র কৈয়ট, (১) পাতঞ্জল মহাভাষ্যের যে টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম ভাষ্যপ্রদীপ। কাত্যায়নের বার্ত্তিকে পরিতৃপ্ত না হইয়া জয়াদিত্য ও বামন (২) দুইজনে মিলিত হইয়া কাশিকাবৃত্তি নামে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি অতি প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য।

রঙ্গপুরীয় রথিতর পুত্র দেবরাজ যজ্বা (যর্জ্জন) পঞ্চদশ শতাব্দীতে নিঘণ্টুর টীকা রচনা করেন। তিনি তদীয় টীকায় স্কন্দস্বামী, ভট্টভাস্কর মিশ্রঃ মাধবদেব, ভরতস্বামী, ভবস্বামী, গুহদেব, শ্রীনিবাস, উবট প্রভৃতি বেদভাষ্যকারেরা নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দাতে দুর্গাচার্য্য নিরুক্তের বৃত্তি প্রণয়ন করেন। সর্ব্ববেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। এরূপ প্রতিভাবান ও ধীশক্তিসম্পন্ন মানব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না, সন্দেহ। বৈদিক সাহিত্যে সায়ণের দান অপূর্ব্ব। আচার্য্য মোক্ষমূলার সায়ণভাষ্যভিত্তির উপরে তাঁহার কীর্ত্তিসৌধ নির্ম্মাণ করিয়াও ব্যাজস্তুতিতে বলিয়াছেন;—

Sayana, though the most modern, is on the whole most sober interpreter. Most of his etymological absurdities must be placed to Yask's

---

(১) Burnell মহাশয়ের মতে কৈয়ট ১৩০০ খৃষ্টাব্দে ভাষ্যপ্রদীপ রচনা করেন।

(২) কোলব্রুক সর্ব্বপ্রথমে বামনজয়াদিত্যকে এক ব্যক্তি বলিয়া মত প্রকাশ করেন। বুলর কাশ্মীর হইতে সংগৃহীত হস্তলিপি দ্বারা প্রমাণ করেন যে, কাশিকা বৃত্তির প্রথম চারি অধ্যায় জয়াদিত্য এবং শেষ চারি অধ্যায় বামন কর্ত্তৃক রচিত।

account and the optional rendering which he allows for metaphysical, theological or ceremonial purposes, are mostly due to his regard for the Brahmanas

Max Muller's Preface to Vol III of the Rig-Veda with Sayans Commentary.

সায়ণভাষ্যে আমরা ভট্টভাস্কর মিশ্রঃ ও ভরতস্বামীকে বেদভাষ্যকাররূপে দেখিতে পাই। চণ্ডুপণ্ডিত, চতুর্ব্বেদ স্বামী, যুবরাজ, রাবণ ও বরদরাজকৃত ভাষ্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মুদ্গল, কপর্দ্দী আত্মানন্দ ও কৌশিক প্রকৃতি ভাষ্যকারের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। Fitz Edward Hall রাবণভাষ্যের কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াছেন। রাবণকৃত সামবেদভাষ্য মালাবর প্রদেশে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শঙ্কর-শিষ্য আনন্দতীর্থ রচিত ঋগ্‌ভাষ্যের কিয়দংশ, জয়-তীর্থের টীকাসহ, লণ্ডনের ভারতীয় পুস্তকাগারে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ভট্টভাস্করের ভাষ্যে কাশকৃৎস্ন, শাকপূণী ও এবং যাস্কের নাম উল্লিখিত আছে।

আচার্য্য সায়ণ, ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদের এবং প্রায় সমগ্র ব্রাহ্মণ গ্রন্থের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া সর্ব্ববেদ ভাষ্যকার নামে আখ্যাত হইয়াছেন। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের সায়ণভাষ্য ভিন্ন, বালকৃষ্ণভাষ্য ও ভট্ট কৌশিক ভাস্কর মিশ্রঃ (১) রচিত

(১) মিশ্রঃ মহাশয়, সায়ণের চারিশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া "জ্ঞানাঞ্জন" ভাষ্য রচনা করেন।

ভাষ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাজসনেয় শব্দের ব্যাখ্যাকার, মহাপ্রাজ্ঞ মহীধর বেদদীপ (১) প্রজ্জ্বলিত করিয়া শুক্ল যজুর্ব্বেদের সর্ব্বাংশেই আলোক নিক্ষেপ করিয়াছেন। উবট, মাধব, অনন্তদেব ও আনন্দভট্ট রচিত ভাষ্য বিদ্যমান আছে। সায়ণের অথর্ব্ববেদভাষ্য সুপ্রসিদ্ধ। জয়ন্তভট্ট রচিত অথর্ব্ববেদ ভাষ্যেরও প্রসিদ্ধি আছে।

যে সমস্ত ভারতীয় পণ্ডিতেরা পরবর্ত্তী কালে প্রাচ্য প্রণালীতে বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিবিধ উপনিষদের অনুবাদক রাজা রামমোহন, ঋগ্বেদের হিন্দী অনুবাদক দয়ানন্দ সরস্বতী, সায়ণভাষ্যসহ সামবেদের প্রকাশক ও মহীধরের টীকাসহ শুক্ল যজুর্ব্বেদের প্রকাশক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহোদয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভারতীয় মুসলমান পণ্ডিতেরাও বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা করিতেন। মোগল-সম্রাট আকবরের সভাসদ আবদুল কাদির বদায়ুনি ও নকীব খাঁ সম্রাটের আদেশানুসারে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের সাহায্যে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে মহাভারত অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। কিয়দংশ অনুবাদের পরে বদায়ুনি অথর্ব্ববেদ অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু ভাষার কাঠিন্য প্রযুক্ত অসমর্থ হইলে, হাজি ইব্রাহিম সরহিন্দ উহার পারশিক অনুবাদ সম্পন্ন করেন।

---

(১) মহীধর ভাষ্য "বেদদীপ" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

সম্রাট শাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাসেকো কাশী হইতে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আনয়ন করিয়া ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশখানি উপনিষদের অনুবাদ সম্পন্ন করেন। ইহার হস্তলিপি পারিস মহানগরীতে রক্ষিত আছে।

আমরা এই প্রস্তাবে নানা কারণ বশতঃ বর্ত্তমান সময়-প্রসিদ্ধ ভারতীয় বৈদিকগণের নাম গ্রহণ করি নাই।

বেদ চতুষ্টয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে, আমরা বহু গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করিয়াছি। পরবর্ত্তী অধ্যায়নিচয়ে আরও বহু গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের নাম উল্লিখিত হইয়া এই প্রস্তাব পূর্ণ ও পরিপুষ্ট হইবে।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

বেদ বিষয়ে প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের লিখিত বিবরণ।

প্রাচীন কালে দিগ্বিজয়, অর্থ সঞ্চয়, জ্ঞানার্জ্জন, এবং ধর্ম্মচর্চ্চা উপলক্ষে ভারতবর্ষের সহিত ইয়ুরোপ, আফ্রিকা এবং এসিয়ার সভ্য দেশসমূহের পরিচয় লাভ হইয়াছিল। তাদৃশ পরিচয় ছিল বলিয়াই নানাদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী ভারতে আসিয়া তাঁহাদের মাতৃভাষায় ভারত-বিষয়ক বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখ ও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁহাদের লিখিত বৃত্তান্তে বেদ বা বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ নাই।

গ্রীকবীর আলেকজেণ্ডার খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৬ অব্দে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্কাইলাস্ক, হিকাটোস্, হিরোডোটাস্ এবং টিসিয়াস্ নামক লেখক চতুষ্টয়ের ইতিহাসে বেদ-বিষয়ক কোন প্রসঙ্গের উল্লেখ নাই। আলেকজেণ্ডারের সহচর ও সমসাময়িক লেখকগণ ভারতবর্ষের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ভারতের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, ভারতীয় সভ্যতা, রণনীতি, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, স্বয়ংবরপ্রথা, সতীদাহ, প্রভৃতি বিষয়

অবগত হওয়া যায়, কিন্তু বেদ বা ধর্ম্ম-বিষয়ক কোন কথা জানিতে পারা যায় না। সুপ্রসিদ্ধ মেগাস্থিনিস্ দীর্ঘকাল এদেশে বাস করিয়া গ্রীক ভাষায় "ইণ্ডিকা" নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। পণ্ডিতবর সোয়ানবেককৃত এই গ্রন্থের লাটিন অনুবাদ হইতে পাটনা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ম্যাক্‌ক্রিণ্ডেল ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন। এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুস্তকখানিতে ভারতের জীবজন্তু, ভারতজাত শস্য ও ধাতু, ভারতের আচার ব্যবহার, দাসত্ব প্রথা, সুরাপান, মিতব্যায়িতা, সত্যবাদিতা, বেশভূষা, বিবাহপ্রণালী, রাজবিচার, মৃগয়া প্রভৃতি বহু বিষয়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণগণের বেদাধ্যয়ন, অরণ্যে উপনিষদ পাঠ ইত্যাদি দুই চারিটী কথা ভিন্ন বেদ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না।

প্রাচীন কালে বহু বৌদ্ধ পরিব্রাজক চীনদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি প্রায় ৬০ জন চৈনিক ভ্রমণকারীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত আমরা দেখিতে পাইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে ফাহিয়ানের লিখিত বিবরণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইনি ৪০০ খৃষ্টাব্দে এদেশে আগমন করেন। তাঁহার গ্রন্থে মধ্য-এসিয়া, পশ্চিম-ভারত-সীমান্ত প্রদেশ, মথুরা, কণৌজ, শ্রাবস্তী, কপিলবস্তু, কুশীনগর, বৈশালী, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, গয়া, বারাণসী, কৌশাম্বী, চম্পা, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি বহু প্রাচীন জনপদের বর্ণনা আছে, কিন্তু বেদ বা বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোন কথাই বর্ণিত হয় নাই।

সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিউয়েনসাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া দীর্ঘকাল এই দেশে অতিবাহিত করেন। তিনি লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। প্রথম বেদের নাম আয়ুর্ব্বেদ; এই বেদে জীবন এবং প্রাকৃতিক ভাব সংরক্ষণ সম্পর্কীয় বিধানসমূহ সন্নিবিষ্ট আছে। দ্বিতীয় বেদের নাম যজুর্ব্বেদ; এই বেদে দেবস্তুতি ও পশুবলি-বিষয়ক নিয়মাবলী লিখিত আছে। তৃতীয় বেদের নাম সামবেদ; এই বেদে শিল্ট-ব্যবহার, রাজনীতি, সৈনিকের কর্ত্তব্য প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। চতুর্থ বেদের নাম অথর্ব্ববেদ; ইহাতে বিজ্ঞানের নানা শাখা, বিবিধ মন্ত্র ও ঔষধ প্রকরণ প্রকটিত হইয়াছে। পরিব্রাজক ঋগ্বেদের নামোল্লেখ করেন নাই।

আই তসিং বা ইত্সিং ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে এ দেশে আসিয়া তাম্রলিপ্তি নগরে সংস্কৃত ভাষা ও শব্দ-বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, এই দেশের নাম আর্য্যদেশ। আর্য্য অর্থে মহৎ। মুসলমানেরা হিন্দুদেশ আখ্যা দিয়াছে। হিন্দু নামের কোন অর্থ নাই। ভারতের চৈনিক নাম "ইন্দিরা"। ইন্দু হইতে এই নাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার অপর নাম "ব্রহ্মরাষ্ট্র"। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই চারিবেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। বেদ চতুষ্টয়ে এক লক্ষ মন্ত্র অর্থাৎ শ্লোক আছে। বেদের অর্থ নির্ম্মল জ্ঞান। ইহা মুখে মুখে প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই মহাগ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয় নাই।

৬৩৬ খৃষ্টাব্দে আরবেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। ইহার পরবর্ত্তী কালে যে সমস্ত বিদ্বানগণ এদেশে আগমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে বণিক সোলেমান, ইবন খুরতদ্‌বা, অল মসুদি, অল ইস্তখিরি, বোগদাদী ইবন সৌকল এবং মরক্কোর অল ইদ্রিসি এই কয়েকজন উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা হিন্দু-জাতিকে সাত ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ১ম, কক্রিয়া অর্থাৎ রাজজাতি ; ২য়, ব্রাহ্মণ ; ৩য়, ক্ষত্রিয় ; ৪র্থ, শূদ্র ; ৫ম, বৈশ্য ; ষষ্ঠ, চণ্ডাল ; সপ্তম, বাজিকর। ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, তাঁহারা বেদ অধ্যয়ন ও সুরসংযোগে গান করেন। তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশক এবং ঈশ্বরের মহিমা ও শক্তির ঘোষক। ব্রাহ্মণেরা মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকেন এবং ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ করিতে পারেন। তাঁহারা সুরাপান করেন না।

ঐতিহাসিক আলবেরুণী সুলতান মামুদের সহিত ভারত-বর্ষে আগমন করেন। তিনি ব্রাহ্মণ প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণগণের বেদ অধ্যয়নের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। গৃহে অগ্নিরক্ষা ও বেদ-পূজা ব্রাহ্মণ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। লোকসেবা, দানগ্রহণ, ভিক্ষা-দান, অধ্যয়ন ও বেদমতে হোম সম্পাদন এই পঞ্চকর্ম্ম ব্রাহ্মণের করনীয়। ক্ষত্রিয়গণ বেদ অধ্যয়ন করিতে পারেন, কিন্তু অধ্যাপনা নিষিদ্ধ। বৈশ্য ও শূদ্রগণ বেদ পাঠ করিলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইয়া থাকে।

উপরোক্ত বিবরণীসমূহে বেদ বা বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা না থাকিবার কারণ আমরা অনুমান করিতে পারি।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দে বুদ্ধদেব স্বধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

তাহার তিনশত বৎসর পরে সম্রাট অশোকের অক্লান্ত চেষ্টায় ও অপূর্ব্ব সাধনায় সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই ধর্ম্ম প্রায় সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত ভারতের প্রধান ধর্ম্মরূপে পরিগণিত ছিল। এই সুদীর্ঘ কালমধ্যে বহুসংখ্যক ভারতীয় নরপতি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ পোষণ করিয়া গিয়াছেন। বিম্বসার, অজাতশত্রু, অশোক, কনিষ্ক, শিলাদিত্য, হর্ষ প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত রাজন্যবর্গ বৌদ্ধধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। বুদ্ধদেব বেদ বিরোধী ছিলেন বলিয়া, তাঁহার ধর্ম্মে বেদের প্রভাব ছিল না। সুতরাং এই সময়ে বেদালোচনা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। উপরোক্ত ঐতিহাসিকেরা এই সময়েই এদেশে আসিয়া ছিলেন এবং এই সময়েরই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এই কারণেই তাঁহাদের লিখিত বিবরণে বেদ বা বৈদিক সাহিত্যের কোন কথা উল্লিখিত হয় নাই। কোন কোন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। ইহা সত্য যে, তাঁহারা বৌদ্ধকবলিত ও বৈদেশিক আক্রমণকারিগণ-ধ্বংসিত বেদ উদ্ধার করিয়া আমাদের হস্তে প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের যাবতীয় উক্তিই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কথা নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৈদিক যুগ।

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ।

বেদ চতুষ্টয়ের আলোচনা পরিসমাপ্ত করিয়া আমরা এক্ষণে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ গ্রন্থের পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ব্রাহ্মণ কাহাকে কহে?

প্রাচীনেরা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই বেদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং বেদের মন্ত্রাতিরিক্ত ভাগই ব্রাহ্মণ শব্দের বাচ্য। বেদের অর্থাৎ মন্ত্রের ব্যাখান ব্রাহ্মণের প্রধানতম উদ্দেশ্য। সেই জন্য এই সুপ্রাচীন গ্রন্থগুলিতে মন্ত্রের অর্থ-মীমাংসা, বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ ও নানা বিষয়ক উপাখ্যান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত ও অপরিস্ফুট উপাখ্যান ভাগ উত্তরকালে পুরাণরূপে পল্লবিত হইয়াছে।

যজুর্ব্বেদের পরই আমরা ব্রাহ্মণ গ্রন্থে গদ্য সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে "নারশংসী" নামক আর একটী বিষয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। নরস্তুতি বিষয়ক শ্রুতিগুলি "নারশংসী" বা "নারশংস্য" নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ত্রিবিধ; মন্ত্রাত্মিকা, গাথাত্মিকা ও ব্রাহ্মণাত্মিকা। গাথাগুলি শ্লোক-বদ্ধ এবং প্রাচীন প্রবাদবাক্যমূলক। আমরা এইগুলিকে

প্রাগ্বৈদিক যুগে রচিত বলিয়া বিশ্বাস করি। উপযুক্ত স্থলে আমরা এই বিষয়ের প্রমাণ উপস্থিত করিব।

আরণ্যক ও উপনিষদসহ ব্রাহ্মণ গ্রন্থনিচয়কে বেদ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে কি না, এই বিষয়ে প্রচুর গবেষণা হইয়া গিয়াছে। এক শ্রেণীর ভারতীয় বেদবিদেরা বলেন, বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয় অর্থাৎ রচিত নহে, দৃষ্ট। পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণ, দেহধারী পুরুষ-কর্ত্তৃক রচিত এবং উহা ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা ও নারশংসী নামে পঞ্চ ভাগে বিভক্ত। এই কারণে ব্রাহ্মণ বেদ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাঁহারা ন্যায় দর্শনের (২ অধ্যায়, ২ আহ্নিক, ৬০ সূত্র) বাত-স্যায়ণভাষ্য অবলম্বন করিয়া বলেন, যে বিষয় পূর্ব্বে বিধান করা হইয়াছে, পুনরায় তাহার ব্যাখ্যা করাকে, বা যে কোন শব্দ বা অর্থের দ্বিতীয় বার উচ্চারণ বা বিচার করাকে "অনুবাদ" বলে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ অনুবাদমূলক, এই জন্য ইতিহাসাদি নামে সংজ্ঞিত হইতে পারে, কিন্তু বেদ অভিধা প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাঁহারা পাণিনির "দ্বিতীয়া ব্রাহ্মণে" (১।৩।৬০), "চতুর্থ্যর্থে বহুলং ছন্দসি" (২।৩।৬১) "পুরাণ প্রোক্তেষু ব্রাহ্মণ কল্পেষু" (৪।৩।১০৫), প্রভৃতি সূত্রের পাতঞ্জল মহাভাষ্যের ব্যাখা প্রমান স্বরূপে উপস্থিত করিয়া থাকেন। বররুচি কাত্যায়ন স্বীয় বার্ত্তিকে উপরোক্ত প্রমাণসমূহের আলোচনা করিয়া ব্রাহ্মণের বেদ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। আমরা স্থানাভাবে বার্ত্তিকের বিস্তৃত আলোচনায় বিরত হইলাম।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রাচীন আচার্য্যগণের বিচার প্রণালীতে ব্রাহ্মণ আলোচনা করেন নাই। Weber ব্রাহ্মণ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

Their object is to connect the sacrificial songs and formulas with the sacrificial rite, by pointing out, on the one hand, their direct mutual relation; and, on the other, their symbolical connection with each other. * * * * The Brahmans originated from the opinions of individual sages, imparted by oral tradition, and preserved as well as supplemented in their families and by their disciples.

আমাদের অভিমত এই যে, বৈদিক যুগে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা যে সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, তাহাদের বিধান ও ব্যবস্থাই ব্রাহ্মণের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল বলিয়াই এই গ্রন্থের "ব্রাহ্মণ" নামকরণ হইয়াছিল। মানবীয় সভ্যতার ক্রমোন্নতি অনুসারে সর্ব্বপ্রথমে পিতৃযজ্ঞ পরে ক্রমান্বয়ে দৈবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কালক্রমে কর্ম্মবহুল ও শ্রমবহুল বিবিধ যজ্ঞের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঋণ পরিশোধাত্মক ও ত্যাগাত্মক যজ্ঞসমূহকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা Sacrifice শব্দে ভাষান্তরিত করিয়াছেন। সুপ্রাচীন কালে "যজ্ঞ" অর্থে ঈশ্বর আরাধনা বুঝাইত না।

উত্তরকালপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকারেরা, যজ্ঞঃ—পরমেশ্বরারাধনম্, যজ্ দেবপূজায়াম্; (নীলকণ্ঠ) যজ্ঞঃ ফলাভিসন্ধিরহিতং ভগবদারাধনম্, (রামানুজ) ইজ্যতে পূজ্যতে পরমেশ্বরঃ আননিতি যজ্ঞঃ (আনন্দগিরি) এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা এই অধ্যায়ে সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছি।

আমাদের বিশ্বাস, বাস্কল, পৈঙ্গি, বল্লভ, সৌলভা, সত্যয়ন, কল্বভ, লঙ্কায়ন, খাণ্ডায়ন, সালঙ্কায়ন, সাম্বভি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ কাল সাগরে বিমজ্জিত হইয়াছে।

আরণ্যক কাহাকে কহে?

ব্রাহ্মণ গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগ আরণ্যক নামে প্রসিদ্ধ। সংসার পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় অরণ্যের মধ্যে অবস্থান করিয়া আর্য্য ঋষিগণ এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন বলিয়া ইহা আরণ্যক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

মহাভারতে লিখিত আছে;—

আরণ্যকং চ বেদেভ্য ওষধিভ্যোঽমৃতং।
যথা হ্রদানামুদধিঃ শ্রেষ্ঠো গৌর্বরিষ্ঠা চতুষ্পাদাম॥

(২৫৬ অধ্যায় আদিপর্ব্ব) অর্থাৎ ঔষধির মধ্যে অমৃত, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, চতুষ্পদের মধ্যে গাভী যেরূপ শ্রেষ্ঠ, বেদের মধ্যে আরণ্যক সেইরূপ শ্রেষ্ঠ।

ইয়ূরোপীয় বেদবিদেরা আরণ্যক গ্রন্থগুলিকে অপ্রাচীন বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ এই যে, পাণিনি "অরণ্যান্মনুষ্যে" সূত্রে আরণ্যক নামক

বেদাংশের উল্লেখ করেন নাই। কাত্যায়ন স্বীয় বার্ত্তিকে, পাণিনিসূত্র (৪।২।১২৯) হইতেই আরণ্যক শব্দ বেদাংশ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। মনুসংহিতা, (৪।১২৩) যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি (১।১৪৫ ও ৩।১১০ ও ৩০৯) এবং অথর্ব্ব উপনিষদে আরণ্যক বেদাংশ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

K. S. Macdonald M.A. D. D., "Brahmanas of the Veda" নামক গ্রন্থে, আরণ্যক গ্রন্থকে ব্রাহ্মণের সমসাময়িক ও সমভাবাপন্ন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

As already stated, each Veda has an appendix known as an Aranyaka or 'forest portion.' studied in the forests by ascetics, spoken of by Megasthenes as *Hylobioi*, a literal translation of the Sanskrit *vana prastha*, 'living in the woods.' Attached to and sometimes regarded as included in these Aranykas are the Upanishads, the ancient philosophical speculations. As compared with other Sanskrit literature the Aranyakas must be allowed to be nearer in age and character to Brahmanas proper. They deal sympathetically with sacrifices, which can scarcely be said of the Upanishads.

সুপণ্ডিত Milburn, Relegious Mysticism of the

Upanishads গ্রন্থের ভূমিকায়, আরণ্যকগুলি ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অন্তিমভাগ এবং ব্রাহ্মণের সহিত রচিত এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই গ্রন্থ অরণ্যে অধীত হইত বলিয়া ইহার আরণ্যক সংজ্ঞা হইয়াছে। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, এই গ্রন্থ শ্বাপদ-সঙ্কুল জনমানবহীন নিবিড়-অরণ্যানীমধ্যে পঠিত ও আলোচিত হইত। আমাদের যুক্তি সঙ্গত অনুমান এই যে, নদী, হ্রদ, সরোবর প্রভৃতি জলাশয় তীরস্থিত যে সকল শান্তিপূর্ণ, স্বাস্থ্যপ্রদ ও সুখকর স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ ধর্ম্ম ও শাস্ত্র আলোচনায় শেষ জীবন অতিবাহিত করিতেন, সেই সকল স্থানই অরণ্য বলিয়া কথিত ও তীর্থ নামে পরিগণিত হইত। যাঁহারা বলিয়া থাকেন, বৈদিক যুগে তীর্থ বলিয়া কিছু ছিল না, বৌদ্ধপ্রভাবমুক্ত পৌরাণিক যুগে তীর্থের আবিষ্কার ও নামকরণ হইয়াছিল, তাঁহাদের উক্তি বিচারসহ নহে। কারণ, বেদ, ব্রাহ্মণ, সূত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহে তীর্থ শব্দের বহুল উল্লেখ ও পরিচয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা ঋগ্বেদের (১।১৬৯।৮, ৮।৬১।৭) ও অথর্ব্ববেদের (১৮।৪।৭) মন্ত্রগুলির উল্লেখ করিতে পারি। কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১১।১।৮।৩) সামবেদীয় পঞ্চবিংশ (৯।৪) ও ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে ও ঋগ্বেদীয় শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রে তীর্থ শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, বৈদিক যুগে উত্তরে

সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী এই দুই পুণ্যতোয়া তটিনীর মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে অবস্থিত, ধর্ম্মারণ্য কুরুক্ষেত্র সর্ব্বপ্রথমে তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। এই স্থানেই চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতি কুরু, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ সঙ্গে লইয়া আরণ্যক পাঠ ও বিবিধ বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই জন্যই এই পুণ্যক্ষেত্র, মহাভারতীয় যুগে "ধর্ম্মক্ষেত্র" নামে বিশেষিত হইয়াছিল। (১) আর্য্য সভ্যতা ব্রহ্মর্ষি দেশে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে বিস্তৃতির সঙ্গে গোমতী তীরস্থ নৈমিষারণ্য (২) দ্বিতীয় তীর্থের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। উত্তরকালে আর্য্য সভ্যতা আরও বিস্তৃত হইয়া বরুণা ও অসি এই পুণ্য সলিলা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী বারাণসী ও নৈরঞ্জনা তীরস্থিত (৩) গয়া প্রভৃতি স্থান তীর্থ-পর্য্যায়ে স্থান লাভ করিয়াছিল।

ঋগ্বেদের (৬।৫২।৬) "সিন্ধুভি পিন্বমানা সরস্বতী", পারসিক আভেস্তার "হরকুইতি", চৈনিকদিগের "চৌকুতি" আর এক্ষণে বিদ্যমান নাই। আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান হইতে—নিয়ত বর্দ্ধমান কলেবরা, স্বচ্ছসলিলা, "নদীতমে" "দেবীতমে" বলিয়া পূজিতা—সরস্বতী বহির্গত হইয়া, সরমুর রাজ্যের শৈলমালা

---

(১) পরবর্ত্তীকালে রাজচক্রবর্ত্তী হর্ষ কুরুক্ষেত্রের "স্থানেশ্বর" (ঈশ্বরের স্থান বা The place of God) নামকরণ করিয়াছিলেন। স্থানেশ্বর হইতে থানেশ্বর নামের উৎপত্তি অনুমান করা যাইতে পারে।

(২) নৈমিষারণ্য বর্ত্তমানে নিমসার নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

(৩) বর্ত্তমান নাম ফল্গু।

অতিক্রম পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইয়া দৃষদ্বতী নদীতে বিলীন হইয়াছে। যে সকল স্থান হইতে সরস্বতী অন্তর্হিত হইয়াছে, (১) তাহাদিগকে পৌরাণিকগণ "বিনসন" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই বিনসনের স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে ভারত-অনুরক্তা নারী ঐতিহাসিক Flora Annie Steel লিখিয়াছেন ;—

The stream never reappers ; but its probable course is yet to be traced by the colonies of Saraswata Brahmans, who still preserve, more rigidly than other Brahmans, the archaic rituals of the Vedas.

বৌদ্ধ যুগের প্রারম্ভে দেবনদী সরস্বতীর বিলুপ্তি ও পুণ্য সলিলা গোমতীর স্থান পরিবর্ত্তন নিবন্ধন, কুরুক্ষেত্র ও নৈমিষারণ্যের মহিমা কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়া দিবোদাসের যজ্ঞভূমি কাশী এবং গয় নৃপতির যজ্ঞক্ষেত্র গয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই জন্যই ভগবান বৌদ্ধের শিষ্য প্রশিষ্যগণ বারাণসীর অদূরবর্ত্তী সারনাথে এবং গয়ার সন্নিকট বুদ্ধ-গয়ায় তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান কেন্দ্র নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন।

বৈদিক যুগের কোন কোন অরণ্যতীর্থ পৌরাণিক যুগে বনতীর্থে পরিণত হইয়াছিল এইরূপ প্রমাণ সংগৃহীত হইতে

(১) ভূতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই নদী চারিশত ফুট বালুকার নিম্নদেশ দিয়া প্রবাহমানা রহিয়াছে। এই প্রদেশে যে সকল কূপ খনন করা হইয়াছে, তাহার একটিরও গভীরতা ৪০০ ফুটের ন্যূন নহে।

পারে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Vincent A. Smith তাঁহার Oxford History of India গ্রন্থের ২৯ পত্রাঙ্কে কুরুক্ষেত্রের যে মানচিত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে পৃথুবন, অদিতিবন, ব্যাসবন, মধুবন, প্রভৃতি বনতীর্থের উল্লেখ আছে। মহাভারতে বরাহ পুরাণে ও দেবীপুরাণে বহু বনতীর্থের নাম লিখিত আছে। দেবীপুরাণের মতে এই সমস্ত অরণ্যে বা বনে মৃত্যু হইলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

সুপ্রসিদ্ধ Megasthenes খৃষ্ট জন্মের চতুর্থ শতক পূর্ব্বে পাটলীপুত্র (১) নগরে রাজদূত স্বরূপে অবস্থিত ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে এই অরণ্যতীর্থবাসী ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন ;—

They live in groves, and spend this time in listening to sermons, discourses in imparting knowledge to such as will listen to them Death is with them a very frequent subject of discourse. They regard the life as, so to speak, the time when the child within the womb matures, and death as the birth into a new and happy life.

নারী ঐতিহাসিক Flora Annie Steel তাঁহার গ্রন্থের ২৯ পত্রাঙ্কে লিখিয়াছেন ;—

One may still hears this teaching in the manago groves, on in the shade of a banyan

(১) বর্ত্তমান পাটনা।

tree, throughout this India of the twentieth century.

And it still satisfies the hearers.

উপনিষদ কাহাকে বলে ?

উপ পূর্ব্বক নি পূর্ব্বক বধ-গতি ও অবসাদনার্থ সদ্ ধাতুর প্রতি কিপ্ প্রত্যয় দ্বারা এই শব্দটী সিদ্ধ হইয়াছে। নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য্য বলিয়াছেন, যে বিদ্যা দ্বারা জ্ঞানিগণের গর্ভজন্ম ও জরামৃত্যু দোষসমূহ নিশ্চয়রূপে অবসন্ন হয় সেই বিদ্যাই উপনিষদ। উপনিষদ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রধান আকর এবং ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। আর্য্য ঋষিগণ, প্রাচীন কালে দর্শন ও ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে কত দূর উচ্চ চিন্তা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, উপনিষদ গ্রন্থ হইতে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

আচার্য্য মোক্ষমূলার উপনিষদের ভিন্নার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যে বিদ্যা ক্রমে ক্রমে শিক্ষার জন্য শিষ্যগণ আচার্যের সমীপস্থ হইতেন, সেই বিদ্যার নাম উপনিষদ। (১) Paul Deussen উপনিষদ বিদ্যাকে Secret Doctrine অর্থাৎ গুপ্তবিদ্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন। নারীঋষি Annie Besant উপনিষদকে মানবীয় চিন্তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান (Highest product of human mind) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুপণ্ডিত E. Holmes বৌদ্ধধর্ম্মে উপনিষদের প্রভাব প্রমাণ করিয়াছেন। স্বামী

(১) Six System of Indian Philosophy.

বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াছেন যে, উপনিষদ দ্বারাই ভারতবাসী পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাভূত করিতে পারে। বেদের অন্ত অর্থাৎ শেষ-ভাগ বলিয়া উপনিষদ বেদান্ত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ জারমান দার্শনিক Schopenhauer লিখিয়াছেন;—

In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been solace of my life—it will be the solace of my death.

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাঁহাদের "কাল নির্ণয়" (Chronology) নামক অস্ত্র-সাহায্যে আরণ্যক ও উপনিষদের প্রাচীনত্ব খণ্ডন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা প্রায় এক বাক্যেই বলিয়া থাকেন যে, পাণিনি যখন তাঁহার সূত্র-গ্রন্থে আরণ্যক ও উপনিষদ শব্দ সিদ্ধ করেন নাই, তখন এই দুই শ্রেণীর গ্রন্থনিচয় যে পাণিনির পরবর্ত্তী তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। কেহ কেহ এইরূপ উক্তি করিয়া থাকেন যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্লাবন হইতে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য, ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ গ্রন্থের শেষ-ভাগে আরণ্যক ও উপনিষদ সংযোজিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে, ভগবানের মুখারবিন্দ হইতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, জনসাধারণের চিত্তে এই ধারণা বদ্ধমূল করিবার জন্য, চতুর ব্রাহ্মণেরা পঞ্চমবেদ মহাভারতের মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে অথর্ব্ববেদের বিস্তৃত আলোচনায় তাঁহাদের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছি। এক্ষণে সংক্ষেপে তাঁহাদের কুতর্কের নিরসন করিতেছি।

পাণিনির পূর্ব্বে যে সমস্ত শব্দ বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রত্যেক শব্দের জন্য তিনি ভিন্ন ভিন্ন সূত্র রচনা করিবেন, এরূপ আশা করা নিতান্তই দুরাশা। "আরণ্যক" ও "উপনিষৎ" শব্দ ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মেই সাধিত হইতে পারে, ইহার জন্য সূত্র রচনার কোন প্রয়োজন নাই।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীসূত্রে (১।৪।৭৮) "জীবিকোপনিষদা-বৌপম্যে" নামক একটী সূত্র দেখা যায়। ভট্টোজী দীক্ষিত ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, পাণিনির পূর্ব্বে এক শ্রেণীর পণ্ডিত উপনিষদ রচনা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এ অবস্থায় বেদাঙ্গযুক্ত উপনিষৎ পাণিনির বহু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল।

ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, নিরুক্তকার যাস্ক পাণিনির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। ঋগ্বেদের "যস্ত্রা সুপর্ণা" (২।২১।৮।১) মন্ত্রের দেবতা-ব্যাখ্যানে তিনি লিখিয়াছেন, "ইত্যুপনিষদ্বর্ণা ভবতি"। (নিরুক্ত ৩।২।৬) ভাষ্যকার দুর্গাচার্য্য ইহারই ব্যাখ্যায় উপনিষদের উপরোক্ত অর্থ করিয়াছেন।

প্রাগ্বৈদিক যুগে ইলাবৃতবর্ষে অবস্থিত মেরু পর্ব্বতের শুভ্রতুষারমণ্ডিত নভোস্পর্শী শিখরদেশ, উর্ম্মিচঞ্চল আরাল সমুদ্রের অপার বিস্তৃতি, অসংখ্য গ্রহ ও তারকাখচিত শান্ত সুনীল অম্বর ইত্যাদি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে অথর্ব্বণ

ভৃগু, মহাকবি অঙ্গিরা, প্রজাপতি কশ্যপ প্রভৃতি ঋষিগণের অন্তঃকরণে বিশ্বস্রষ্টা সম্বন্ধে যে জ্ঞানবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, বৈদিক যুগের মহর্ষিগণের চিত্তে সেই বীজ পত্রিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া উপনিষদরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের মূলসূত্রগুলি সুপ্রাচীন কালে বেদের সহিত সংযুক্ত ছিল। উত্তরকালে সেই বীজীভূত সূত্রগুলি অবলম্বন করিয়া উক্ত ত্রিবিধ শাস্ত্রের কলেবর সুগঠিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। এই সাহিত্যিক ক্রমোন্নতির পরিচয় প্রদান করা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নহে।

আমরা উদাহরণ স্বরূপ এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্ত (১০।৯০।১ ১৬) ও নাসদীয়-সূক্তের (১০।১২৯।১—৭) (১) নামোল্লেখ করিতে পারি এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদের চতুস্ত্রিংশ ও (২) অধ্যায়কে উপনিষদ রচনার আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারি।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিশিষ্টে আমরা লিখিয়াছি যে, সম্রাট শাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা পঞ্চাশখানি উপনিষদের পারসিক অনুবাদ করাইয়াছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন ও মুণ্ডক এই দশখানি গ্রন্থের ভাষ্য প্রণয়ন

---

(১) বৈদিক গবেষণার ১৯, ২০ ও ২৬ পত্রাঙ্কে এই দুইটী সুপ্রসিদ্ধ সূক্তের মূল ও বঙ্গানুবাদ এবং প্রথমটীর ইংরেজী অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

(২) এই দুই অধ্যায় যথাক্রমে শিবসংকল্পোনিষদ ও ঈশোপনিষদ নামে সুপ্রসিদ্ধ।

করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন জাবাল, কৌষিতকী, পৈঙ্গী ও নারায়ণ উপনিষদ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শারীরকভাষ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, সম্রাট শাজাহানের সময়ে বহুসংখ্যক উপনিষদের মধ্যে, পঞ্চাশখানি উপনিষদ প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে শঙ্করপ্রতিম শঙ্কর, যখন চৌদ্দখানি মাত্র প্রমাণার্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তখন এই-গুলি ভিন্ন অন্যান্য উপনিষদ গ্রন্থ মৌলিক বা প্রাচীন আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারে না। The Philosophy of the Upanishads নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের ৩৬ পত্রাঙ্কে পণ্ডিতবর Deussen এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য ও প্রশ্ন, এই পাঁচখানি উপনিষদ গদ্যে বিরচিত। কেনোপনিষদ, গদ্যে ও পদ্যে মিশ্রিত। শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক, কঠ ও ঈশোপনিষদ পদ্যে লিখিত। শেষোক্ত চারিখানি উপনিষদকে সাংখ্য, বেদান্তদর্শন ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। মহারাষ্ট্রের সুবিখ্যাত পণ্ডিত Ranade, তাঁহার A Constructive Survey of Upanishadic Philosophy গ্রন্থে ইহা সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়াছেন।

পরম ভাগবত রামানুজ ঈশোপনিষদ গ্রন্থখানিকে ব্রহ্মবিদ্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই উপনিষদের আঠারটী শ্লোকই গীতার আঠার অধ্যায়ের বীজ-স্বরূপ।

প্রাচীনেরা উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে বেদান্ত নামে আখ্যাত করিয়াছেন। ইহার দার্শনিক নাম প্রস্থানত্রয়। উপনিষদগুলি শ্রুতিপ্রস্থান, ব্রহ্মসূত্র ন্যায়প্রস্থান ও শ্রীমদ্ভগবদ-গীতা স্মৃতিপ্রস্থান নামে প্রসিদ্ধ।

ভারতগৌরব দার্শনিকগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রস্থানত্রয় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহারা যে জ্ঞানগর্ভ ও পাণ্ডিত্যমূলক আলোচনা ও অসাধারণ বিচারশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, পৃথিবীতে তাহার তুলনা নাই। শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদাত্মক অদ্বৈত জ্ঞানমূলক শারীরকভাষ্য, রামানুজের মায়ার সত্যত্বপ্রতিপাদক বিশিষ্টাদ্বৈত জ্ঞানমূলক শ্রীভাষ্য, বল্লভাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈত জ্ঞানমূলক অনুভাষ্য, নিম্বকাচার্য্যের দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞানমূলক বেদান্ত পারিজাত সৌরভ, মধ্বাচার্য্যের (১) দ্বৈত জ্ঞানমূলক অনুভাষ্য, বলদেবের অচিন্ত-ভেদাভেদ জ্ঞানমূলক গোবিন্দ ভাষ্য উল্লেখযোগ্য।

এ পর্য্যন্ত দ্বিসহস্রাধিক ভাষ্য ও টীকা প্রভৃতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

জ্ঞান, সত্য, লাভ ও বিচার এই চারি প্রকার অর্থবাচক "বিদ্" ধাতু করণ ও অধিকরণ কারকে "ঘঙ" প্রত্যয় করিয়া বৈয়াকরণগণ পরবর্ত্তীকালে "বেদ" শব্দ সিদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহারা শ্রবণ অর্থবাচক "শ্রু" ধাতু করণ কারকে "ক্তিন" প্রত্যয় করিয়া "শ্রুতি" শব্দ সিদ্ধ

(১) ইঁহার প্রকৃত নাম বাসুদেব। বল্লাভাচার্য্যের ও মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যদ্বয় অনুভাষ্য নামে প্রসিদ্ধ।

করিয়াছেন। প্রাচীনেরা, বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ এই চতুর্ব্বিধ গ্রন্থকেই "শ্রুতি" নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

ঋক, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদেরই ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ বর্ত্তমান আছে।

আমরা যথাক্রমে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি।

ঋগ্বেদ।

(ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ)

এই বেদের দুইখানি ব্রাহ্মণ প্রসিদ্ধ। একখানির নাম ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও অপরখানির নাম কৌষীতকী ব্রাহ্মণ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অধ্যায় সংখ্যা চল্লিশ এবং এই ৪০ অধ্যায় আট পঞ্চিকায় বিভক্ত। ইহাতে ২৮৫টী কাণ্ড আছে। এই গ্রন্থের অধিকাংশই সোমযজ্ঞ বিবরণে পূর্ণ। শেষ দশাধ্যায়ে, পরবর্ত্তীকালে রচিত বহু পুরাণ গ্রন্থের মূলকাহিনী ও প্রাচীন যুগের বহু ইতিহাস-কথা জানিতে পারা যায়। ইহাতে অজীগর্ত্ত ঋষির পুত্র শুনঃশেফের বিখ্যাত কাহিনী বিবৃত আছে। এই উপাখ্যানাবলম্বনে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বেদবিদেরা বহুল গবেষণা করিয়াছেন। সুবিখ্যাত ডাক্তার মার্টিন হৌগ লিখিয়াছেন, "The story is highly interesting; for it proves beyond doubt the existence of human sacrifices among the ancient Brahmans, and shows they were in a half savage state: for we find here a

Brahman selling his son to a prince to be immolated." Haugs Aitareya Brahmana, Vol. 1 Page 65.

আমাদের বিশ্বাস অশ্বলায়ন ঋষি প্রাগ্বৈদিক যুগের একটী কাহিনী, ঋগ্বেদের মন্ত্রব্যাখ্যা অবসরে এই গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। ম্যাক্সমুলার বলেন, Some of these legends, are much older traditions than the text in which they are embeded. They are of special value in the study of comparative religion and comparative language.

সর্ব্বপ্রথমে এই ব্রাহ্মণ আশ্বলায়ন ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

ঐতরেয় আরণ্যক পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রথম ও পঞ্চম ভাগের সঙ্কলন কর্ত্তার নাম জানা যায় না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ মহীদাস ঐতরেয় দ্বারা সঙ্কলিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বলেন, বিশাল ঋষির বহু পত্নীগণের মধ্যে ইতরা নাম্নী একজন পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে মহীদাসের জন্ম হয়। মহীদাস পিতা কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইয়াও মাতৃ-আশীর্ব্বাদে ও কুলদেবতার প্রসাদে অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়া এই আরণ্যক দর্শন করেন। তিনি মাতৃনামেই ঐতরেয় বলিয়া প্রখ্যাত হন এবং প্রাচীন আশ্বলায়ন ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ তাঁহার নামেই প্রসিদ্ধ হয়। (১)

(১) এই নাম ব্রাহ্মণ গ্রন্থের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩।১৬-১৭) উক্তি আছে যে, মহীদাস ঐতরেয় ১১৬ বৎসর জীবিত ছিলেন।

চতুর্থ ভাগের সঙ্কলয়িতা অশ্বলায়ন, ইনি শৌনকের শিষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। উপরোক্ত দ্বিতীয় আরণ্যকের চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় ঐতরেয় উপনিষদ নামে বিখ্যাত। প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টি বিবরণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবের জন্মকথা এবং তৃতীয় অধ্যায়ে পরব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ অর্থাৎ কৌষীতকী ব্রাহ্মণ ত্রিশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার পূর্ব্ব নাম শাঙ্খ্যায়ন ব্রাহ্মণ। এই গ্রন্থে কৌষীতকিদিগের সিদ্ধান্ত আলোচিত ও গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ভাষ্যকার ইহাকে কৌষীতকি নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা ত্রিশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে নৈমিষারণ্যে সম্পাদিত মহাযজ্ঞের কথা উল্লেখ আছে। পাণিনি ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণ দুইখানিকে যথাক্রমে "চত্বারিংশানি" ও "ত্রৈংশানি ব্রাহ্মণানি" নামে অভিহিত করিয়া গ্রন্থ দুইখানির প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। (১) এই দুইখানি গ্রন্থ রচিত বা সংগৃহীত হইবার পূর্ব্ব হইতেই সংস্কৃত ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হইতেছিল। সায়ণের সময় "পৈঙ্গি" ব্রাহ্মণ ও "মহাকৌষীতকি" ব্রাহ্মণ নামে আর দুইখানি গ্রন্থ প্রচলিত ছিল।

কৌষীতকী আরণ্যকের যে হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা তিন খণ্ডে ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ডে পরিপূর্ণ। তৃতীয় অর্থাৎ শেষ খণ্ড কৌষীতকী উপনিষদ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা বৈদিক

---

(১) পাণিনির "ণিনি" অর্থাৎ "ইন্" প্রত্যয় সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

ভারতের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে পরমাত্মা সম্বন্ধে যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা জগতের কোন জাতির গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় না।

বাস্কল ও মৈত্রায়ণী নামে আর দুইখানি ঋগ্বেদীয় উপনিষদের পরিচয় পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের বাস্কল শাখা বিলুপ্ত হইলেও, এই স্বনাম প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানি তাহার স্মৃতি-রক্ষা করিতেছে।

সায়ণাচার্য্য ও গোবিন্দস্বামী ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্য করিয়াছেন। মাধবপুত্র বিনায়ক কৌষীতকী ব্রাহ্মণের ভাষ্যকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। Dr. Martin Haug, প্রথম ব্রাহ্মণের এবং Prof: Max Muller দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের (আরণ্যক ও উপনিষদসহ) অনুবাদক ও সমালোচক। সায়ণাচার্য্য ঐতরেয় ও কৌষীতকী আরণ্যকের ভাষ্যকার। Dr. Roer প্রথম আরণ্যকের অনুবাদ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য ঐতরেয় ও কৌষীতকী উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন। আনন্দজ্ঞান, আনন্দগিরি, আনন্দতীর্থ, অভিনব নারায়ণ, নারায়ণেন্দ্র সরস্বতী, আচার্য্য নৃসিংহ ও বালকৃষ্ণ দাস, শঙ্করকৃত ভাষ্যের টীকাকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ভারত-শাস্ত্রপিটকের অন্তর্গত প্রথম গ্রন্থপর্য্যায়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

যজুর্ব্বেদ। (কৃষ্ণযজুঃ)

ইহার অপর নাম তৈত্তিরীয় সংহিতা। সংহিতার নামানু-সারেই ইহার ব্রাহ্মণ গ্রন্থের নাম তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ নামে

প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহা আপস্তম্ভ ও আত্রেয় শাখার ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। এই গ্রন্থ তিন ভাগে, বা কাণ্ডে বিভক্ত এবং প্রতি ভাগ কয়েকটী প্রপাঠকে বা অনুবাকে বিভক্ত। সায়ণকৃত ভাষ্যভূমিকায় ইহার "কাঠক" নাম পরিদৃষ্ট হয়। বল্লভী, সনাতনী ও মৈত্রী নামে আর তিন খানি ব্রাহ্মণ প্রচলিত আছে।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের শেষভাগই তৈত্তিরীয় আরণ্যক। ইহা দশ প্রপাঠকে বিভক্ত। তাহার মধ্যে সপ্তম, অষ্টম ও নবম প্রপাঠক তৈত্তিরীয় উপনিষদ নামে প্রসিদ্ধ। সায়ণের মতে দশম প্রপাঠকই যাজ্ঞিকী বা নারায়ণী উপনিষদ। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অপর উপনিষদ কঠোপনিষদ নামে প্রসিদ্ধ। ইহার শ্বেতাশ্বতর ও মৈত্রী নামে আর দুইখানি উপনিষদ আছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে, ওঁ, ভূ, ভূবঃ প্রভৃতি শব্দের অর্থ এবং পরব্রহ্ম ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা আছে। নারায়ণী উপনিষদ, দ্রাবিড়, অন্ধ্র ও কর্ণাট প্রভৃতি দেশে অথর্ব্বোপনিষদ নামে কথিত হইয়া থাকে। কঠোপনিষদে নচিকেতা ও যমের কথোপকথন ব্যপদেশে পরমাত্মা ও জীবাত্মা সম্বন্ধে অতি সারগর্ভ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরে সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত বিষয়ে অনেক কথার আলোচনা দৃষ্ট হয়। মৈত্রী উপনিষদ সম্বন্ধে Macdonald সাহেবের অভিমত এই যে;—

"The doctrine of the Maitra Upanisad is in close connection with the opinions of the

Buddhist, although from its Brahmanical origin it is naturally altogether free from dogmas and mythologies peculiar to Buddhism. At the present time there are Maitra Brahmans living near Bhadgaon, at the foot of the Vindhya with whom other Brahmans do not eat in common, the reason may have been the very early Budhist tendencies of many of them."

সায়ণ ও ভাস্কর মিশ্র তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। Bibliotheca-Indica র অন্তর্গত গ্রন্থ-পর্য্যায়ে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। সায়ণ, ভাস্কর মিশ্র, বরদরাজ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ভাষ্যকার। তৈত্তিরীয় উপনিষদের বহুসংখ্যক ভাষ্য ও বৃত্তি আছে, তন্মধ্যে সায়ণ, শঙ্কর ও আনন্দতীর্থের ভাষ্যই প্রধান। পাণিনিসূত্রে ও বৃহৎদেবতা গ্রন্থে বল্লভী ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতর ও মৈত্রায়ণী উপনিষদের ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য। রঙ্গরামানুজ নৃসিংহাচার্য্য ও বালকৃষ্ণদা শঙ্কর ভাষ্যের টীকাকার বলিয়া প্রসিদ্ধ।

যজুর্ব্বেদ (শুক্ল যজুঃ = বাজসনেয় সংহিতা।)

শুক্ল যজুর্ব্বেদের বিস্তীর্ণ ব্রাহ্মণের নাম শতপথ ব্রাহ্মণ। ইহার অধ্যায় সংখ্যা একশত বলিয়া এই অভিধা হইয়াছে। যাবতীয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মধ্যে শতপথ সমধিক প্রসিদ্ধ ও বৃহত্তম গ্রন্থ।

মাধ্যন্দিন শাখার এই ব্রাহ্মণ, চতুর্দ্দশ কাণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে আলোচিত ব্রাহ্মণ সংখ্যা ৪৩৮।

প্রথম নয় কাণ্ডে সংহিতার আঠার কাণ্ডের যজুঃগুলি উদ্ধৃত এবং সেইগুলি যজ্ঞাদিতে কি নিয়মে ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে যজ্ঞসমূহ, সোমযজ্ঞ, পশুযজ্ঞ ও হবির্যজ্ঞ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। দশম কাণ্ডে অগ্নিরহস্য, একাদশ কাণ্ডে বিবিধ যজ্ঞের উপাখ্যান, দ্বাদশ কাণ্ডে প্রায়শ্চিত্ত, ত্রয়োদশ কাণ্ডে অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, পিতৃমেধ ও সর্ব্বমেধ প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ কাণ্ডের প্রথম তিন অধ্যায় আরণ্যক নামে প্রসিদ্ধ এবং শেষ ছয় অধ্যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদ নামে সুবিখ্যাত।

এই সর্ব্বজন সমাদৃত মহাগ্রন্থে দ্বাদশ সহস্র ঋক্, আট সহস্র যজুঃ এবং চতুর্সহস্র সাম সংগৃহীত হইয়াছে।

কাণ্ব শাখার শতপথ ব্রাহ্মণের কাণ্ড সংখ্যা সতরটী, এবং তাহা ৮৫ অধ্যায়ে ৪৪৬ ব্রাহ্মণে ও ৫৮৬৬ কণ্ডিকায় বিভক্ত।

কাণ্ব শাখার বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বৈদিক সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। ইহাতে গার্গী বাচক্লবী নাম্নী নারী ঋষির সহিত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের শাস্ত্রীয় বিচার, উদ্দালক আরুণি নামক ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহন জৈবলির শিষ্যত্ব গ্রহণ, যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তদীয় বিদুষী পত্নী মৈত্রেয়ীর কথোপকথন প্রভৃতি বিবিধ তত্ত্বকথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

শতপথ ব্রাহ্মণসহ বাজসনেয়সংহিতাকে অপ্রাচীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এবং কোন কোন ভারতীয় বেদবিদেরা বলিয়া থাকেন যে, পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীসূত্রে, যাজ্ঞবল্ক্য, বাজসনেয় বা শতপথ শব্দের উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার সময়ে এই বেদ ও ব্রাহ্মণ বিদ্যমান থাকিলে তিনি সূত্রসমূহের মধ্যে তাহাদের প্রমাণ প্রদর্শন করিতেন।

বিষয়টি অতি গুরুতর, এই জন্য আমরা ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য শুক্ল যজুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তক এবং তিনিই যে শতপথ ব্রাহ্মণের প্রধান রচয়িতা (১) তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। এ অবস্থায় যাজ্ঞবল্ক্যের আবির্ভাব কাল নিরূপিত হইলেই, বেদ ও ব্রাহ্মণের রচনা কাল স্থির হইবে। (২)

যাজ্ঞবল্ক্য।

আচার্য্য শঙ্কর বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদ-ভাষ্যে (১।৪।৩) "যজ্ঞস্য বল্কোবক্তা যজ্ঞবল্কঃ তস্যাপত্য দেবরাতঃ যাজ্ঞবল্ক্য।" এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। পাণিনি অষ্টাধ্যায়ীসূত্রে যজ্ঞবল্ক গর্গাদিভ্যো যঞ (৪।২।১০৪) সূত্র রচনা করিয়া যজ্ঞবল্ক শব্দ সিদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং পাণিনি ও শঙ্করের মতে, যজ্ঞ-

(১) Dr. Caland সমগ্রবেদ ও ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যের রচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(২) "প্রাচীন ভারতের কাল নির্ণয়" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বঙ্কের অপত্য এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য হইয়াছে। উপরোক্ত ভাষ্যানুসারে যজ্ঞবল্ক নাম নহে, উপাধি। সুপ্রাচীন বায়ুপুরাণের এবং প্রাচীন মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে যজ্ঞবল্ক রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ব্রহ্মরাত। ব্রহ্মরাতের পুত্র দেবরাত। (১)

শুক্ল যজুর্ব্বেদ।

পাণিনি বেদ শাস্ত্রকে "দৃষ্ট" (৪।২।৭) ও "প্রোক্ত" (৪।৩।১০১) এই দুই ভাগে বিভাগ করিয়া সূত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ "দৃষ্ট" বলা যাইতে পারে। বেদ বিভাগের পরে, যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল বলিয়া, শুক্ল যজুর্ব্বেদকে "প্রোক্ত" নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

বাজসনেয়।

আচার্য্য মহীধর শুক্ল যজুর্ব্বেদভাষ্য-প্রারম্ভে বাজসনেয় শব্দের অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে এই শব্দ উপাধি (appellative) অর্থে ব্যবহার না করিয়া পিত্র্যনামার্থে (patronymic) ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতান্তর্গত শান্তিপর্ব্বে বাজসনি শব্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

(১) সায়নাবির্ভাবের চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ভট্টকৌশিক ভাস্কর মিশ্রঃ "জ্ঞানযজ্ঞ" এই ছদ্মনামে আপস্তম্ভ সংহিতার একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। তাহাতে তিনি দেবরাতি যাজ্ঞবল্ক্যকে যাস্ক যাজ্ঞবল্ক্য নামে অভিহিত করিয়াছেন। (Burnel's Collection of M. S. S.) বলা বাহুল্য ইনি নিরুক্তকার যাস্ক নহেন।

নামরূপে (epithet) উল্লিখিত হইয়াছে। Bohtlingk ও Roth সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ Petersburg Dictionaryতে এই শব্দ procuring courage or strength, victorious, gaining booty and prize প্রভৃতি বিবিধার্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সমস্ত অর্থাপত্তি আলোচনা করিয়া আমরা মহীধর-ব্যাখ্যাই সুসঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছি এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদ আলোচনা প্রসঙ্গে (১) তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

বিষ্ণুপুরাণে ও (৩৫।২৮) অনুক্রমণী গ্রন্থে উক্তি আছে যে, গ্রহরাজ সূর্য্য "বাজি" অর্থাৎ অশ্বের রূপ ধারণ করিয়া এই বেদ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই জন্য শুক্ল যজুর্ব্বেদিগণ "বাজিন" নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন।

আমরা এইরূপ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক বিষয়ের উপরে আস্থা স্থাপন করিয়া বেদালোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই।

বেদ চতুষ্টয়ের বহুস্থানে এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে "বাজ" শব্দের উল্লেখ আছে। ভাষ্যকারগণ একবাক্যে "বাজ" শব্দে "অন্ন" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। মহীধর এই অর্থ হইতেই অন্নদানই যাঁহার ব্রত, তাঁহার নাম "বাজসনি" এই উক্তি করিয়াছেন।

শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ অধ্যায়ের শেষ ব্রাহ্মণের সমাপ্তি মন্ত্রে (শুক্লানি যজুংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যনাখ্যায়ন্তে) "বাজসনেয়" নাম পাওয়া যায়। আপস্তম্বীয় তৈত্তিরীয়সূত্রে, লাট্যায়নসূত্রে এবং কাত্যায়নের অনুক্রমণীতে "বাজসনেয়ক"

(১) বৈদিক গবেষণা ১২ পৃষ্ঠা।

শব্দের উল্লেখ আছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদের কাতীয় সূত্রে "বাজসনেয়িন" শব্দে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগের পরে আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয় যে, উপরোক্ত সূত্র গ্রন্থের এবং শতপথ ব্রাহ্মণের যে যে অংশে "বাজসনেয়" শব্দ আছে, সেই সেই অংশ পাণিনির পরবর্ত্তী সময়ে রচিত হইয়াছিল।

শতপথ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শত অধ্যায়ে বিভক্ত বলিয়া এই ব্রাহ্মণের নাম শতপথ হইয়াছে। পাণিনির সময়ে ইহার শত অধ্যায় রচিত না হওয়ায় এই গ্রন্থের শতপথ আখ্যা হয় নাই, এই জন্য সূত্রেও শতপথ শব্দ সিদ্ধ হয় নাই। পাণিনির পরবর্ত্তী কাত্যায়ন, স্বীয় বার্ত্তিকে এই ব্রাহ্মণকে ষষ্ঠীপথ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণের প্রথম নয় কাণ্ডে ৬০ অধ্যায় বর্ত্তমান আছে। ইহা হইতে আমরা প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করি যে, কাত্যায়নের সময়ে ইহার প্রথম নয় কাণ্ড ষষ্ঠীপথ ব্রাহ্মণ নামে বিদ্যমান ছিল এবং অবশিষ্ট পাঁচকাণ্ড অর্থাৎ চল্লিশ অধ্যায় পরবর্ত্তীকালে সংযোজিত হইয়া শতপথ অভিধা হইয়াছিল। প্রথম নয় কাণ্ড যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের রচিত এবং আদিতে মূল বেদেরই অন্তর্গত ছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ, তাহাতে মাত্র সংহিতার যজুঃগুলি উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এই বিষয়ে আমরা আরও প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি।

আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ে ব্রাহ্মণের অর্থালোচনা প্রসঙ্গে পাণিনির সুবিখ্যাত সূত্রটী (১) উদ্ধৃত করিয়াছি। সূত্রটী এই ;—

পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণ কল্পেষু। ৪।৩।১০৫

ইহার সংস্কৃত ব্যাখ্যা এইরূপ ;—

তৃতীয়ান্তাৎ প্রোক্তমিত্যেতস্মিন্নর্থে ণিনিঃ স্যাৎ।

অর্থাৎ প্রাচীন ব্রাহ্মণ ও কল্পগ্রন্থের রচয়িতা ঋষিগণের নামের উত্তর ণিনি প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে।

কাত্যায়ন এই সূত্রের বার্ত্তিকে লিখিয়াছেন ;—

পুরাণ প্রোক্তেষু ব্রাহ্মণ কল্পেষু যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ প্রতিষেধস্তুল্যকালত্বাৎ। অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যাদি ব্রাহ্মণের নাম তুল্যকাল বলিয়া প্রতিষিদ্ধ হইবে।

পতঞ্জলি উপরোক্ত সূত্র ও বার্ত্তিকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন ;—পুরাণপ্রোক্তেষ্বিত্যত্র যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। যাজ্ঞবল্ক্যানি ব্রাহ্মণানি। সৌলভানীতি। কিং কারণম্। তুল্যকালত্বাৎ। এতান্যপি তুল্যকালানীতি।

পতঞ্জলি অপর একটী সূত্রের (৪।২।১০৪) ভাষ্যে সত্যায়ণ ও বল্লভী ব্রাহ্মণকেও যাজ্ঞবল্ক্য ও সৌলভা ব্রাহ্মণের ন্যায় নিষিদ্ধ করিয়াছেন। কৈয়ট ভাষ্যপ্রদীপে, পাতঞ্জল মহাভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছেন। কাশিকাবৃত্তির রচয়িতা জয়াদিত্য কাত্যায়নের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণকে "অচিরকাল" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিকীয় ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী বহু বৈয়াকরণ কর্ত্তৃক

(১) বৈদিক গবেষণা ১২০ পৃষ্ঠা।

স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়াছে বলিয়াই ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা যাজ্ঞবল্ক্যসহ শতপথ ব্রাহ্মণকে অপ্রাচীন অভিধা প্রদান করিয়াছেন।

যে যাজ্ঞবল্ক্য মহর্ষি ব্যাসশিষ্য, মাতুল বৈশম্পায়নের নিকট যজুর্ব্বেদ, কোশল নৃপতি হিরণ্যনাভ কৌশল্যার নিকট যোগশাস্ত্র, জ্ঞানবীর অনীশ্বরবাদী কপিলের নিকট দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, যাঁহার আবির্ভাবকাল কুরু-ক্ষেত্র মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্ত্তী, তাঁহাকে কখনই পাণিনির তুল্যকালরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

যে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত হাস্তনাধিপতি পারিক্ষিত জন্মেজয়, বিদেহরাজ ব্রহ্মজ্ঞানী জনক, রাজ পুরোহিত ব্রহ্মিষ্ঠাভিমানী অশ্বল, জরৎকারু বংশসম্ভূত ঋতভাগের পুত্র আর্ত্তভাগ, কৌষী-তকেয় কহোল, বচক্লুতনয়া ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, নারী ঋষি সুলভা মৈত্রেয়ী, অরুণ-তনয় ব্রহ্মবিৎ উদ্দালক, যোগশাস্ত্র রচয়িতা কপ্য পতঞ্জলি, ঋগ্বেদীয় শাখা প্রবর্ত্তক বিদগ্ধ শাকল প্রভৃতি ঐতিহাসিক নরনারীগণের নাম সংযুক্ত থাকার প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাঁহাকে কখনই পাণিনির সমসাময়িক বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না।

আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, শতপথ ব্রাহ্মণ চতুর্দ্দশ কাণ্ডে ও একশত অধ্যায়ে বিভক্ত। শেষ অর্থাৎ চতুর্দ্দশ কাণ্ড নয় অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম তিন অধ্যায় "আরণ্যক" এবং অবশিষ্ট ছয় অধ্যায় "উপনিষদ" নামে সুবিখ্যাত। এই উপনিষদ অর্থাৎ শেষ ছয় অধ্যায় আবার

তিন কাণ্ডে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়-সম্বলিত প্রথম কাণ্ড "মধু কাণ্ড" নামে প্রসিদ্ধ। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়যুক্ত দ্বিতীয় কাণ্ড "যাজ্ঞবল্ক্য কাণ্ড" নামে সুবিখ্যাত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়সহ তৃতীয় কাণ্ড "খিল কাণ্ড" নামে অভিহিত। অধ্যায়গুলি আবার বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণে বিভক্ত হইয়াছে।

আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, বার্ত্তিককার মহাপ্রাজ্ঞ কাত্যায়ন এই যাজ্ঞবল্ক্য কাণ্ডের ব্রাহ্মণগুলিকেই "পুরাণপ্রোক্ত" না বলিয়া "তুল্যকাল" অর্থাৎ পাণিনির সমসাময়িক বলিয়া পাণিনি-সূত্রের বার্ত্তিক রচনা করিয়াছেন। কারণ, এইরূপ প্রমাণ বর্ত্তমান আছে যে, কাত্যায়ন, মাত্র যাজ্ঞবল্ক্য কাণ্ডকেই যাজ্ঞবল্ক্যের রচিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তিনি প্রথম কাণ্ড হইতে ত্রয়োদশ কাণ্ডকে যাজ্ঞবল্ক্য রচিত এবং পুরাণপ্রোক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

পাণিনির সূত্রবিচার সম্পর্কে পণ্ডিতাগ্রগণ্য Goldstucker ও মনীষী Weber এই দুই রথীমধ্যে যে সাহিত্যিক সংগ্রাম হইয়াছিল, এই প্রস্তাবে তাহার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা কোন মতে সম্ভব নহে। এই বিষয়ে বেবার যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের উক্তি সমর্থিত হইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন ;—

According to these expositions, the author of the *Vartikas* must, on the one hand, have considered the *Yajnavalkani Brahmanani* as

originally promulgated (*prokta*) by Yajnavalkya ; but, on the other hand, he must also have looked upon the recension then extant as contemporanecus with Panini.

উপরোক্ত মধু কাণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণ মধু ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ। আচার্য্য সায়ণ মধু ব্রাহ্মণকে সত্যায়ণ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। বৈয়াকরণ পতঞ্জলি ও কৈয়ট সত্যায়ণ ব্রাহ্মণকে "তুল্যকাল" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এইরূপ প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে যে, যাজ্ঞবল্ক্যের প্রথমা পত্নী ব্রহ্মবাদিনী সুলভা মৈত্রেয়ীর নামে একখানি ব্রাহ্মণ গ্রন্থ রচিত হইয়া মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। (১) সুবিখ্যাত বৈয়াকরণগণ তাহাকেই "তুল্যকাল" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমাদের যুক্তিসঙ্গত অনুমান এই যে, নারীনাম্নী সৌলভা (মৈত্রেয়ী) ব্রাহ্মণ গ্রন্থখানি শতপথ ব্রাহ্মণের চতুর্দ্দশ কাণ্ডের অন্তর্ভূত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রায় একবাক্যে বলিয়া থাকেন যে, গৌতমীয় ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন স্বীয় ভাষ্যে ঋক, যজু, সাম ও অথর্ব্ববেদের নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কুত্রাপি যাজ্ঞবল্ক্য, শুক্ল যজুর্ব্বেদ বা বাজসনেয়

---

(১) বৃহদারণ্যকোপনিষদের দ্বিতীয় কাণ্ডে মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে।

সংহিতার নাম প্রকাশ করেন নাই। ইহা হইতে তাঁহারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, ন্যায়ভাষ্য রচনা কালে বাৎস্যায়ন এই বেদের নাম অবগত ছিলেন না।

বার্ত্তিককার কাত্যায়নের সমসাময়িক, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের মন্ত্রী, প্রাচীন ভারতের অদ্বিতীয় রাজনৈতিক, চাণক্যের অপর নাম বাৎস্যায়ন। জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র "অভিধান চিন্তামণি" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে চাণক্যের নাম পর্য্যায়ে;—

বাৎস্যায়নে মল্লনাগঃ কৌটিল্যশ্চণকাত্মজঃ।

দ্রমিলং পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ॥ (মর্ত্ত্যকাণ্ড)

এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। ন্যায়ভাষ্য যে এই চাণক্য-বাৎস্যায়ন প্রণীত তাহা উদ্দ্যোতকর মিশ্র স্বীয় বার্ত্তিকে এবং বাচস্পতি মিশ্র স্বকৃত টীকায় উত্তমরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। বাৎস্যায়ন স্বীয় ভাষ্যে "অস্তের্ভূঃ", "ব্রুবো বচি" প্রভৃতি বহু পাণিনিসূত্র প্রমাণার্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

আমরা যখন সূত্রে ও বার্ত্তিকে যাজ্ঞবল্ক্য ও শুক্ল যজুর্ব্বেদের নাম প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন বাৎস্যায়ন যে এই নামদ্বয় অবগত ছিলেন না, তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।

যাজ্ঞবল্ক্য ও শুক্ল যজুর্ব্বেদ সম্বন্ধে বাৎস্যায়ন নীরব কেন?

ইহার কারণ আমরা অনুমান করিতে পারি।

যজুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তক মহর্ষি বৈশম্পায়ন বিশেষ কারণ বশতঃ শিষ্য-ভাগিনেয় যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি রোষান্বিত হইয়া তাঁহাকে বেদ ত্যাগ করিবার আদেশ প্রদান করেন।

তাহার ফলে মহা প্রতিভাশালী যোগী যাজ্ঞবল্ক্য জাবাল প্রভৃতি পঞ্চদশ জন শিষ্য-সাহায্যে একখানি সম্পূর্ণ নূতন বেদ প্রণয়ন করিয়া তাহাকে শুক্ল যজুর্ব্বেদ নামে আখ্যাত করেন। নূতন বেদ বলিয়া, বিশেষতঃ, বেদ-বিভাগকর্ত্তা ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়নের প্রভাবে এই বেদ বহু দিন ধরিয়া ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশের ঋষি-সমাজে সমাদৃত হয় নাই। মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যাজ্ঞবল্ক্য এই নব বেদ লইয়া বিদেহরাজ ব্রহ্মবিৎ জনকের সমীপস্থ হইয়াছিলেন, এবং এই বেদ ভগবান সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত বলিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে উভয় বেদিগণের মধ্যে যে দারুণ কলহ ও শত্রুতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, বৈদিক সাহিত্যে তাহার প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা ইহাকে ধর্ম্মমত সংক্রান্ত বিরোধ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। এই বিরোধ এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, শুক্ল যজুর্ব্বেদীরা আপনাদিগকে অধ্বর্য্যু নামে আখ্যাত করিয়া কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীদিগকে চরকাধ্বর্য্যু নাম দিয়া অবজ্ঞাত করিতে আরম্ভ করেন, এমন কি চরকাচার্য্যকে হত্যা করিতে নির্দ্দেশ করেন। বাজসনেয় সংহিতা (৩০।১৮) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (৪।১।২।১৯) এরূপ বিদ্বেষমূলক মন্ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ঋগ্বেদের "সপ্তসিন্ধু" প্রদেশে এবং ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশে যে তৈত্তিরীয় সংহিতার (কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ) সমধিক প্রভাব বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। তথাকার ব্রাহ্মণ

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ (১) আপনাদিগকে "তৈত্তিরীয়ক" বলিয়া আখ্যাত করিতেন। প্রাচীন গান্ধার প্রদেশের অন্তর্গত শলাতুর গ্রামবাসী পাণিনি (২) এবং তক্ষশিলাবাসী চাণক্য (৩) "তৈত্তিরীয়ক" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। আমাদের যুক্তি-সঙ্গত অনুমান এই যে, যাজ্ঞবল্ক্য ও বাজসনেয় সংহিতার আবির্ভাবের বহু বর্ষ পরে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই বৈরতা ও বিদ্বেষ নিবন্ধন পাণিনি স্বীয় সূত্রে স্পষ্টরূপে এবং বাৎস্যায়ন স্বীয় ভাষ্যে ইঙ্গিতেও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের ও সুপ্রসিদ্ধ শুক্ল যজুর্ব্বেদের নামোল্লেখ করেন নাই।

---

(১) প্রাচীন ভারতে জাতিভেদ লইয়া পণ্ডিতেরা প্রচুর গবেষণা করিতেছেন। Muir, H. Zimber, Max Muller, Weber প্রভৃতি পণ্ডিতেরা জাতিভেদ অস্বীকার, এবং Karl Geldner ও Oldenberg প্রমুখ বৈদিকেরা জাতিভেদ স্বীকার করিয়াছেন।

(২) Cunningham যে তাঁহার Ancient Geography of India গ্রন্থের ৫৭-৫৮ পত্রাঙ্কে লাহোর নগরীকে শলাতুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরে কান্দাহার প্রদেশের অন্তর্গত শলাতুর এখনও বর্ত্তমান আছে। হিউয়েন সাং ইহাকে শলাতুল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩) Max Muller তাঁহার A. H. S. L. গ্রন্থের ২৮৬ পৃষ্ঠায় চাণক্যকে তক্ষশিলা বাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি চণকের পুত্র বলিয়া চাণক্য নামে প্রসিদ্ধ হন।

পাণিনি ও চাণক্য উভয়েই তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। পাণিনি ব্যাকরণে এবং চাণক্য অর্থশাস্ত্র ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। প্রাচীন ভারতের গৌরব "অর্থশাস্ত্র" কৌটিল্য চাণক্যেরই রচিত।

বেদ, ব্রাহ্মণ ও সূত্র সাহিত্যে উল্লিখিত বৃক্ষ, দ্রুম, বনস্পতি, বীরুধ, ওষধি, ব্রততি প্রভৃতি উদ্ভিদ-জ্ঞাপক শব্দের অর্থ নির্ণয় ব্যপদেশে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বৈদিক সাহিত্যের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করিয়াছেন। সুপণ্ডিত H. Zimmer তাঁহার Altindisches Leben নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঋগ্বেদের কুত্রাপি ব্রীহি অর্থাৎ ধান্যের উল্লেখ নাই। ইহা হইতে ভারতীয় ও অভারতীয় যাবতীয় বেদবিদেরা একবাক্যে বলিয়া আসিতেছেন যে; ব্রীহি অর্থাৎ ধান্যের নাম ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী অথর্ব্ববেদ (৬।১৪০।২ ; ৮।২।২০ ; ৮।৭।১৮ ; ৯।১।২২ ; ৯।৬।১৪ ; ১১।৬।১৩ ; ১২।১।৪২) কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ (১।৮।১০।১ ; ৭।২।১০।৩) শুক্লযজুর্ব্বেদ (১৮।১২) শতপথ ব্রাহ্মণ (৫।৫।৫।৯) বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৬।৩।২২) প্রভৃতি অপ্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ উক্তি বিচারসহ নহে। কারণ, স্তুতি প্রধান ঋগ্বেদে ও গীতি প্রধান সামবেদে বহু উদ্ভিদের পরিচয় থাকা একান্তই অনাবশ্যক। যজ্ঞ প্রধান যজুর্ব্বেদদ্বয়ে যজ্ঞোপযোগী উদ্ভিদাদির কথাই ব্যাপকভাবে বর্ণিত হওয়া সুসঙ্গত। মন্ত্র প্রধান অথর্ব্ববেদে রোগ নিবারক ও খাদ্য বিষয়ক বহু উদ্ভিদের পরিচয় থাকাই শোভনীয়। পক্ষান্তরে, ঋগ্বেদের ১।১৬।১ ; ৩।৩৫।৩ ; ৩।৪৩।৪ ; ৩।৫২।১-৫ ; ৬।২৯।৪ মন্ত্রে "ধানা" শব্দ উল্লিখিত আছে। বহুস্থলে "অক্ষিধানা" শব্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মহাপ্রাজ্ঞ সায়ণ "ভৃষ্ট যব" বলিয়া অক্ষিধানার সঙ্গত অর্থ করিয়াছেন কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে। ঋগ্বেদের ৬।১৩।৪ মন্ত্রে

স্পষ্টরূপে "ধান্য" শব্দ উল্লিখিত আছে। ৫।৫৩।১৩ মন্ত্রে ধান্যবীজ (১) অর্থাৎ তণ্ডুলের কথা লিখিত আছে।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় অর্থাৎ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে (১।৮।১০।১) কৃষ্ণ ও শ্বেত ব্রীহির উল্লেখ আছে।

এ অবস্থায় ব্রীহির উল্লেখ আছে বলিয়া বাজসনেয় সংহিতা ও শতপথ ব্রাহ্মণকে অপ্রাচীন বলিয়া অভিহিত করা যুক্তি ও বিচার সঙ্গত নহে।

শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪।৫।৪।১০) সূত্র শাস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহার রচনা কাল সূত্র যুগের পরবর্ত্তী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই উক্তি বিচারগ্রাহ্য নহে। ইহার দ্বারা কোন কোন সূত্র গ্রন্থকে, ব্রাহ্মণের চতুর্দ্দশ অর্থাৎ শেষ কাণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে আমরা আরণ্যক ও উপনিষদ সম্বলিত সমগ্র চতুর্দ্দশ কাণ্ডকে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বলিয়া প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছি।

শত অধ্যায় সংযুক্ত সমগ্র ব্রাহ্মণ গ্রন্থখানি সুপ্রাচীন না হইলেও এই ব্রাহ্মণে যে প্রাগ্বৈদিক যুগের বহু উপাখ্যান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। উদা-

---

(১) বৈদিক শব্দার্থ নির্ণয়ে Macdonell এবং Keith কৃত Vedic Index একখানি শ্রেষ্ঠ ও প্রামাণিক গ্রন্থমধ্যে গণিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঋগ্বেদে ধান্যের (Oryza sativa Linn) নাম নাই, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হইয়া যুগল গ্রন্থকার ধান্যবীজ অর্থে ওষধিগণের ফল (Caryopsis) এই সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

হরণ স্বরূপ আমরা মহাপ্লাবন, মৎস্যরূপী ভগবান কর্ত্তৃক মনুর উদ্ধার, অশ্বিদ্বয় হইতে মহর্ষি চ্যবনের যৌবন প্রাপ্তি, পুরুরবা ও উর্ব্বশীর প্রেম কাহিনীর উল্লেখ করিতে পারি। এই সমস্ত সুপ্রাচীন কাহিনী যে বহু পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত ছিল, তাহা অপ্রাচীনবাদী Weber মহোদয়ও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ;—

The legends interspersed in such numbers throughout the Satapatha Brahmana have a special significance. In some of them, the language is extremely antiquated, and it is probable therefore that before their incorporation into it, they possessed an independent form.

বলা বাহুল্য এই মহাগ্রন্থে যে বহুল পরবর্ত্তী রচনা যোজিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সমগ্র গ্রন্থখানিকে অপ্রাচীন নামে অভিহিত করা, কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না।

বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সূত্র পর্য্যন্ত যাবতীয় বৈদিক সাহিত্যে এবং সমগ্র পুরাণ ও সংহিতা শাস্ত্রে পরবর্ত্তী সংযোজনের প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে, মাত্র এই হেতুবাদে সমগ্র গ্রন্থখানিকে পরবর্ত্তী সংযোজনার পরবর্ত্তী কালে রচিত বলিয়া মত প্রকাশ করা কিছুতেই বিচার সঙ্গত নহে। এই অন্যায় ও যুক্তি বিরুদ্ধ মতের অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়াই

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা প্রাচীন ভারতের কাল নির্ণয়ে যথোচিত বিচার বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

মাধ্যন্দিন শাখার শতপথ ব্রাহ্মণের তিনখানি ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। একখানি সায়ণ, অন্যখানি কবীন্দ্র ও অপরখানি হরিস্বামীভাষ্য নামে সুপ্রসিদ্ধ। গুজরাট নিবাসী দ্বিবেদগঙ্গ উপনিষদের ভাষ্যকার। শঙ্করাচার্য্য কাণ্ব শাখার অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদের বিস্তৃত ভাষ্য করিয়াছেন। আনন্দতীর্থ, রঘুত্তম ও ব্যাসতীর্থ, শঙ্করভাষ্যের টীকা করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকের সায়ণভাষ্যও দেখিতে পাওয়া যায়।

Prof. Eggeling ও Weber (Indische Studien) শতপথ ব্রাহ্মণের ভাষান্তর করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ বৈদিক সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। Dr. Roar এই গ্রন্থের যে গবেষণামূলক অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। মহীসুর নিবাসী Professor Hiriyanna কিয়দংশের অনুবাদ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মায়াবতীর (আলমোড়া) অদ্বৈত আশ্রম হইতে স্বামী মাধবানন্দ ইহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইংরেজী অনুবাদ বাহির করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। M. M. Prof. S. Kuppuswami Shastri M. A. এই গ্রন্থের অষ্টাদশ পৃষ্টাব্যাপী পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থ-গৌরব বিশেষরূপে বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে এই বিখ্যাত ব্রাহ্মণের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে।

আমেরিকার Fellowship of Faith নামক সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়সঙ্ঘের সদস্যগণ পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে এক একটী মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া প্রারম্ভিক উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্ববেদগৃহীত সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রীমন্ত্র (১) এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণোক্ত অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। (২) ইতি মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের ও সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। (৩)

সামবেদ।

বেদ চতুষ্টয়ের মধ্যে সামবেদীয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমরা যথাক্রমে তাহাদের পরিচয় প্রদান করিতেছি।

প্রথম, তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ। ইহার অন্য নাম মহা ব্রাহ্মণ। এই গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে বিভক্ত বলিয়া নিরুক্তকার

---

(১) বৈদিক গবেষণা ১০ পৃষ্ঠা।

(২) আমার কনিষ্ঠা কন্যা "দক্ষিণ পশ্চিম ভারত ভ্রমণ" রচয়িত্রী কল্যাণী কাত্যায়নী মন্ত্রটীর এইরূপ অনুবাদ করিয়াছে ;—

অসৎ হইতে মোরে সতে লহ নাথ,
অন্ধকার হ'তে লহ জ্যোতির সাক্ষাৎ।
মৃত্যু হ'তে লহ মোরে অমৃতের ধাম,
(এই মন্ত্র যেন আমি জপি অবিরাম।)

(৩) আমি শতাধিক বিভিন্ন ভাষা হইতে ঈশ্বরের নামবাচক শব্দ ও উপাসনা মন্ত্র সংগ্রহ করিয়াছি, সেইগুলি, "ভাষা, ব্যাকরণ ও লিখন প্রণালী" শীর্ষক অধ্যায়ে প্রদান করিব।

যাস্ক ইঁহাকে পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। সায়ণ সামবিধান ব্রাহ্মণ ভাষ্যের ভূমিকায় এই গ্রন্থকে প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ নামে আখ্যাত করিয়াছেন। সায়ণ এই ব্রাহ্মণের ভাষ্য এবং হরিস্বামী বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ৩,৫০০ শ্লোকে সায়ণভাষ্যসহ ইহা মুদ্রিত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাঁহাদের বৈদিক গবেষণায় এই গ্রন্থের বহু অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে সুপ্রাচীন ব্রাত্যস্তোম নামক মহাযজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা প্রাচীন আর্য্যাবাস হইতে প্রথমাগত আর্য্যগণের সহিত পরবর্ত্তীকালে আগত, অথর্ববেদ প্রশংসিত (১) ব্রাত্যগণের মিলিত হইবার ইতিহাস প্রাপ্ত হইতে পারি। বেবার মহোদয় কয়েকটী শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। যথা—

"They drive in open chariots of war, carry bows and lances, wear turbans, robes bordered with red and having fluttering ends, shoes, and sheep-skins folded double ; their leaders distinguished by brown robes and silver neck-ornaments ;

(১) অথর্ব্ব বেদের পঞ্চদশ কাণ্ড ব্রাত্যগণের প্রশংসায় পরিপূর্ণ। বেবার মহোদয় ব্রাত্য অর্থে কখনও The Indian living outside of the pale of Brahmanism (The H. of I. L. page 112) কখনও Anti-Brahmanical Buddihist teachers (The H. of I. L. page 144) এইরূপ বিপরীত বিচার করিয়া অথর্ব্ব সংহিতাকে অপ্রাচীন করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছেন।

they pursue neither agriculture nor commerce; their laws are in a constant state of confusion; they speak the same language as those who have received Brahmanical consecration, but nevertheless call what is easily spoken hard to pronounce."

এই গ্রন্থে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী তীরে বিবিধ যজ্ঞের, নৈমিষারণ্যে ঋষি সভা, ঋগ্বেদ প্রসিদ্ধ ত্রসদস্যু পুরুকুৎসের বীরত্ব কাহিনী, বিদেহরাজ নমিসাপ্যের (পৌরাণিক নিমি) কথা প্রভৃতি ঐতিহাসিক বিষয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই ব্রাহ্মণে একদিন স্থায়ী, শতদিন স্থায়ী, সংবৎসরব্যাপী এবং শত ও সহস্র বৎসরব্যাপী বিবিধ যজ্ঞের প্রণালী ও ব্যবস্থার কথা উল্লিখিত আছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ রচয়িতা মহর্ষি তণ্ডির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দ্বিতীয়, ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ। ইহা ষড়বিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং শ্লোক সংখ্যা ৫০০। সায়ণ এই ব্রাহ্মণের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। Dr. A. C. Burnell, Ph, D., সায়ণ-ভাষ্যসহ ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মূল ও সায়ণভাষ্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায় অদ্ভুত ব্রাহ্মণ (১) নামে প্রসিদ্ধ। Dr. Weber

---

(১) এই ব্রাহ্মণ হইতে আমরা "তেহগ্নি" ইতি মন্ত্র ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। বৈদিক গবেষণা ৭৪ পৃষ্ঠা।

তাঁহার Zwei Vedishche Texts নামক গ্রন্থে ইহার জারমান অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন।

সায়ণ ষড়বিংশ ব্রাহ্মণের ভাষ্যপ্রারম্ভে লিখিয়াছেন যে, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে যে সমস্ত যজ্ঞাদির উল্লেখ নাই, ইহাতে সে সকলের উল্লেখ আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই ব্রাহ্মণকে প্রথম ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

তৃতীয়, সামবিধান ব্রাহ্মণ। বেবার মহোদয় ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণকে তৃতীয় পর্য্যায়ভুক্ত না করিলেও আমরা সায়ণভাষ্যানুসারে ইহাকে তৃতীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিতেছি। Dr. Burnell সায়ণভাষ্যসহ ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া মাতৃভাষার অঙ্গপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। Dr. Burnell গ্রন্থখানিকে অপ্রাচীন ও হীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য লিখিয়াছেন ;—

Of worship and sacrifice, as Europeans and Semitic races understand the words, there is absolutely, nothing. These so-called sacrifices are also complicated with much recital of verses and subsidiary rites to secure to the performer abundance of wealth, food, cattle, good luck, &c., and are therefore of precisely the same character as the magical ceremonies described in the Samavidhana Brahmana. But apart from

this and the Chapters of the Shadvinsha Brahman and the Kausika Sutra, which treat of omens and portents, there are innumerable instance of similar ceremonies. The Atharva Veda is full of magical verses, some to remove disease, cause hair to grow on bald heads, and to abate the nuisance caused by vermin......The incredible filthiness of some of these symbolical and magical rites is almost beyond belief, and the first part of the Aitareya-Aranyaka rivals the most obscene Tantras of the worshippers of Shakti.

আমরা সামবেদ ও অথর্ব্ববেদের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন প্রসঙ্গে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। আমরা প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি যে, সভ্যতার আদি যুগেই মানব-চিত্ত নানাবিধ কুসংস্কার দ্বারা অধিকৃত হইয়া থাকে। এই সত্য পৃথিবীর যাবতীয় সুসভ্য জাতির প্রাচীন ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা হিন্দু, পারসিক, মৈশরিক, গ্রীক, রোমান প্রভৃতি জাতির নামোল্লেখ করিতে পারি। (১)

---

(১) এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইবার জন্য Charles Seignobos প্রণীত History of Ancient Civilization গ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যক।

চতুর্থ, আর্ষেয় ব্রাহ্মণ। সায়ণ ইহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। Dr. Burnell সায়ণভাষ্যসহ ইংরেজী অনুবাদ এবং পণ্ডিত সামশ্রমী সায়ণভাষ্য মুদ্রিত করিয়াছেন।

গোত্র, ছন্দঃ ও দেবতাদিবাচক শব্দ দ্বারা সাম সমূহের বাচ্যত্ব জ্ঞান নির্ণয় করাই এই গ্রন্থের আলোচিত বিষয়।

পঞ্চম, দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ। Dr. Burnell সায়ণভাষ্যসহ মাদ্রাজের অন্তর্গত মাঙ্গালোর নগরীতে ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। সামশ্রমী মহাশয় সায়ণভাষ্যসহ এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে দেবতা বিষয়ক অধ্যয়নাদি আছে বলিয়া ইহার নাম দেবতাধ্যায় হইয়াছে।

ষষ্ঠ, মন্ত্র ব্রাহ্মণ। ইহা উপনিষদ ব্রাহ্মণ, সংহিতোপনিষদ ব্রাহ্মণ ও ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ নামেও পরিচিত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থ দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম দুই অধ্যায় ব্রাহ্মণ এবং অবশিষ্ট আট অধ্যায় ছান্দোগ্য উপনিষদ নামে প্রসিদ্ধ। ইহার ব্রাহ্মণাংশে ৩০০ শ্লোক ও উপনিষদাংশে ১২০০ শ্লোক বিদ্যমান আছে।

প্রথম যুগের পাশ্চাত্য গবেষকগণ অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই ব্রাহ্মণের প্রথম দুই অধ্যায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সায়ণপ্রতিম পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী বহু অনুসন্ধানে ব্রাহ্মণ ভাগ আবিষ্কার করিয়া বঙ্গভাষায় মূল ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। Dr. Roer এবং Dr. Mitra শাঙ্করভাষ্যসহ উপনিষদাংশ ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায়

ইহার বহু ভাষ্য ও টীকা রচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, শঙ্করকৃত ভাষ্যই বিশেষ প্রসিদ্ধ। শঙ্করশিষ্য আনন্দতীর্থের ভাষ্যের উপর বেদেশ ভিক্ষু ও ব্যাসতীর্থ বিস্তৃত টীকা রচনা করিয়াছেন। বৈদিক ভারতের প্রথম গৌরব ছান্দোগ্য উপনিষদ বাংলা, পার্শী, ফরাসী, ইংরেজী, জারমান প্রভৃতি বহু ভাষায় অনুদিত হইয়াছে।

আমরা সামবেদ আলোচনা কালে উল্লেখ করিয়াছি যে, "সামবেদীয় ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ "ছান্দোগ্য" নামে আখ্যাত এবং সামবেদিগণ "ছান্দোগ" নামে অভিহিত।"(১) আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "শারীরক ভাষ্যে" এই ব্রাহ্মণকে "তণ্ডিনাম শ্রুতি" নামে অভিহিত করিয়া মহর্ষি তণ্ডিকে ইহার রচয়িতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হয় নাই। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, সামবেদীয় "ছন্দঃ" হইতেই এই ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের নামকরণ হইয়াছিল।

ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদ সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণিত হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ছান্দোগ্য উপনিষদের রচনা কাল বৃহদারণ্যক উপনিষদের সমসাময়িক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই উক্তি বিচারসহ নহে। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, উভয় গ্রন্থে যখন প্রবাহন জৈবলি, সাণ্ডিল্য চক্রায়ন, সত্যকাম জাবাল, ঔদ্দালক আরুণি, শ্বেতকেতু, অশ্বপতি কৈকেয় প্রভৃতির

---

(১) বৈদিক গবেষণা ১৭ পৃষ্ঠা।

নামোল্লেখ রহিয়াছে, তখন উভয় গ্রন্থই যে সমসাময়িক তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই। এইরূপ সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্তেরই অন্তর্ভূক্ত। এই শিথিলমূলযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, ঋগ্বেদে ও বিষ্ণুপুরাণে যখন ইন্দ্র, অগ্নি, যম, ভৃগু, অঙ্গিরা, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির নামোল্লেখ রহিয়াছে, তখন উভয় গ্রন্থই সমসাময়িক।

ছান্দোগ্য উপনিষদে সুপ্রাচীন অঙ্গিরা-বংশীয় ঘোর ঋষির শিষ্য দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। (১) ঋগ্বেদীয় শাখ্যায়ন অর্থাৎ কৌষিতকী ব্রাহ্মণে আঙ্গিরস কৃষ্ণের নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা হইতে পাশ্চাত্য বৈদিকেরা বিপুল গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহারা পাণিনি সূত্র (৪।১।১৫৯) ও সাম সূত্রের শম্ভূপুত্র ও রানায়নীপুত্র এবং বৌদ্ধযুগের কাত্যায়নীপুত্র মৈত্রায়নীপুত্র প্রভৃতি নাম অবলম্বনে প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করেন যে, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ বুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিমত এই যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে মহাভারতে ও হরিবংশে যে সমস্ত বিবরণ লিখিত আছে, তাহার সমস্তই মিথ্যা ও কল্পনা-প্রসূত। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রায় একবাক্যেই রামায়ণ ও মহাভারতের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করিয়া থাকেন। বহুকাল ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়াও সুপ্রসিদ্ধ Vincent A. Smith রাম, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন প্রভৃতি সুবিখ্যাত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—

---

(১) মহর্ষি ঘোর শ্রীকৃষ্ণকে প্রাচীন বিধিযজ্ঞের পরিবর্ত্তে পুরুষযজ্ঞবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন এইরূপ শ্রুতি আছে।

"They are, I think, the creatures of imagination, guided more or less by dim traditions of half forgotten stirring events which happened 'once upon a time,' but cannot be treated as ascertained facts which came into existence at any particular period."

তিনি অন্যত্র উক্তি করিয়াছেন ;—

"I confess my inability to extract anything deserving the name of political history from the epic tales of either the Ramayana or the Mahabharata."

এই প্রসঙ্গে সুবিজ্ঞ Albrecht Weber একেবারে চরম পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কারণ, তিনি নিঃসন্দেহ যে, খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাব হইতেই কৃষ্ণ ভারতবর্ষে দেবতারূপে পূজিত হইয়াছিলেন। তিনি Krishna's Geburtsfest নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছেন ;—"The whole question, however, is altogether vague. Krishnaworship proper, i. e. the sectarian worship of Krishna as the one God, probably attained its perfection through the influence of Christianity."

আমরা উপরোক্ত অশ্রদ্ধেয়, অবিশ্বাস্য ও অনুমানমূলক

মতবাদের সম্মুখীন হইতে অভিলাষ করি। এইজন্য যথাসম্ভব সংক্ষেপে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণে দেবতাবাদ।

ইতিপূর্ব্বে আমরা মানব জাতির সর্ব্ব প্রথম পূজাকে পিতৃ-পূজা (Ancestor Worship) নামে অভিহিত করিয়াছি।

ঋগ্বেদে (১০।১৬।১০) মাত্র একবার পিতৃপূজার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। পিতৃগণ দেবতাদিগের সহিত একত্রে বাস করিয়া থাকেন, ঋগ্বেদে (১০।১৫।১) ও অথর্ব্ববেদে (১৮।২।৪৯) তাহার শ্রুতি আছে। পিতৃগণ ত্রি-স্বর্গের সর্ব্বোচ্চ স্থানে বর্ত্তমান আছেন, অথর্ব্ববেদে (১৮।২।৪৮) এইরূপ উক্তি আছে। পারসিক, গ্রীক ও রোমানগণের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে পিতৃপূজার উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মনস্বী Barth তাঁহার Relegions of India গ্রন্থের ১৫ পত্রাঙ্কে লিখিয়াছেন ;—

This worship of ancestors or spirits of the dead, was from an extremely remote antiquity, one of the principal sources of public and private right, one of the bases of the family and the civic community.

ঋষি কনফিউসিয়াস্ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীন দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি Shu ও Shi-Kings নামে যে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ৭৭৬ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে যে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল,

তাহারও সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশে পিতৃপূজা প্রচলিত ছিল। চীন ও জাপানের Shin-To ধর্ম্ম (১) পিতৃপূজারই নামান্তর।

কনফিউসিয়াস্ যে সমগ্র চীন সাম্রাজ্যে দেবতা বলিয়া পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত Rosetta শিখালেখ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সম্রাট পঞ্চম টলেমী (২০৫ খৃঃ পূঃ) জিউস্ (২) নামে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক Mommsen, এসিয়া মাইনরে যে শিলালিপি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে সম্রাট অগষ্টাসের (১১ খৃঃ পূঃ) দেবত্ব প্রাপ্তির কথা উল্লিখিত আছে।

এই পিতৃপূজা আদিম মনুষ্যজাতির মধ্যে কি কারণে সর্ব্ব প্রথমে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রচুর গবেষণা করিয়াছেন। আমরা স্থানাভাব বশতঃ তাহার আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

মহাজ্ঞানী যাস্ক নিরুক্তের দেবতাকাণ্ডে দেব ও দেবতা শব্দের যে নিরুক্তি করিয়াছেন, সুপণ্ডিত দেবরাজ যজ্বা নিঘণ্টুর ভাষ্যে দেবতার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা তেজোগুণসম্পন্ন

---

(১) চীনভাষায় সিন্তো শব্দের অর্থ পিতৃপূজা। জাপানী ভাষায় ইহাকে কামি-নো-নিচি কহে।

(২) ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা "দিব্" ধাতু হইতে বৈদিক দ্যৌস্, গ্রীক জিউস্ লাটিন জোবিস্ এবং জারমান টুইস্ শব্দের উৎপত্তি অনুমান করিয়া থাকেন। আমরা বৈদিক গবেষণার দ্বিতীয় খণ্ডে "ভাষা, ব্যাকরণ ও লিখন প্রণালী" প্রস্তাবে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব।

শক্তি বিশেষের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রায় একবাক্যে দেব ও দেবতার্থে যাস্কীয় নিরুক্তি গ্রহণ করিয়াছেন।

যাস্ক, "যো দেবঃ সা দেবতা" ইতি নিরুক্তি দ্বারা দেব ও দেবতা একার্থক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি দিব্ ধাতু উদ্ভূত দেব শব্দের চারি প্রকার অর্থ করিয়াছেন। যথা;—

দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানে ভবতি বা অর্থাৎ যিনি ফলদানে সমর্থ, তিনি দেবতা, যিনি দীপন করেন, তিনি দেবতা, যিনি প্রকাশে সমর্থ তিনি দেবতা এবং যিনি দ্যুস্থানে বাস করেন, তিনি দেবতা।

যাস্কীয় নিরুক্তি হইতে কোন প্রকার ফলদানে সমর্থ মনুষ্যকেও দেবতা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

যাস্ক, "ত্রিস্রো দেবতা" ইতি বাক্যে তিনটী মুখ্য দেবতার উল্লেখ করিয়াও স্বর্গীয়, অন্তরীক্ষ ও মর্ত্ত্য এই তিন শ্রেণী বিভাগ করিয়া বহু দেব ও দেবীর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যাস্কীয় বিবৃতি হইতে আমরা বিবস্বৎ, মনু, ত্বষ্টা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, অদিতি, সরস্বতী, ইলা প্রভৃতি দেবমানব ও মানবীগণের নাম প্রাপ্ত হইতে পারি।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের "দেবা মনুষ্যা পিতরস্তে অন্যত আসন্" (দেবতা, মনুষ্য ও পিতৃগণ অভিন্ন) ইতি মন্ত্রে, ঋগ্বেদের যো দেবো বরুণো যশ্চ মানুষঃ (বরুণ দেবতা ও মনুষ্য) মন্ত্রে নরের দেবত্ব সংজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পারে। আলোচ্য ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত "পিতৃ দেবোভব" ইতি শ্রুতি,

আপস্তম্ভ সূত্রের "পিতরো দেবতা" ইতি মন্ত্র প্রমাণরূপে উল্লিখিত হইতে পারে।

আচার্য্য সায়ণ ঋগ্বেদানুক্রমণীতে দেবনার্থ (ক্রীড়ার্থ) দিব্ ধাতু হইতে দেব শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের শাঙ্করভাষ্যের টীকাকার আচার্য্য আনন্দগিরি "দেবাসুরা" ইতি মন্ত্রের (১।২।৯) টীকায় পাণিনির ধাতুপাঠ হইতে দিব্ ধাতুর দশটী অর্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা :—

ক্রীড়া, বিজিগীষা, ব্যবহার, দ্যুতি, স্তুতি, মোদ, মদ, স্বপ্ন, কান্তি ও গতি।

এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা বলিতে ইচ্ছা করি যে, মহামানব বাসুদেব-কৃষ্ণ দেবতা অর্থবাচক গুণ-নিচয়ের পূর্ণাধিকারী ছিলেন, এবং তিনি জীবিতকালে সমসাময়িকগণের নিকটে নরদেব বলিয়া সম্মানিত এবং তিরোহিত হইলে সমগ্র ভারতবাসী কর্ত্তৃক দেবতা বলিয়া পূজার্হ হইয়াছিলেন। আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, যিশুখ্রীষ্টের জন্মের বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে কৃষ্ণ-পূজা ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণের অবতার (দেবত্ববাদ) সম্বন্ধে জনৈক সুপ্রসিদ্ধ লেখক এইরূপ উক্তি করিয়াছেন ;—

"Who, except an incarnation of the Divinity, could prove so eminently successful in the various capacities in which Krisna worked?

He was; *par excellence,* Yogin., scholar, teacher, politician, warrior, friend, lover, son, companion. counseller, servant, chorioteer, and what not."

সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের পরম করুণায় মানবজাতির মধ্যে কোন লোকোত্তর মহাপুরুষের আবির্ভাব হইলে, তিনি যে জীবিতকালে বহুসংখ্যক ব্যক্তি-দ্বারা মহামানবরূপে সম্মানিত ও পরবর্ত্তীকালে দেবতা-জ্ঞানে পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ আমরা দাশরথি রামচন্দ্র, বাসুদেব কৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ, ত্রাণকারী যিশু, শ্রীশ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহামানবগণের নামোল্লেখ করিতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণ যে বাল্য ও কৈশোর জীবনে তাঁহার জন্মভূমি মথুরা ও বৃন্দাবনবাসী নরনারীগণের নিকট দেবতারূপে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার বহু প্রমাণ হরিবংশ, বিষ্ণু ও ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ গ্রন্থে বিদ্যমান আছে। বলা বাহুল্য, যে সমগ্র ইউরোপীয় ও তাঁহাদের মতানুসারী ভারতীয় পণ্ডিতেরা কাল নির্ণয় অস্ত্র সাহায্যে এই শ্রেণীর প্রমাণগুলিকে খণ্ডন করিয়া আসিতেছেন।

মহাভারত-প্রসিদ্ধ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে আমরা সর্ব্বপ্রথমে সমগ্র ভারতের নরেন্দ্রমণ্ডলীর মধ্যে মহামানবরূপে শ্রীকৃষ্ণের পূজা প্রাপ্তির ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। (১)

---

(১) এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইবার জন্ত মহাভারতান্তর্গত সভা-পর্ব্বের ৩৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা রাজসূয় যজ্ঞের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক T. Wheeler তাঁহার History of India গ্রন্থে ইহাকে "evidiently a myth of the Brahmanical compilers who sought to promulgate the worship of Krishna" (1) বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই অনুমানমূলক উক্তি প্রক্ষিপ্তবাদেরই নামান্তর।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বহু পূর্ব্বে যে সমস্ত নরপতি রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুরোহিতসহ তাঁহাদের নাম বিবৃত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা রাজচক্রবর্ত্তী ভরত, পুরোহিত দীর্ঘতমা; মহারাজ সুদাস, পুরোহিত বশিষ্ঠ প্রভৃতি বেদ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের নামোল্লেখ করিতে পারি। যুধিষ্ঠিরের পরবর্ত্তীকালে মহারাজ জন্মেজয় কর্ত্তৃক রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রমাণ মহাভারতে বিদ্যমান আছে। মহারাজ পুষ্যমিত্র অশ্বমেদ সহ যে রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি উপস্থিত ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। এই অবস্থায় আমরা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ কৃষ্ণোপাসক ব্রাহ্মণগণের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান সম্বন্ধে Wheeler মহোদয় লিখিয়াছেন "The custom of offering the *arghya* as a token of respect or act of wor-

(1) History of India, 1., page 167.

ship to the Buddhist period, and was essentially a from of worship antagonistic to that of sacrifice.

অর্ঘ্য প্রদান বৈদিক ভারতে প্রচলিত ছিল না, উহা বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক পরবর্ত্তীকালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এইরূপ কল্পনা একান্তই অসার। কোন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান নাই। পক্ষান্তরে, সূত্র গ্রন্থগুলিতে অর্ঘ্য নিবেদন যেরূপ ব্যাপক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে বৈদিক যুগে যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই।

রাজসূয় যজ্ঞ যে কোন বেদ মূলে বা কোন ব্রাহ্মণের বিধি অনুসারে সম্পাদিত হইয়াছিল, মহাভারতে তাহার প্রসঙ্গ বিদ্যমান নাই। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে মাত্র উক্ত মহাযজ্ঞের সর্ব্বশেষ পদ্ধতি, অভিষেক, পূর্ণাভিষেক ও মহাভিষেক নাম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। Dr. Martin Haug তাঁহার অনুবাদ পুস্তকের ৪৯৫ পত্রাঙ্কে "It does not profess to give the whole of the ritual but only "the Shastras and Stotras required at the Some day of the Rajasuya." বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর্ব্বেদে এবং তৈত্তিরীয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে এই সম্বৎসরব্যাপী মহাযজ্ঞের মন্ত্র ও বিধি ব্যাপক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞকালে যে শুক্লযজুর্ব্বেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণ

রচিত হয় নাই তদ্বিষয়ে প্রমান উপস্থিত করা যাইতে পারে। আমরা ইতিপূর্ব্বে (১) উল্লেখ করিয়াছি, যে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন নৈমিষারণ্য তীর্থে ভারত বিখ্যাত ঋষিগণের সাহায্যে বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত প্রমাণগুলি অবলম্বন করিয়া আমরা বলিতে ইচ্ছা করি যে, রাজ-পুরোহিত মহর্ষি ধৌম্য তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণের বিধি অনুসারে মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করাইয়াছিলেন এবং তিনি ও তাঁহার যজমান পাণ্ডু-পুত্রগণ যজুর্বেদী ছিলেন। কৌরব ভারতের রাজধানী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীর রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ মহামানবরূপে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পুরাণ গ্রন্থে এইরূপ প্রমাণ বিদ্যমান আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র সর্ব্বপ্রথমে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া কৃষ্ণ পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। (২) পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বৌদ্ধপূর্ব্ব যুগের ভারতবাসী কর্ত্তৃক প্রতিমা নির্ম্মাণের কথা কল্পনাও করিতে পারেন না। তাঁহাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, গ্রীক জাতির নিকট হইতেই ভারতবাসীরা ভাস্কর্য্য ও জ্যোতিষ-বিদ্যা (৩) শিক্ষা করিয়াছিল।

বৈদিক গবেষণা সাহায্যে এই উক্তির অসারতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। পরমত-সহিষ্ণু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অদ্ভুত গবেষণা

---

(১) বৈদিক গবেষণা ৭ পৃষ্ঠা।

(২) প্রবাদ অনুসারে এই মুর্ত্তিই ভারতবিখ্যাত গোবিন্দজী এবং ইনিই বৃন্দাবন হইতে জয়পুরে আনীত হইয়াছিলেন।

(৩) বর্ত্তমান গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে জ্যোতিষ প্রসঙ্গে আমি এই মতবাদের সম্মুখীন হইব।

ও অসাধারণ বিচার-বুদ্ধির যোজনা দ্বারা প্রাচীন ভারতের কাল নির্ণয়ে যে অনুমানমূলক মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, আমরা তাহারই উপর নির্ভর করিয়া অতি সংক্ষেপে প্রতিমার প্রাচীনত্ব আলোচনা সমাপ্ত করিতেছি। [১]

১। বেদ ও প্রাচীন ব্রাহ্মণ ; ১৫০০ খৃষ্টপূর্ব্ব হইতে ২০০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ। (Dr-D. Whitney, Dr. Martin Haug, Prof: Macdonell,) Herman Jacobi এবং B. G. Tilak ৪৫০০ খৃঃ পূঃ বলিয়া প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের ১।২৫।১২ মন্ত্রে বরুণের মূর্ত্তি এবং ২।৩৩।৯ ঋকে রুদ্রের মূর্ত্তির কথা উল্লিখিত আছে। Dr. Rollensen ইহা সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়াছেন। সুপণ্ডিত Keith তাঁহার Veda of Black Yujur School গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৪১১ পত্রাঙ্কে দেবতার স্বর্ণ প্রতিমার উল্লেখ করিয়াছেন। Macdonell এবং Keith মহোদয় Vedic Index গ্রন্থে যজুর্ব্বেদোক্ত "দেবল" শব্দের "One who earns by dealing with images" এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদ [২।২।২ ; ৪।৪০।১] হইতে দেবস্থান ও উপাসনাস্থানজ্ঞাপক শব্দ উদ্ধৃত হইতে পারে। সামবেদীয় পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে মন্দির ও মূর্ত্তির উল্লেখ আছে।

২। সূত্র, মনু ও বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র ; ৬০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ।

Dr. Jolly লিখিত "Recht und Sitte" page 3-7

---

(১) কাল নির্ণয় সম্বন্ধে আমার অভিমত "বৈদিক গবেষণার" ৩য় খণ্ডে প্রদত্ত হইবে।

বৌধায়ণ গৃহসূত্রে প্রতিমার স্নান, শুদ্ধিকরণ ও নিত্যপূজার পদ্ধতি প্রদত্ত হইয়াছে। মনুসংহিতার নানা স্থানে গৃহদেবতা ও দেব প্রতিমার উল্লেখ আছে।

৩। রামায়ণ ও মহাভারত ; ৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ।

Dr. Macdonell : Imprial, Gaz , Vol II, Page 237.

রামায়ণ ও মহাভারতের বহু স্থানে মন্দির ও প্রতিমার উল্লেখ আছে। মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক লৌহভীম চূর্ণ, একলব্যের দ্রোণ উপাসনা, মূর্ত্তি গঠনের প্রকৃষ্ট প্রমাণরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৪। পাণিনি ; ৭০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ।

(Dr. Goldstucker, Sir R. G. Bhandarkar)

পাণিনি সূত্রের ভাষ্যকার পতঞ্জলি বিষ্ণু, বাসুদেব, শিব প্রভৃতি দেবতার প্রতিমা পূজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(The Vyakarana Mahabhasya of Patanjali, by F, Keilhorn Vol, II, Page 429.

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর আন্তরিক চেষ্টায় ও অসামান্য অধ্যবসায়ে মোহেন-জো-দাড়ো ও হরপ্পার (১) ভূগর্ভ হইতে কয়েকটী কারুকার্য্যময় মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধ্যাপক Sita Ram Kohli, M. A, F. R. Hist,

---

(১) বৈদিক গবেষণার তৃতীয় অধ্যায়ে আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের আলোচনাবসরে এই দুইটী স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান প্রদত্ত হইবে।

S. তাঁহার Indus Valley Civilisation (1) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন ;—

The only materials upon which we shall have to draw for our ideas of the religious practices of the Indian people in this remote age, consist of the numerous engraved seals, a few clay sealings, a mass of terra-cotta figurine and some stone images in round.

তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন ;— * * That the cult of the Mother-goddess was prevalent in the Indus Valley as for back as the *Fourth Millinnium B. C.*

নবাবিষ্কৃত সৈন্ধবী সভ্যতা যে বৈদিক সভ্যতা-জাত নহে, বেদোক্ত দ্যৌস্পিতরঃ যে Mother Goddess হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য L,A, Weddell, V, G, Childe, C,L, Wooley, Sir John Marshall প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ প্রচুর গবেষণা করিয়াছেন। বক্ষ্যমান প্রস্তাব এই সমস্ত আলোচনার উপযুক্ত স্থান নহে। (১) এই সম্বন্ধে Sir

---

(1) Professor মহাশয় পাতিয়ালা রাজ্যের Mohindra Collegeয়ে এই সম্বন্ধে যে তিনটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া আমাকে একখণ্ড প্রদান পূর্ব্বক আন্তরিক ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

(১) বৈদিক গবেষণার দ্বিতীয় খণ্ডে "আর্য্যজাতির বিভিন্ন স্থানে গমন" শীর্ষক প্রস্তাবে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

Marshall তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকে (১) যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে সুপ্রাচীন কালে মূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রমাণ সঙ্কলিত হইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন ;—

The Earth-Goddess of the Vedic Aryans is a figure quite distinct from the Earth Goddess of the Indus people. * * that it was not until later times when the Aryans and pre-Aryans amalgamated, that her worship come to resemble that of the older Goddess.

উপরোক্ত প্রমাণানুসারে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, গ্রীক জাতির ভারতাগমনের বহুবর্ষ পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে প্রতিমা নির্ম্মাণ ও পূজা প্রচলিত ছিল।

ভারতীয় ভাস্কর্য্যে গ্রীক প্রভাব প্রমাণ করিবার জন্য সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ Sir John Marshall যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতেও আমাদের উক্তি সমর্থিত হইতে পারে। তিনি A Guide to Taxila গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে Art শীর্ষক প্রস্তাবে লিখিয়াছেন ;—

Nevertheless, in spite of its wide diffusion, Hellenistic art never took the real hold upon India that it took, for example, upon Italy or Western Asia, for the reason that the temprə-ments of the two peoples were radically dissi-

(১) Indus Civilisation, Vol. 1., Page 52.

milar. To the Greek, man's beauty, man's intellect were everything and it was the apotheosis of this beauty and this intellect which still remained the key-note of Hellenistic art even in the Orient. But these ideals awakened no response in the Indian mind. The vision of the Indian was bounded by the immortal rather than the mortal, by the infinite rather than the finite. Where Greek thought was ethical, his was spiritual; where Greek was rational, his was emotional. And to these higher aspirations, these more spiritual instincts, he sought, at a later date. to give articulate expression by translating them into terms of form and colour.

২৫০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে খোদিত, উদয়পুর মিউজিয়মে রক্ষিত ঘোশুণ্ডী (১) শিলালেখ হইতে কৃষ্ণপূজার প্রমাণ প্রদর্শিত হইতে পারে। এই লিপিতে লিখিত আছে;—পারাশরী পুত্রেণ গাজায়নেম ভগবভ্যাম সঙ্কর্ষণ বাসুদেবাভ্যাম্ * * নারায়ণ বাটে পূজা শিলা প্রাকার কারিত।

(১) চিতোরের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন মাধ্যমিকা নগরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমানে ঘোশুণ্ডী নামে পরিচিত হইয়া থাকে।

খৃষ্ট জন্মের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষে কৃষ্ণ-পূজা প্রচলিত ছিল, সম্প্রতি তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন বিদিশা—অধুনা বেশনগরে যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পাঠে জানা যায় যে, গ্রীকসম্রাট Antalkidasএর রাজত্বকালে (১৭৫—১৩৫ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে) Dionএর পুত্র বিষ্ণু ভক্ত Heliodoras তক্ষশিলা নগরী হইতে বাসুদেবের মূর্ত্তি আনয়ন করিয়া গরুড়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন।

লিপিতে উৎকীর্ণ আছে ;—ত্রিণী অমৃত পদানি সু অনুষ্ঠিতানি নয়ন্তি স্বর্গম।

এই বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ Marshall লিখিয়াছেন ;—

Incidently, this inscription shows us how the Greeks were then embracing the religions of the country of their adoptions and they had no hesitation, therefore, in paying their devotions to Vishnu or Lakshmi.

A Guide to Taxila by Sir John Marshall, Page 26.

আমরা আর অধিক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া প্রবন্ধ কলেবর বর্দ্ধিত ও পাঠকবর্গের ধৈর্য্য-সীমা অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করি না।

আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে প্রাগ্বৈদিক যুগে বিশ্বকর্ম্মা ও ত্বষ্টা (১) মানব জাতির মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

---

(১) বৈদিক গবেষণা ৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যিশুর ভারতাগমন।

দেবমানব যিশুর চরিত্রাখ্যায়কগণ তাঁহার জীবনের দ্বাদশ বর্ষ হইতে ত্রিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত ঘটনাবলীর কিছু মাত্র উল্লেখ করেন নাই। এই বিষয় Those mysterious eighteen years নামে পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত। সুপ্রসিদ্ধ রাসিয়ান পরিব্রাজক ও সুলেখক Nicolas Notovitch দেশ ভ্রমণ কালীন তির্ব্বতের হেমিস্ পল্লীর এক বৌদ্ধ মন্দিরে একখানি পুরাতন হস্তলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই লিপি অবলম্বনে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে "La Vie Inconnue de Jesus" (The Unknown Life of Jesus) নামে একখানি পুস্তক ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের আলোচনাবসরে সুলেখক Lowis E. Van Norman লিখিয়াছেন ;—

The manuscripts which this explorer writer examined at the Hemis monastery are said to state that Jesus "reached the country of the five rivers and the Radijipoutan (1) where the worshippers of the God Djain (2) begged Him to remain with them." However, He "disapproved" of their ways and opinions, so He left them and went to Djagguernat (3) where the "white priests of Brahma greeted Him joyfully."

(1) রাজপুতনা। (2) জৈন। (3) জগন্নাথ।

There He is said to have learned to read and write the language and to understand and interpret the Vedas"

* * *

Next according to this chronicle, Jesus (Issa) went to Nepal, where He remained for six years, after which throughly acquainted with the sacred Soutra (1) writings. He began to preach everywhere the word of the Only God, Creator of All, Father of All. Finaly, says this record, He reached Persia, then "in the thrall of Zoroastrianism." But there He met with failure and was taken out of the country by the priests and left in the wilderness so that the wild beasts might destory Him. He escaped, however, and returned to Palestine, where He began His preaching in the temple at Jerusalem.

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি ঐতিহাসিক M. Sylvain Levi স্বরচিত "The Aquarian Gospel of Jesus the Christ" নামক পুস্তকের "The Life and works of Jesus in India" শীর্ষক অধ্যায়ে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা হইতেও যিশুর ভারতাগমন সমর্থিত হইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন ;—

(1) সূত্রগ্রন্থ।

A Royal Prince of India, named Ravnna, of Orrissa in the South, was at a Jewish feast, He was deeply impressed by the wisdom of teachings of Jesus, and begged the lad's parents to take Him, to the East, where he could learn the wisdom of the Brahmins. After many days His parents gave consent. They crossed the Sind, and the Brahmin priests with favour received the Jewish boy. Jesus was accepted as a pupil in the temple of Jagannath, (Juggernaut) and here He larned the Veda and the Manic laws.

সুলেখক Levi পরে লিখিয়াছেন ;—

Later He journeyed to Benares and become the pupil of Udrak, greatest of Hindu healers. For "four years altogether He abode in the temple of Jagannath" and "soon began to teach the Sudras and farmers in parables." Of the car of Jagannath, He is stated to have said, "This car said to be of Krishna is an empty thing, for Krishna is not there." Then, we are told

He taught in Behar and Lahore. While at Benares, a priest from Lahore, named Ajainin, came to him and accepted His philosophy, but the Brahmin priests did not. While in Benares, Jesus heard from a caravan coming from Palestine, that His father, Joseph, had died. So, He wrote a beautiful sympathetic letter to Mary, His mother, sending it by another caravan.

উপরোক্ত প্রমাণগুলি আলোচনা করিয়া আমরা বলিতে ইচ্ছা করি যে, মহাত্মা যিশু ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের নিকট বেদ ও বিবিধ ধর্ম্মসূত্র অধ্যয়ন করিয়া জেরুসালেমের ধর্ম্ম মন্দিরে স্বনামপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই জন্যই খৃষ্ট ধর্ম্মের সহিত বৈদিক ধর্ম্মের বহুল সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। (১)

---

(১) অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত লেখক জারমান অধ্যাপক Hermann Samuel Reimarus যিশুর ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে ৪০০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত একখানি পুস্তক রচনা করেন। তাহার হস্তলিপির অত্যল্পাংশ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। জনৈক সমালোচক এই পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন; "* * * shocked the readers by the extreme viewes they proposed upon religious questions and by the hateful tone in which they were written" এই জন্য এই পুস্তক হইতে কোন অংশ উদ্ধৃত করিলাম না।

খৃষ্টধর্ম্মে বৌদ্ধ প্রভাব

প্রাচীন ভারতেতিহাস প্রসিদ্ধ বিশ্ববিখ্যাত তক্ষশীলা নগরী (১) বর্ত্তমানে বসুন্ধরার কুক্ষিগত হইয়াছে। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, সূর্য্যবংশাবতংস শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা ভরতের পুত্র তক্ষ হইতে তক্ষশীলার নামকরণ হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে ক্ষাত্রশক্তির দৌর্ব্বল্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নাগ জাতিরা সিন্ধু-তীরবর্ত্তী ভূভাগে অধিকার স্থাপন এবং বিজয়ী নাগ সেনাপতি তক্ষশীলার সিংহাসনে আরোহণ-পূর্ব্বক "তক্ষক" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিল। মহাভারত বিখ্যাত অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিত হৃতরাজ্য উদ্ধার করিতে যাইয়া নাগরাজ তক্ষক কর্ত্তৃক পরাস্থ ও নিহত হইয়াছিলেন। পরীক্ষিতের বীর পুত্র জন্মেজয় মহাযুদ্ধে নাগদিগকে পর্য্যুদস্থ করিয়া পিতৃহত্যার পরিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তক্ষক আত্মসমর্পণ করিলে, জরৎকারু বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণগণের চেষ্টায় ক্ষত্রিয় ও নাগ জাতির মধ্যে একটী স্থায়ী সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। (২) এই বিজয়োৎসব বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করিবার জন্য মহারাজ জন্মেজয় তক্ষশীলা নগরীতে নাগ-যজ্ঞের

---

(১) বর্ত্তমান রাউলপিণ্ডির ২০ মাইল দূরবর্ত্তী সরাইকোলা রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে তক্ষশীলা নামক ষ্টেশন স্থাপিত হইয়াছে। অনুমান ২৫ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া প্রাচীন তক্ষশিলা অবস্থিত ছিল।

(২) এইরূপ প্রমাণ বিদ্যমান আছে যে পরবর্ত্তীকালে ভগবান বুদ্ধের পার্ষদ আনন্দ-শিষ্য ভিক্ষু মধ্যান্তিক, গান্ধার ও কাশ্মীর দেশীয় নাগগণকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কাশ্মীরের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, নাগরাজ দুলুও কাশ্মীরে পাঁচশত বৌদ্ধ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই স্থানেই কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তক মহর্ষি বৈশম্পায়ন সর্ব্বপ্রথমে মহাভারত পাঠ করিয়াছিলেন।

তক্ষশীলা ও তদসন্নিহিত প্রদেশসমূহ বহুবর্ষ চন্দ্র-বংশীয় নৃপতিগণের অধিকারভুক্ত থাকিয়া, খৃষ্টাব্দের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে পারশ্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

গ্রীকবীর-আলেকজেণ্ডার ৩২৭ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে, তক্ষশীলার হিন্দু নরপতি অম্ভী বিনা যুদ্ধে বৈদেশিক আক্রমণ-কারীর সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ, এই গৃহভেদ নিবন্ধন আলেকজাণ্ডার বিতস্থা (Jhelum) নদী-তটে ভারত বিখ্যাত মহারাজ পুরুকে পরাজয় করিয়া ভারতবিজয়ী আখ্যা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আলেকজেণ্ডার কর্ত্তৃক ভারত ত্যাগের অনতিকাল পরেই, ময়ুর নামক ক্ষত্রিয়বংশ সম্ভূত, নন্দবংশ ধ্বংসকারী মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত (১) তক্ষশীলার রাজ্য অধিকার করেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের শাসন কালে এই নগরী গৌরবের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। এই সময়ে তক্ষশালার বিশ্ববিদ্যালয় (২) পৃথিবীতে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

---

(১) এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, চন্দ্রগুপ্তের জননী মুরা হইতে মৌর্য্য নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু পালি গ্রন্থের কুত্রাপি ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(২) তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয় যে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বেও প্রসিদ্ধ ছিল, তাহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

সম্রাট্ অশোকের পরবর্ত্তীকালে মৌর্য্যবংশীয় যে সপ্ত-জন নরপতি ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কেহই ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

মৌর্য্য বংশের অবসান হইলে বাক্ট্রিয়া (১) (Bactria) বাসী গ্রীকগণ ১৯০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে, প্রথমে গান্ধার (আফ্গানিস্থান) পরে সমগ্র সিন্ধু প্রদেশ ও পঞ্চনদ বিধৌত পাঞ্জাব রাজ্য অধিকার করেন। তাঁহারা তক্ষশীলার একাংশে গ্রীক্-প্রণালীতে একটি নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়া সারকপ্ নামে অভিহিত করেন। (২)

বাক্ট্রিয়াবাসী গ্রীকগণ কিঞ্চিদধিক শতবর্ষকাল ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে Demetrius ও Menandar সমধিক প্রসিদ্ধ। শেষোক্ত নরপতি স্থবির নাগসেন দ্বারা দীক্ষিত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক মিলিন্দা নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে মধ্য এসিয়াবাসী কুশন-জাতি ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কুশন নৃপতিগণের মধ্যে কণিষ্ক মহাপ্রতাপশালী ছিলেন। তিনি সম্রাট অশোক প্রদর্শিত পথাবলম্বন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মকে

---

(১) মধ্য এসিয়ার আমুদরিয়া নদী হইতে হিন্দুকুশ পর্ব্বত পর্য্যন্ত ভূভাগ প্রাচীনকালে Bactria নামে বিখ্যাত ছিল।

(২) এই গ্রীক রাজধানীর বহু অংশ প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের চেষ্টায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। তক্ষশীলার বিশ্ববিত্থালয় এইখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

রাজকীয় ধর্ম্মে পরিণত এবং বসুমিত্র, নাগার্জ্জুন, অশ্বঘোষ, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর্গের নেতৃত্বে বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার সাধন করিয়া মহাযান শাখা প্রবর্ত্তিত করেন। ভগবান বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমতের সহিত বৈদিক ধর্ম্মের (বেদান্তের) যোগ ও ভক্তিবাদ এবং মহর্ষি কপিলের দার্শনিক মত মিশ্রিত হওয়ায় মহাযান মত সর্ব্বত্র স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়াছিল। বহু ধর্ম্মপ্রচারক এবং ভারতবাসী গ্রীকগণের সাহায্যে এই মত যে মধ্য এসিয়া, পারস্য ও গ্রীস প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। আমাদের যুক্তি-সঙ্গত অনুমান এই যে, বৈদিক ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্মিলিত মহাযান মত দ্বারা ইউরোপে গ্রীক দর্শন এবং এসিয়ায় দেবমানব যিশুর নব ধর্ম্ম প্রভাবিত হইয়াছিল।

সম্রাট কণিষ্ক ৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পুরুষপুর অর্থাৎ বর্ত্তমান পেশোয়ার তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার রাজত্বের শেষ কালে (১০০ খ্রীষ্টাব্দে) বৌদ্ধ মহাসঙ্গিতির শেষ অধিবেশনে মহাযান মত ঘোষিত হইয়াছিল। ইহার পরবর্ত্তীকালে—খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দে—Matthew, Mark, Luke ও John এই খ্রীষ্টভক্ত পণ্ডিত চতুষ্টয় কর্ত্তৃক Gospels অর্থাৎ সুসমাচার গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ-ভাগে-জাত Ireneus, Tertullian এবং আলেকজেণ্ড্রিয়া বাসী Clement প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও তির্ব্বতীয় ভাষাবিৎ শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় তির্ব্বতীয় "Doklazang" (১) গ্রন্থের অনুবাদাবসরে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের উক্তি সমর্থিত হইতে পারে। তিনি Note on the Manuscript copy of "Doklazang" শীর্ষক প্রস্তাবে লিখিয়াছেন ;—

As the Mahayana School of Buddhism obtained its highest development in the Bactrian Empire of the Greeks which included in it Kashmir, Cabul, Candahar, Herat, and the valley of the Oxus, &c., it is probable that from there the Light of the East was transmitted Westward, or that Christianity was foreshadowed in Sanskrit Buddhist works, The similarity of Christianity to Mahayana Buddhism is striking and Maitreya, the coming Messiah of the Buddhisit, who is now the Regent of the Lord in heaven, called Tushits, will come to this Earth to make all mankind blessed and glorious.

বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে বৈদিক ধর্ম্মের সংশোধিত সংস্করণ তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত প্রাচ্য ও

(১) এই গ্রন্থে ভগবান বুদ্ধের পঞ্চাধিক সহস্র নাম লিখিত থাকায় বৌদ্ধদিগের নিকট ইহা বিশেষরূপে আদৃত ও পবিত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য মনীষিগণ ইহাকে বৈদিক ধর্ম্মের ক্রমোন্নতিজাত (Evolution) না বলিয়া সংঘর্ষজাত (Revolution) বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান বুদ্ধের অজ্ঞেয়বাদ ও বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন, আপাতঃ দৃষ্টিতে বৈদিক ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু বৌদ্ধপূর্ব্ব যুগেও যে এইরূপ মত ভারতীয় ঋষি-সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যেই বিদ্যমান আছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা ঋগ্বেদীয় ১.১৮৫।১; ১০।৮১।৪; ১০।১২৯।১-৭ (১); ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ২।৮।৯।৬ মন্ত্রের উল্লেখ করিতে পারি।

সুবিজ্ঞ Weber বৌদ্ধ সাহিত্যের আলোচনাবসরে লিখিয়াছেন;—The teaching contains, in itself, absolutely nothing new; on the contrary, it is entirely identical with the corresponding Brahmanical doctrine; only the fashion in which Buddha proclaimed and disseminated it was something altogether novel and unwonted.

History of Indian Literature. Page 289.

গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। তিনি তৎকাল-প্রসিদ্ধ পালি ভাষায় শিষ্যবর্গকে উপদেশ দান করিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার সহিত গ্রীক-ঋষি সক্রেটিস্,

(১) এই সূক্তটী নাসদীয় সূক্ত নামে বৈদিক সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান গ্রন্থের ২৬।২৭ পৃষ্ঠায় ইহার মূল ও অনুবাদ প্রদান করা হইয়াছে।

মহাত্মা যিশু ও শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের তুলনা করা যাইতে পারে। তিনি তিরোধানের পূর্ব্বে শিষ্যগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন; "ভিক্ষুগণ! আমি শেষবার উপদেশ দিতেছি, এই সংসার, অসার জ্ঞান করিয়া তোমরা নির্ব্বাণ ধর্ম্ম গ্রহণ কর।"

ভগবান বুদ্ধের শ্রীমুখ নিঃসৃত "নির্ব্বাণ" (১) শব্দটী সমগ্র বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে বরণীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

এই নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ লইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রচুর আলোচনা করিয়াছেন।

অভিধর্ম্ম নামক বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্ব্বাণ ও মৃত্যু অভিন্ন বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পালি শব্দশাস্ত্রে সুপণ্ডিত Childer, Pali Dictionanyতে; আচার্য্য Goldstukr পাণিনিতে; (২২৬ পৃষ্ঠা) মনস্বী Burnouf, History of Buddhism গ্রন্থে; (৫১৪পৃ) অভিধর্ম্মের অনুরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্মপদ নামক বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে (পঞ্চম ভাগ, ৮৯, ৩৫১, ৩৫২, ৪২৩ পৃষ্ঠা) জীবিত অবস্থায় নির্ব্বাণ প্রাপ্তির প্রসঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে। চৈনিক পণ্ডিতেরা mietre অর্থাৎ মুক্তি বা ত্রাণ বলিয়া নির্ব্বাণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই সমস্ত অর্থাপত্তি আলোচনা করিয়া আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কাম ধর্ম্ম, মহাজ্ঞানী গৌতমের নির্ব্বাণ ধর্ম্ম ও ত্রাণকারী যিশুর খৃষ্ট ধর্ম্ম, এই শব্দত্রয়কে একার্থক বলিয়া অভিহিত করিতে ইচ্ছা করি। এইরূপ প্রমাণ উপস্থাপিত

---

(১) নির্ব্বাণ শব্দ সংস্কৃত, ইহা পালি ভাষায় নিভানম্ নামে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

করা যাইতে পারে যে, নিষ্কাম শব্দ হইতে নির্ব্বাণ এবং নিষ্কাম ও নির্ব্বাণ শব্দ হইতে খৃষ্ট শব্দ গৃহীত হইয়াছিল।

আমরা যত দূর সম্ভব সংক্ষেপে এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, কারণ, বক্ষ্যমান অধ্যায়ে এই সমস্যাসঙ্কুল ও তর্কবহুল বিষয়ের সম্যক আলোচনা কোন মতেই সম্ভব নহে।

সাংখ্যযোগ নামে সুপ্রসিদ্ধ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিষ্কাম ধর্ম্মের সুবিস্তৃত আলোচনা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতীয় পণ্ডিতেরা তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মবিষয়ক জ্ঞানকে সাংখ্যজ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই অধ্যায়ের সারমর্ম্ম এই যে, কামনাহীন কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ হইলে জ্ঞানিগণ মুক্ত হইয়া থাকেন।

আচার্য্য Max Muller, নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত না হইয়াও ইহাকে Salvation অর্থাৎ মুক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি Buddhism and Buddhist Pilgrims নামক গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—He changed the complicated system of philosphy into a short doctrine of Salvation,

খৃষ্ট জন্মিবার অনতিকাল পূর্ব্বে, পালিভাষায় মিলিন্দ প্রশ্ন নামক একখানি বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। গ্রন্থোক্ত নির্ব্বাণ শব্দের আলোচনাবসরে পালি ভাষাবিৎ ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন;—Nirbana is a perfection of mind—the pure, joyful

Nirvana, free from ignorance and evil desires.

পবিত্র বাইবেল গ্রন্থ সর্ব্বপ্রথমে হিব্রুভাষায় লিখিত হইয়াছিল। এই ভাষায় খ্রীষ্ট অর্থে ত্রাণ বা মুক্তি বুঝাইয়া থাকে। খৃষ্ট শব্দ বর্ত্তমান কালে নামরূপে পরিণত হইলেও প্রাচীন কালে উপাধিরূপে ব্যবহৃত হইত। উপাধিসহ যিশুর পূর্ণ নাম যিশু খ্রীষ্ট। এই ত্রাণ বা মুক্তি নিস্কাম কর্ম্ম বা নির্ব্বাণ ধর্ম্মের ন্যায় সাধনা করিয়া অর্জ্জন করিতে হয়।

বাইবেলে লিখিত আছে; Each man must be his own Christ, or he is no Christian.

নামের বিভিন্নতায় যে বস্তুর প্রভেদ হয় না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। হিন্দু যোগী বৌদ্ধ ভিক্ষু ও খৃষ্টান সাধু সকলেরই চরম উদ্দেশ্য মুক্তি। উপরোক্ত নিস্কাম, নির্ব্বাণ ও খৃষ্ট এই শব্দ তিনটী সেই মহা উদ্দেশ্যরই অর্থ সূচিত করিতেছে। এই মুক্তি মৃত্যু নহে। ইহা মনুষ্য জাতির অধিকার বিস্তার, মানবতার অনন্ত প্রসার। ইহা আত্ম বিজয়ের নামান্তর।

পরবর্ত্তী ধর্ম্মের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান থাকা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।। এই বিষয়ে জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিত লিখিয়াছেন;—

Particular products may be set side by side. The asceticism of India may be compared with that of early Christianity. The ritual of sacrifice may be studied in the book of Leviticus or the Hindu Brahmanas, That are

sometimes called "Ethnic Trinities" may be examined in the light of Alexandrian theology. The *suras* of the Koran may be read after the prophecies of Isaiah. The various phases of the Buddhist Order, with its missionary zeal, its power of adaptability to different cultures its readiness to accept new teaching, may be contrasted with the wonderful cohesiveness and expansion of the Roman Catholic Church. The ideas of the Hellenic mystery-religious may be found to throw light on the language of St. Paul. Out of the multitudinous phases of human experience all the world over innumerable resemblances will be discovered. Each is a fact for the student, and must be treated on equal terms in the field of science. But they will have more or less intrinsic significance in the scale of values. Philosophy may attempt to range them in gradations of worth, in nobility of form, in dignity of expression, in moral purity, in social effectiveness. Beneath infinite diversity the mystic will affirm the unity of the whole, * * *

পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম যে মূলতঃ এক ধর্ম্ম, ইহা অন্তরে অনুভব করিয়া, সুকবি জালালউদ্দিন তাঁহার বিখ্যাত কাব্যে লিখিয়াছেন:—Because He, that is praised is, in fact, only One, In this respect all religions are only one religion.

(পারসিক হইতে অনুবাদিত।)

সুবিখ্যাত জারমান ঐতিহাসিক David Frederic Strauss স্বরচিত Life of Jesus গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

That being so, Christianity being one among many religions. We are entitled to conclude that the supernatural element in Christianity has entered into it through the same channels and in the same ways as it entered the other religions.

খৃষ্ট ধর্ম্ম তৎকাল প্রচলিত অন্য কোন ধর্ম্ম দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই, ইহা প্রমাণ করিতে যাইয়া সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী অধ্যাপক Ernest Renan স্বকৃত Life of Jesus গ্রন্থের ১৩৬ পত্রাঙ্কে লিখিয়াছেন;—* * He created it. It is true that we find in Buddhist books parables of exactly the same tone and the same character as the gosple parables; but it is difficult to admit that a Buddhist influence has been exercised in these.

ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যে জুডিয়া, সিরিয়া, বাবিলন প্রভৃতি দেশে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন, সুবিজ্ঞ ফরাসী গ্রন্থকার তাহা অস্বীকার করেন নাই।

সুপণ্ডিত J. Estlin Carpenter, D. Litt. কৃষ্ণোক্ত নিষ্কামধর্ম্মের মধ্যে, St. John কথিত "সেবা" ধর্ম্মের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি স্বকৃত Comparative Religion গ্রন্থের ১২৮ পত্রাঙ্কে লিখিয়াছেন ;—

Krishna become the subject of the best known book of Indian devotion, the Bhagavad Gita or the "Devine Lay" which has been sometimes supposed to show traces of the influence of the gospel of St. John.

আমরা এই উক্তির প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, এইরূপ প্রমাণ বিদ্যমান আছে যে, সাধু জনের সেবা ধর্ম্ম ভারতীয় যোগ ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।

রোম-সম্রাট Tiberiusএর রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে—২৮ খৃষ্টাব্দে—John the Baptist নামক জনৈক সাধুর নাম প্যালেস্টাইন প্রদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এইরূপ শ্রুতি আছে যে, এই সাধুর নিকট মহাত্মা যিশু দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। John এর প্রকৃত নাম ও ও জন্মস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান আছে। মনস্বী Robinson, Biblical Researches

গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। জন বা জয়ানন সম্বন্ধে ইতিহাসে লিখিত আছে যে, "He led there the life of a Yogi of India, clothed with skins or stuffs of camel's hair, having for food only wild honey. A certain number of disciples were grouped around him, sharing his life and studying his severe doctrine. We might imagine ourselves transported to the banks of Ganges."

তীক্ষ্ণধী মঁসিয়ে রেনান্ তাঁহার প্রথিতনামা পুস্তকের ৯৫ পত্রাঙ্কে লিখিয়াছেন ;—

The teachers of the young were also at times species of anchorite somewhat resembling the *gourous* of Brahminism. In fact, might there not in this be a remote influence of the *mounis* of India? Perhaps, some of those wandering Buddhist monks who overran the world, as the first Franciscans did in later times, preaching by their actions and converting people who knew not their language, might have turned their steps towards Judea, as they certainly did towards

Syria and Babylon. On this point we have no certainty. Babylon had become for some time a true focus of Buddhism. Boudasp (Bodhisattva) was reputed a wise Chaldean, and the founder of Sabeism. *Sabeism* was, as its etymology indicates, *baptism*—that is to say, the religion of many baptism,—the origin of the sect still existing called "Christians of St. John," or Mendaites, which the Arabs call *el-Mogtasila*, "the Baptists."

St. Thomas the Apostle (১) যে পারদ সম্রাট Gondopharnes এর রাজত্ব কালে (৪০ খৃষ্টাব্দে) তক্ষশীলা রাজধানীতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান আছে। ইহাও খ্রীষ্টধর্ম্মে ভারতীয় প্রভাবের অন্যতর প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

সুপ্রাচীন "স্বস্তিক" চিহ্নের মূল অন্বেষণ ও অর্থ নির্ণয় ব্যাপদেশে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রচুর গবেষণা করিয়াছেন। নৃতত্ত্ববিদেরা নিউজীলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, এসিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বহুস্থানে, অর্থৎ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই চিহ্নের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।

বেদের বহু স্থলে "স্বস্তি" শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

---

(১) যে দ্বাদশ জন মহাপুরুষ যিশুর পার্ষদরূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে Apostle অর্থাৎ প্রেরিত কহে।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্র বৃদ্ধশ্রবাঃ, ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ ইতি বৈদিক মন্ত্রগুলি উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হইতে পারে। আচার্য্য সায়ণ স্বীয় ভাষ্যের প্রায় সর্ব্বত্রই স্বস্তি ও কল্যাণ একার্থক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্বস্তিদা আঘৃণিঃ 'সর্ব্ববীরঃ (ঋগ্বেদ ১০।১৭।৫) ইতি মন্ত্রের ভাষ্যে "স্বস্তিদা কল্যাণস্য দাতা" এইরূপ স্পষ্ট ও সরল উক্তি করিয়াছেন।

আমাদের যুক্তিসঙ্গত অনুমান এই যে, অথর্ব্বাখ্য ভৃগু যে দুইখানি কাষ্ঠ সাহায্যে অগ্নি উৎপন্ন করিয়া জগতের পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, স্বস্তিক চিহ্ন সেই অরণি-দ্বয়ের প্রতীক। সুপণ্ডিত Will Hays সুচিন্তিত স্বস্তিক প্রবন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে আমাদের মত আংশিকভাবে সমর্থিত হইতে পারে।

তিনি লিখিয়াছেন ;—

We do not know the first meaning of the Swastika. Its resemblance to a wheel in motion has suggested that the symbol was originally a sign of the sun. But others say that it first represented the two sticks from which men "rubbed out Agni" that is, produced fire, And still others are of the opinion that it first stood for the forked lightning of air God. No symbol has given rise to so many interpretions.

কেহ কেহ এইরূপ প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন যে, স্বস্তিক চিহ্ন হইতেই বাসুদেব কৃষ্ণের চক্র, গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্মচক্র এবং ত্রাণকারী যিশুর ক্রস পরিকল্পিত হইয়াছিল।

প্রবন্ধ কলেবর অযথা বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া আমরা এই বিষয়ের আলোচনায় বিরত হইলাম।

আমাদের যুক্তিসঙ্গত অনুমান এই যে, দেবমানব যিশুর দশ আজ্ঞা, যাহা Ten Commandments নামে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা ভগবান বুদ্ধের দশ আজ্ঞা হইতে পরিকল্পিত হইয়াছে। বুদ্ধের দশটী নিষিদ্ধ আদেশ এইরূপ। যথা ;—

(১) জীবহত্যা, (২) চৌর্য্য, (৩) ব্যাভিচার, (৪) মিথ্যাবাদিতা (৫) সুরাপান, (৬) অনিয়মিত ভোজন, (৭) সাধারণ আমোদে যোগদান, (৮) মুল্যবান পরিচ্ছদাদি পরিধান, (৯) বৃহৎ শয্যার ব্যবহার, (১০) অর্থগ্রহণ।

মনস্বী Burnuf (1) এবং Barthelemy Saint Helairė (2) পালিভাষা হইতে উপরোক্ত আজ্ঞা দশকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। যথা ;—

1. Not to kill ; 2. Not to steal ; 3. Not to commit adultery ; 4. Not to lie ; 5. Not to intoxicated ; 6. To abstain from unseasonable meals ; 7. To abstain from public spectacles ;

(1) Lotus de la bonne loi, Page 444.

(2) Du Buddhism, page 132.

8. To abstain from expensive dresses; 9. Not to have a large bed; 10. Not to receive silver or gold.

বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব লাভ করিবার জন্য বোধিবৃক্ষ-মূলে উপবিষ্ট হইলে, মার ও রতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও প্রলোভিত হইয়াছিলেন। ললিত-বিস্তর গ্রন্থের ১৭, ১৮ ও ২১ অধ্যায়ে এবং অশ্বঘোষ বিরচিত বৌদ্ধচরিত কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গে ইহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত আছে। এই ঘটনার সহিত সুসমাচার লিখিত (১) সয়তান কর্ত্তৃক যিশুর আক্রান্ত ও প্রলুব্ধ হইবার সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইতে পারে।

পৌরাণিক ত্রি-মূর্ত্তি, বৌদ্ধ ত্রি-রত্ন ও খৃষ্টীয় ত্রি-নীতি (Trinity) যে মূলতঃ একার্থক, তাহার প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে।

মনীষী মোক্ষমূলার, তাঁহার Origin and Growth of Religion গ্রন্থের ১৫৩ পত্রাঙ্কে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের আচার ব্যবহারের সহিত রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানগণের আচার ব্যবহারের সাদৃশ্য প্রমাণ করিয়াছেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মে বৈদিক ধর্ম্মের প্রভাব (২) এবং খৃষ্ট ধর্ম্মে বৈদিক ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবমূলক বহু উদাহরণ সমাহৃত হইতে পারে।

---

(১) Matthew, ৫।১; Mark, ১।১২-১৩; Luke, ৫।১।

(২) E. Holmes বৌদ্ধধর্ম্মে উপনিষদের প্রভাব সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য যে, আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে মহাত্মা যিশু ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনরূপ বক্রোক্তি করি নাই। দার্শনিক স্পিনোজা, সংশয়বাদী ভল্‌টেয়ার, মহাবীর নেপোলিয়ন খৃষ্ট ও খৃষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি। প্রত্যক্ষবাদী হেগেল তাঁহাকে নর নারায়ণ—The union of the human and devine—নামে অভিহিত করিয়া অত্যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। ফরাসী ঐতিহাসিক রেনান মহোদয়ের সহিত একমত হইয়া আমরা বলিতেছি যে ;—

"Whatever may be the unexpected phenomena of the future, Jesus will not be surpassed. The tale of his life will cause ceaseless tears, his sufferings will soften the best hearts ; all the ages will proclaim that, among the sons of men, there is none born who is greater than Jesus."

সপ্তম, জৈমিনীয় বা তবলকার ব্রাহ্মণ। Dr. Burnell জনৈক মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণের নিকট সংগ্রহ করিয়া ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মাঙ্গালোর নগর হইতে প্রকাশ করেন। মার্কিন প্রফেসর W. D. Whitney এই ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

The Jaiminiya is on the whole a dull and uninteresting work, as compared with the others of its class. A most unreasonable share of its immense mass is taken up with

telling on what occasion some being 'saw' a particular *saman* and 'parised' with it,' thereby attaining certain desired ends, which may be attained by others that will follow his example ; and the *pesudo* legands, thus reported or fabricated, average or a degree of flantness and artificiality quite below the ordinary. Of course there are extensive passages of a different character ; and also some of the stock legendary material of the Brahmana period appears here in a new setting or a different version, or both.

এই ব্রাহ্মণের শেষ ভাগ তবলকারোপনিষদ বা কেনোপনিষদ নামে প্রসিদ্ধ। "কেন" শব্দটীতে এই উপনিষদের আরম্ভ এই জন্য ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। গ্রন্থখানি বাংলা পারশিক, ইংরেজী, জারমান প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। ইহার শাঙ্করভাষ্য প্রসিদ্ধ।

পাণিনি, বল্লভী ব্রাহ্মণের নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। খুব সম্ভব, সৌলভা ব্রাহ্মণের ন্যায় এখানিও বিলুপ্ত হইয়াছে।

অথর্ব্ববেদ।

ইহার একমাত্র ব্রাহ্মণের নাম গোপথ ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ। অপ্রাচীনবাদী বেবার মহোদয় লিখিয়াছেন ;—

"We do not discover in it any special relation to the Ath. S., apart from several references there to under different names."

আমরা এই অসঙ্গত ও অনুমানমূলক উক্তির প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, এই ব্রাহ্মণের প্রধান আলোচ্য সর্প বেদ, পিশাচ বেদ,ইতিহাস বেদ ও পুরাণ বেদ (১) প্রভৃতির মূল বৃত্তান্ত আমরা অথর্ব্ববেদেই দৃষ্টি করিয়া থাকি। সংহিতার সর্প ভয়, (২) রাক্ষস ভয়, অমঙ্গল নাশ ও বিবিধ রোগ নিবারক (৩) মন্ত্রের ব্যাখা আমরা ব্রাহ্মণেই দেখিতে পাইয়া থাকি। সুপ্রাচীন অথর্ব্ববেদ যে এই শ্রেণীর কুসংস্কারমূলক মন্ত্রাদিতে পরিপূর্ণ, ইতিপূর্ব্বে তাহা আমরা প্রমাণ করিয়াছি। এক্ষণে এই সম্বন্ধে আরও একটী প্রবল প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি।

ঐতিহাসিকVincent A. Smith, মার্কিণ বৈদিক Whitney কর্ত্তৃক অনুবাদিত এবং Lanman কর্ত্তৃক সংশোধিত অথর্ব্ববেদের (৬।১২) সর্পবিষবারক মন্ত্রের আলোচনা ব্যাপদেশে লিখিয়াছেন ;—

The *Atharvaved* or *Atharvana* is described as being on the the whole a heterogeneous collection of spells......collection of the most popular current among the masses and consequently breathing the spirit of a prehistoric age. Some

---

(১) গোপথ ব্রাহ্মণ ১।১০ (২) অথর্ব্ব সংহিতা ৬।১২ (৩) অথর্ব্ব সংহিতা ২।৩৩

of its formulas may go back to the most remote ages prior even to the separation of the Indo-Aryans from the Iranians. The fact that the book preserves so much old-world lore makes it rather more interesting and important for the history of civilization than the *Rigveda* itself.

মনীষী Max Muller গোপথ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

A large portion of the Gopatha-Brahmana is taken up with what is called the Virishata, the Una, Yalayama, or whatever else the defects in a sacrifice are called, which must be made good by certain hymns, verses, formulas, or exclamations. There are long discussions on the proper way of pronouncing these salutary formulas, on their hidden meaning, and their miraculous power. The syllable Om, the so-called Vyahritis, and other strange sounds are recommended for various purposes, and works such as the Sarpa-Veda, Pishacha-Veda, Asura-Veda, Itihasa-Veda, Purana-Veda, are referred to as authorities. (i 10.) M M's His p. 451.

গোপথ ব্রাহ্মণের নামকরণ সম্বন্ধে প্রাচীন আচার্য্যগণ কোনরূপ গবেষণা করেন নাই। আমাদের যুক্তিসঙ্গত অনু-মান এই যে, এই গ্রন্থ সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইত। পরবর্ত্তী কালে গ্রন্থ কলেবর বর্দ্ধিত হইয়া মহর্ষি পিপ্পলাদ কর্ত্তৃক অথর্ব্ব ব্রাহ্মণ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। উপনিষদ যুগে এই ব্রাহ্মণ গোপথ ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

অথর্ব্ব সংহিতা যে প্রাচীন কালে ব্রহ্মবেদ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল, তাহা আমরা ত্রয়ী প্রসঙ্গে (১) উল্লেখ করিয়াছি। ঋগ্বেদীয় শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রে (১।১৬) ইহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে। ভারতীয় ভাষ্যকারেরা একবাক্যে ব্রহ্মবেদ বলিয়া অথর্ব্ববেদকে সর্ব্ববেদশীর্ষে স্থাপন করিয়াছেন। আশ্বলায়ন ও শাঙ্খায়ন উভয় গৃহ্যসূত্রেই সর্ব্ব প্রথমেই অথর্ব্ববেদাচার্য্য (২) সুমন্তুর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই জন্যই ব্রহ্মবেদ অথর্ব্ববেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থখানি প্রাচীন কালে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়াছিল।

প্রশ্নোপনিষদের প্রাচীন পাণ্ডুলিপির মুখবন্ধে অথর্ব্ব ব্রাহ্মণের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আচার্য্য শঙ্কর ইহার ভাষ্যপ্রারম্ভে এই গ্রন্থখানিকে অথর্ব্ব ব্রাহ্মণের উপনিষদ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা গোপথ

---

(১) বৈদিক গবেষণা ৪৭—৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা সূত্রের এই অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণকে অথর্ব্ব ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী নামরূপে প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করি।

অথর্ব্ববেদের শাখা-প্রবর্ত্তক পিপ্‌পলাদ, অথর্ব্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদ, মুণ্ডকোপনিষদ ও গর্ভোপনিষদের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। মুণ্ডক, (৩।১) শ্বেতাশ্বতর (৫।৬) ও যাস্কীয় নিরুক্তির চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে। এই সমস্ত প্রমাণ আলোচনা করিয়া আমরা মহর্ষি পিপ্পলাদকে অথর্ব্ববেদীয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া মত প্রকাশ করিতেছি।

প্রশ্নোপনিষদ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, উপনিষদবিৎ পিপ্পলাদ, কৌশল্যা অশ্বলায়ন, বৈদর্ভী ভার্গব, কবন্ধী কাত্যায়ন ও কোশল নৃপতি হিরণ্যনাভ প্রভৃতি মনীষীগণের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি অথর্ব্বাখ্য ভৃগুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অথর্ব্ব পিপ্পলাদ (১) নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

গোপথ ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব ও উত্তর নামক দুই খণ্ডে বিভক্ত। অথর্ব্ববেদ পরিশিষ্টে লিখিত আছে যে, এই গ্রন্থের প্রপাঠক সংখ্যা একশত। এক্ষণে মাত্র একাদশটী দৃষ্ট হইয়া থাকে। পঞ্চ প্রপাঠকযুক্ত পূর্ব্ব খণ্ড বিবিধ মন্ত্রে ও নানাবিধ ঐতিহাসিক বিষয়ে পরিপূর্ণ। ষষ্ঠ প্রপাঠক সম্বলিত উত্তর খণ্ড হইতে বহুবিধ কর্ম্মকাণ্ড ও শ্রৌতযজ্ঞের বিবরণ অবগত হইতে পারা যায়।

---

(১) অথর্ব্ব পৈপ্পল নামে একখানি উপনিষদ বিদ্যমান আছে।

এই ব্রাহ্মণের বহু উপাখ্যান শতপথ ব্রাহ্মণের একাদশ ও দ্বাদশ কাণ্ডে গৃহীত হইয়াছে।

ত্রিশ মুহূর্ত্তে একদিন এবং ৩৬০ দিনে বা ১২ মাসে এক বৎসর এইরূপ গণনা গোপথ ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পণ্ডিতবর Max Muller সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার বিশ্ব-বিশ্রুত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে (৪৪৫-৪৫৫ পৃষ্ঠা) গোপথ ব্রাহ্মণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করেন। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল ও পণ্ডিত হরচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ১৮৭০-৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ মার্কিণ বৈদিক Bloomfield সংহিতা ও ব্রাহ্মণের ইংরেজী অনুবাদ সম্পন্ন করিয়াছেন।

অন্যান্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থের ন্যায় ইহার আরণ্যক দেখিতে পাওয়া যায় না। অথর্ব্ববেদ পরিশিষ্টের প্রমাণে অবগত হওয়া যে, কাল প্রভাবে ইহার আরণ্যকাংশের বিনাশ সংঘটিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের বহু উপনিষদ বিদ্যমান আছে। এ পর্য্যন্ত ২৩৫ খানির নাম জানা গিয়াছে। এইগুলির মধ্যে প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য ও নৃসিংহতাপিনী এই চারিখানিই সমধিক প্রসিদ্ধ।

শঙ্করাচার্য্য, নারায়ণ ভট্ট, রঙ্গরামানুজ, ভট্টভাস্কর, আনন্দ-তীর্থ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উপনিষদগুলির ভাষ্য, বৃত্তি ও টীকা রচনা করিয়াছেন। Burnell, Buhler, Kilhorn, Haug, রাজেন্দ্রলাল, রামমোহন প্রভৃতি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পণ্ডিতেরা বহু উপনিষদ ভাষান্তরিত করিয়াছেন। Dr. Winternitz রচনার কাল-বিচারপূর্ব্বক সমগ্র উপনিষদ গ্রন্থকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সার-সঙ্কলন।

এই অধ্যায়ে বৈদিক সাহিত্যের দ্বিতীয় ভাগের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ফলিতার্থ আলোচিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, বেদের ন্যায় প্রামাণ্য কিনা, তদ্বিষয়ে ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণের বিচার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৈদিক যুগে যে সমস্ত অরণ্যে আরণ্যক অধীত ও কর্ম্মবহুল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, সেই সকল অরণ্যগুলিই যে তৎকালে তীর্থে পরিণত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে। ধর্ম্মারণ্য কুরুক্ষেত্রকে আদি তীর্থ এবং নৈমিষারণ্যকে তাহার সমসাময়িক তীর্থ বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। "পৌরাণিক যুগে তীর্থের নামকরণ হইয়াছিল," এই ভ্রান্ত মত নিরসন জন্য, বেদ, ব্রাহ্মণ ও সূত্র হইতে "তীর্থ" শব্দ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উপনিষদের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। প্রায় সমগ্র ব্রাহ্মণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ শতপথ ব্রাহ্মণের আলোচনা অবসরে যাজ্ঞবল্ক্য, বাজসনেয় ও শতপথ শব্দের অর্থ আলোচিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও কল্প গ্রন্থের রচয়িতা ঋষিগণের নামের উত্তরে পাণিনির "ণিনি" প্রত্যয় আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের কাল ও স্থান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য গৃহীত উপনিষদগুলিকে মৌলিক-রূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের পরিচয় অবসরে

ঘোর আঙ্গিরস-শিষ্য কৃষ্ণ দেবকীপুত্র ও যিশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা পাশ্চাত্য মতবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে।

A gist of the Chapter II.

An explanation and an interpretation of the second part of Vedic literature i.e. of the Brahmanas, the Aranyakas, and the Upanishads have been given. The views of the Pandits of India as to the proofs of the Brahmanas like those of the Vedas have been discussed. Proofs have been cited of the fact that the forests wherein the Aranyakas was studied and religious sacrifices were performed were afterwards changed into holy places. Dharmaranya Kurukshetra, has been proved to be the first Tirtha and Naimisaranya has been counted as its contemporary one. To contradict the erroneous view that the name of *Tirtha* or pilgrimage was coined in the Puranic age, the word "Tirtha" has been taken from the Vedas, the Brahmanas and the Sutras. The import and the purpose of Upanishad have been dwelt upon at length. A synopsis of almost all the Brahmanas has been given. In

connection with the review of "Satapatha-Brahmana" in the Vedic literature, the meanings of Yajnavalkiya, Vajasaneya and Satapatha have been critically studied. In the Brahmanas and the Kalpas. the suffix 'Nini' of Panini (4. 3. 105) has been discussed and explained. The time and the place of the great sage Yajnavalkiya have been related in detail. Taking the Upanisads of Sankaracharyya to be the original ones we have described them in a nut-shell. In the discussions of the Chhandogyopanishad of the Sama-Vedas the western ideas about Krishna Devakiputra and a disciple of Ghore Angirasa and Jesus Christ have been gainsaid.

তৃতীয় অধ্যায়।

বৈদিক যুগ।

সূত্র সাহিত্য।

আমরা এক্ষণে বৈদিক সাহিত্যের তৃতীয় অর্থাৎ শেষ ভাগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দ এই ছয়টী শাস্ত্রকে প্রাচীনেরা বেদাঙ্গ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ছন্দ বেদরূপী ভগবানের চরণ, কল্প বাহু, জ্যোতিষ চক্ষু, নিরুক্ত কর্ণ, শিক্ষা নাসিকা এবং বদন ব্যাকরণ।

যাস্কের নিরুক্তে (১।২০) বেদাঙ্গের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষা, কল্প প্রভৃতি নামগুলির উল্লেখ নাই। সামবেদীয় ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে (৪।৭) বেদাঙ্গের সংখ্যার উল্লেখ আছে। শৌনককৃত চরণব্যূহে, মনুসংহিতায় এবং ছান্দোগ্য ও মুণ্ডকোপনিষদে ষড়ঙ্গ বেদাঙ্গের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শতপথ ব্রাহ্মণান্তর্গত বৃহদারণ্যকে (১) এবং তাহার ভাষ্যে বেদাঙ্গের অর্থ বিষদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ষড়শাস্ত্রসম্বলিত বেদাঙ্গের দ্বিতীয় অঙ্গ কল্প আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইলেও আমরা অবশিষ্ট শাস্ত্রপঞ্চকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইখানে প্রদান করিব।

---

(১) আরণ্যক ও উপনিষদ সম্বলিত ব্রাহ্মণের এই অংশকে আমরা পরবর্ত্তী সংযোজন বলিয়া প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছি। বৈদিক গবেষণা ১৪৭ পৃষ্ঠা।

বেদাঙ্গের প্রথম অঙ্গের নাম শিক্ষা। সুপণ্ডিত ভরত অমরকোষের টীকায় লিখিয়াছেন, বর্ণ, স্বর, মাত্রা ও উচ্চারণাদি শিক্ষা শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। আচার্য্য সায়ণ সংহিতা উপনিষদ ভাষ্যে শিক্ষার অনুরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য গবেষকগণ শিক্ষা শাস্ত্রকে অপ্রাচীন বলিয়া মত প্রকাশ করিলেও আমরা তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৫।১) সর্ব্ব প্রথমে শিক্ষার নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আমাদের যুক্তিসঙ্গত অনুমান এই যে, বেদাঙ্গীভূত শিক্ষা গ্রন্থ কাল-প্রভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

যে সমস্ত শিক্ষা গ্রন্থ এক্ষণে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পাণিনীয় শিক্ষা, মাণ্ডুকীয় শিক্ষা ও নারদীয় শিক্ষা সমধিক উল্লেখযোগ্য।

বেদাঙ্গের তৃতীয় অঙ্গের নাম ব্যাকরণ। ইতিপূর্ব্বে (১) আমরা প্রাচীন গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছি। এইরূপ ইচ্ছা আছে যে বৈদিক গবেষণার দ্বিতীয় খণ্ডে "ভাষা, ব্যাকরণ ও লিখন প্রণালী" নামে একটী বিস্তৃত অধ্যায় সংযোজন করিব। এই জন্য যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে প্রাচীন ভারতের পরম গৌরব ব্যাকরণ শাস্ত্রের সহিত পাঠকবৃন্দকে পরিচিত করিতেছি।

বেদাঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণ শাস্ত্রই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সংহিতার সুক্তসমূহ আলোচনা

---

(১) বৈদিক গবেষণার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিশিষ্ট (১০৯ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শব্দের উচ্চারণ শুদ্ধির জন্য প্রাগ্বৈদিক যুগে ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছিল। সুপণ্ডিত সায়ণ স্বীয় ঋক্-ভাষ্যে, তৈত্তিরীয় সংহিতার (৬।৪।৭।৩) প্রমাণাবলম্বনে বিশ্‌পতি ইন্দ্রকে পৃথিবীর আদি বৈয়াকরণ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। জার্ম্মাণ অধ্যাপক C. Lassen তাঁহার জগদ্বিখ্যাত Indische Alterthumskunde নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৭৫ পত্রাঙ্কে এই উক্তি গ্রহণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে Weber লিখিয়াছেন;—

"All that is there stated, indeed, is that *vach* was *vyàkrita* by Indra; manifestly, however, the later myths which do actually set up Indra as the oldest grammarian connect themselves with this passage."

বৈদিক যুগেই যে ব্যাকরণের নামকরণ হইয়াছিল, তাহা প্রমাণ জন্য তৈত্তিরীয় সংহিতার (কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ) যজুটীর শেষাংশ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যত তদেতৎ ব্যাকরণস্য বাকরণত্বম্॥

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।৩০) শব্দের উচ্চারণ ও ব্যুৎপত্তিবোধক ব্যাকরণের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৭।১২) শিক্ষাং ব্যাখ্যাং শ্যামঃ। বর্ণা স্বরাঃ। মাত্রাবলম্ প্রভৃতি পরিভাষার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গোপথ ব্রাহ্মণে (১।২৪) কিং বচনম্, কা বিভক্তি, কিং বৈ ব্যাকরণম্, কতি মাত্রা, কতি বর্ণা প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈদিক প্রতিশাখ্যসমূহকে প্রাচীন ব্যাকরণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যথা স্থানে আমরা এইগুলির আলোচনা করিব।

ইতিপূর্ব্বে আমরা পাণিনির অমর কীর্ত্তি অষ্টাধ্যায়ী সূত্রের (অষ্টকম্ পাণিনীয়ম্) পরিচয় প্রদান করিয়াছি। এই গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পাণিনির পূর্ব্বেও বহু বৈয়াকরণ বিদ্যমান ছিলেন। সুপণ্ডিত Goldstukar তাঁহার পাণিনি গ্রন্থে আপিসলি, কাশ্যপ, গার্গ্য, গালব, চক্রবর্ম্মা, ভারদ্বাজ, শাকটায়ন, শৌনক ও স্ফোটায়ন এই কয় জনকে উল্লেখযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রণীত কোন গ্রন্থ এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না।

পাণিনির প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য মনস্বী G. Buhler জৈন পণ্ডিত যক্ষবর্ম্মার "চিন্তামণি বৃত্তি" (১) অবলম্বনে লিখিয়াছেন ;—"Panini an improved, completed and in part remodelled edtion of Sakatayana" পক্ষান্তরে সুবিজ্ঞ Burnell বংশ ব্রাহ্মণের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন ;—Many of Sakatayana's rules are on the contrary, based upon Panini

(১) শাকটায়ন প্রণীত শব্দানুশাসন গ্রন্থের উপর এই বৃত্তি (Explanation) লিখিত হইয়াছিল।

পাণিনি ও তাঁহার পরবর্ত্তী ব্যাকরণশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত-গণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ইতিপূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে। (১)

বেদাঙ্গের চতুর্থ অঙ্গের নাম নিরুক্ত। ইতিপূর্ব্বে আমরা যাস্কীয় নিরুক্ত ও নিঘণ্টুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। এই দুইখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সম্বন্ধে বহু বিষয় বলিবার থাকিলেও আমরা স্থানাভাবে তাহার আলোচনায় বিরত হইলাম।

বেদাঙ্গের পঞ্চম অঙ্গ জ্যোতিষ শাস্ত্রকে অপ্রাচীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা গভীর গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের সুপ্রনালীবদ্ধ যুক্তি-পরম্পরার অনুসরণ করিলে স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, সংস্কৃত "যবন" শব্দটার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই এই গবেষণা সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে। তাঁহারা যবন অর্থে Ionian Greek অর্থাৎ গ্রীক জাতি সিদ্ধান্ত করিয়া পাণিনি হইতে স্মৃতি, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতি যাবতীয় গ্রন্থকে অপ্রাচীন অভিধা প্রদান করিয়াছেন। ইহা বলিলে অন্যায় হইবে না যে, একমাত্র যবন শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পণ্ডিতেরা উপরোক্ত শাস্ত্রসমূহকে, বিশেষতঃ বহু জ্যোতিষ গ্রন্থকে গ্রীকবীর আলেকজেণ্ডারের পরবর্ত্তীকালে রচিত বলিয়া প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে (৪।১।৪৯) যবনানী এই সূত্রটী লিখিত হইয়াছে। কাত্যায়ন স্বীয় বার্ত্তিকে "লিপি"

(১) বৈদিক গবেষণা, ১০৮ ও ১০৯ পৃষ্ঠা।

বলিয়া উহার বৃত্তি করিয়াছেন। ইহা হইতে Weber প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ লিপি অর্থে গ্রীক লিপি সিদ্ধান্ত করিয়া ভিত্তির প্রথম প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন।

যবন শব্দে যে মাত্র গ্রীক জাতি বুঝাইবে, অন্য জাতি বুঝাইবে না, তাহা সুপ্রমাণ করিবার জন্য পণ্ডিতেরা পাণিনির একটী বিখ্যাত সূত্রের উল্লেখ করিয়া থাকেন। সূত্রটী এই ;—

পাণিনি সূত্র, অনদ্যতনে লঙ্। ৩।২।৩

কাত্যায়ন বার্ত্তিকে ইহার বৃত্তি (Explanation) লিখিয়াছেন ;—

পরোক্ষে চ লোকবিজ্ঞাতে প্রয়োক্তুর্দর্শনবিষয়ে।

পতঞ্জলি, মহাভাষ্যে স্বীয় উক্তিসহ যে উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এইরূপ ; পরোক্ষে চ লোকবিজ্ঞাতে প্রয়োক্তুর্দর্শনবিষয়ে লঙ্ বক্তব্যঃ। অরুণদ্ যবনঃ সাকেতম্। অরুণদ্‌যবনো মাধ্যমিকান্। পরোক্ষ ইতি কিমর্থং। উদগাদাদিত্যঃ। লোক বিজ্ঞাত ইতি কিমর্থং। চকার কটং দেবদত্তঃ। প্রয়োক্তুর্দর্শনবিষয় ইতি কিমর্থং। জঘান কংসং কিল বাসুদেব।—

কৈয়ট, মহাভাষ্যের টীকা, মহাভাষ্যপ্রদীপে লিখিয়াছেন ; পরোক্ষে চেতি। অননুভূতত্বাৎ পরোক্ষাঽপি প্রত্যক্ষযোগ্যতামাত্র শ্রয়েণ দর্শন বিষয় ইতি বিরোধাভাবঃ।

নাগোজি ভট্ট, মহাভাষ্য প্রদীপের টীকা ভাষ্যপ্রদীপোদ্যত গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—ভাষ্যে জঘানেতি কিম্। স বধো হি নেদানীন্তনপ্রয়োক্তুর্দর্শনযোগ্যোঽপীত্যর্থঃ। অরুণদিত্যুদাহরণে তু তুল্যকাল প্রবর্ত্তন ইতি বোধ্যং॥

মহাভাষ্য ভাসিত "অরুণদ্ যবনঃ সাকেতম্" ও "অরুণদ্ যবনো মাধ্যমিকান্" এই দুইটী উদাহরণ হইতে সুপণ্ডিত Lassen, Goldstukar প্রভৃতি পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করেন যে, মহাভাষ্যের যবন গ্রীক নৃপতি Menandarকে সূচিত করিতেছে। (১) কারণ, Menandar সাকেত অর্থাৎ অযোধ্যা এবং মধ্যমিকা অর্থাৎ মথুরা দেশ জয় করিয়াছিলেন এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি মিনাণ্ডারের সমসাময়িক ছিলেন।

এই উক্তি বিচারসহ নহে।

খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫৫ অব্দে মিনাণ্ডার স্বীয় রাজধানী কাবুল নগর হইতে বহির্গত হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণপূর্ব্বক সিন্ধু-সাগর সঙ্গমের নিকটবর্ত্তী সমগ্র প্রদেশ জয় করিয়া রাজপুতনার দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি যে অযোধ্যা ও মথুরা বিজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান নাই। পক্ষান্তরে অবগত হওয়া যায় যে, ১৮৪ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে মহাবীর পুষ্যমিত্র বা পুষ্পমিত্র মগধের সিংহাসনে আরোহণ-পূর্ব্বক গ্রীক মিনাণ্ডারকে পরাজিত করিয়া ভারত-বিজয় সম্পন্ন করেন। মহাভাষ্যের প্রমাণানুসারে আমরা জানিতে পারি যে, পতঞ্জলি পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধসহ রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন।

পতঞ্জলি যে দুইটী উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা যে

---

(১) Bactrian Greek সম্বন্ধে বৈদিক গবেষণা ১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল, তাহা বিশ্বাস করিবার যুক্তি সঙ্গত কারণ আছে। অপ্রাচীন বাদী বেবারও লিখিয়াছেন ;—"* *

* Patanjali may possibly have found these examples already current."

ফলতঃ মহাভাষ্যের প্রমাণানুসারে যবন ও গ্রীক একার্থক-রূপে গৃহীত হইতে পারে না, বা যবনানী অর্থে গ্রীক লিপি বুঝাইবে না।

মহাকবি কালিদাস জগদ্বিখ্যাত শকুন্তলা নাটকে মহারাজ দুষ্মন্তকে (দুষ্যন্ত) ধনু ধারিণী যবনী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত বলিয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা ব্যপদেশে Professor Williams লিখিয়াছেন ;"Who these women were has not been accurately ascertained. Yavna properly Arabia, but is also a name applied to Greece. (1) বিক্রমোর্ব্বশী হইতে অনুরূপ উক্তি উদ্ধৃত করিয়া Professor Wilson লিখিয়াছেন ; A Yavani, which is rather inexplicable. * * * * * perhaps Tartarian on Bactrian women may be intended. (2)

কবিকুলকেশরী কালিদাস আলেকজেণ্ডারের পরবর্ত্তী কালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই, তিনি যে বংশ-মর্য্যাদায় মহনীয়, মহামানব মনুর দৌহিত্র, ইলাবৃতবর্ষে ভূমিষ্ঠ

(1) Translation of Sokuntala, Page 35

(2) Hindu Theatre, Vo 11 Page 261.

রাজ্ঞী ইলার পুত্র পুরূরবাকে গ্রীক প্রহরিণী পরিবৃত বলিয়া কবিতা রচনা করিবেন, এরূপ কল্পনা একান্তই অসার অশোভন ও অশ্রদ্ধেয়। রাজচক্রবর্ত্তী ভরত, যাঁহার নামে ভারতবর্ষের নামকরণ হইয়াছিল, তাঁহার জনক দুষ্মন্ত সম্পর্কে আমরা অনুরূপ উক্তি করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি যে, মহাকবি-লিখিত যবন অর্থে গ্রীক না বুঝাইয়া অপর কোন প্রাচীন জাতি বুঝাইবে।

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা গ্রীক "আইয়োনিয়ান" (Ionian) হইতে ভারতীয় যবন শব্দের উৎপত্তি কল্পনা করিয়া থাকেন। ঐতিহাসিক J. B Bury, M. A. তাঁহার History of Greece (1929) গ্রন্থে যে Chronological Table দিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে ১৩০০ হইতে ৯০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত গ্রীক-অধ্যুষিত এসিয়া-মাইনর আইয়োনিয়া নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। আলেক-জেণ্ডারের ভারত আক্রমণ কালে (৩২৬ খৃঃ পূঃ) সুপ্রাচীন Ionia গ্রীক পুরাবৃত্তের অতীত অধ্যায়ে স্থান লাভ করিয়া-ছিল। আলেকজেণ্ডার আপনাকে গ্রীসিয়ান ও মাসিডোনিয়ান নামে পরিচিত করিয়াছিলেন, কুত্রাপি আইয়োনিয়ান বলিয়া আত্ম-পরিচয় জ্ঞাপন করেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক Arrian ও Plutarch সর্ব্বত্রই তাঁহাকে মাসিডোনিয়ান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই অবস্থায় আইয়োনিয়া হইতে যবন শব্দের উৎপত্তি অনুমান করা কষ্ট-কল্পনার নামান্তর।

পাশ্চাত্য বিবুধমণ্ডলীর কেহ কেহ হিব্রু Javan এবং পারসিক ও আরবিক Yunan শব্দ হইতে যবনের উৎপত্তি অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত "যু" ধাতু হইতে যখন যবন শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে, তখন দেশান্তর হইতে অনুমান-মূলক ও উচ্চারণ সাদৃশ্য সূচক শব্দ গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না।

"যু" ধাতু নিস্পন্ন যবন শব্দের অর্থে (যৌতি মিশ্রয়তি বা মিশ্রীভবতি সর্ব্বত্র জাতিভেদাভাবাৎ ইতি যবনঃ। যুনমিশ্রণেঽস্মাৎ অধিকরণে অণট্।) যে জাতিভেদ রহিত মিশ্রজাতি বুঝাইয়া থাকে, তাহার পৌরাণিক প্রমাণ প্রদর্শিত হইতে পারে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস মহাভারতের ও পুরাণের সুদৃঢ় প্রস্তর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মনুসংহিতায় ও বিষ্ণুপুরাণে যবন জাতিরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভারতে যবনের উৎপত্তির ইতিহাস ব্যাপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি বশিষ্ঠের গাভী হইতে বিবিধ যোদ্ধৃজাতিসহ যবনের উৎপত্তির কাহিনী অবিশ্বাস্য হইলেও উহা যে বেদমূলক তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। ঋগ্বেদ প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের (১) বিরোধ কাহিনীর সহিত রামায়ণ ও মহাভারতের যোগসূত্র রক্ষা করিয়া আমরা বলিতে ইচ্ছা করি যে,

---

(১) ঋগ্বেদ ৩।৫৩।৩৪ ; ৭।৩৩।৬ ; Signor de Gubernatis তাঁহার Rivist Orientale গ্রন্থের ৪০৯ ও ৪৭৮ পত্রাঙ্কে, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও সুদাসকে যথাক্রমে সূর্য্য, অগ্নি ও অশ্ব নামে রূপকমণ্ডিত করিয়া তাঁহাদের ঐতিহাসিক সত্তা অস্বীকার করিয়াছেন।

ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের হস্ত হইতে গোধন রক্ষার জন্য যে সমস্ত অভারতীয় যোদ্ধৃজাতি আনয়ন করিয়াছিলেন, যবন জাতি তাহাদেরই অন্যতম। আমরা এই জাতিকে অথর্ব্ববেদ প্রশংসিত, মধ্য এসিয়াবাসী ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করিতে ইচ্ছা করি।

মহর্ষি তণ্ডি রচিত তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে (১৭ অধ্যায়) ব্রাত্য সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে (১) ব্রাত্যগণের ভারতাগমন বৃত্তান্ত এই ব্রাহ্মণ হইতে (Weber কৃত ইংরাজী অনুবাদ) উদ্ধৃত করিয়াছি। এইখানে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি।

এই ব্রাত্যগণ যুদ্ধ রথ পরিচালনা করিত, ধনু ও বর্ষা ধারণ করিত। তাহারা মস্তকে উষ্ণীষ এবং রক্ত-প্রান্ত-পরিচ্ছদ পরিধান করিত। * * তাহাদের নায়কেরা ধূসর বর্ণের পরিচ্ছদ এবং রৌপ্যনির্ম্মিত কণ্ঠহার গলদেশে ধারণ করিত। * * তাহাদের ভাষা ব্রাহ্মণের হইলেও বহু উচ্চারণ বৈষম্য ছিল।

এই ব্রাত্য যে যুদ্ধ-ব্যাবসায়ী জাতি তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। তণ্ডি ব্রাহ্মণে ব্রাত্যগণ বেদমন্ত্র অবগত ছিল না, এইরূপ শ্রুতি আছে।

অথর্ব্ববেদ (২) প্রশংসিত, তণ্ডি ব্রাহ্মণে (৩) উল্লিখিত, পাণিনি

---

(১) বৈদিক গবেষণা ১৫৭ ও ১৫৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(২) অথর্ব্ববেদ, ১৫ কাণ্ড।

(৩) তাণ্ড ব্রাহ্মণ, ১৭ অধ্যায়।

সূত্রে (১) সিদ্ধ, ব্রাত্য জাতি বেদানভিজ্ঞতা নিবন্ধন, সমাজে অনাদৃত হইয়া কালক্রমে যবন জাতিতে পরিণত হইয়াছিল।

বৈদিক গবেষণা হইতে আমরা প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করি যে, সর্ব্বপ্রথমে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য (২) এই জাতিকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। পরে মহর্ষি লাট্টায়ন (৩) ও কাত্যায়ন (৪) ব্রাত্য জাতিকে অসবর্ণ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। মহর্ষি বৌধায়ন (৫) স্পষ্টরূপে অসবর্ণজাত জাতি সমূহকে ব্রাত্য নামে অভিহিত করেন।

মনু তাঁহার সংহিতার বহু স্থলে যবন জাতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এক স্থানে (১০।৪৩–৪৪) তাহাদিগকে কাম্বোজ, শক, পারদ, পহ্লব প্রভৃতি জাতির সমপর্য্যায়ভুক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুপণ্ডিত Muir মহাভারত হইতে অনুরূপ উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত ও বিবিধ পুরাণ গ্রন্থ হইতে ব্রাত্যের যবন সংজ্ঞা-সূচক বহু প্রমাণ সমাহৃত হইতে পারে।

আমাদের যুক্তি সঙ্গত অভিমত এই যে, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক আনীত, যযাতির পুত্র তুর্ব্বসু দ্বারা রক্ষিত, সুপ্রাচীন ব্রাত্য জাতি পৌরাণিক যুগে যবনাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার

---

(১) অষ্টাধ্যায়ী সূত্র, ৫।৩।১০৩

(২) শুক্লযজুঃ অর্থাৎ বাজসনেয় সংহিতা ৩০।৮

(৩) লাট্টায়ন শ্রৌতসূত্র, ৮।৬।২, ৭;৮

(৪) কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র, ২২।৪।৩

(৫) বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র, ১।৯।১৬—১৭

বহু বর্ষ পরে, আরব জাতির ভারতাক্রমণের কাল হইতে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রতি এই নাম প্রযুক্ত হইয়াছিল। স্মৃতিকারেরা সাবিত্রী-পতিত বলিয়া ব্রাত্যের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল না। (১)

বেদাঙ্গীভূত জ্যোতিষিক তত্ত্বগুলি যে বহু পুরাতন এবং জ্যোতিষের মূল সূত্রসমূহ যে প্রাচীন ভারতবর্ষেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে (২) আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছি। দ্বিরুক্তি দোষ পরিহার জন্য আমরা এক্ষণে তাহার আলোচনায় বিরত হইলাম।

সমগ্র ইউরোপীয় ও অধিকাংশ ভারতীয় পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে গ্রীক Zodiac হইতে ভারতীয় রাশিচক্র গৃহীত হইয়াছে। প্রধানতঃ উভয় রাশিচক্রে মেষরাশিতে বর্ষারম্ভ (৩) দেখিয়া তাঁহারা এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। ভারত-গৌরব বাল গঙ্গাধর তিলক (৪) এই উক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য গবেষকগণ গ্রীসের রাশিচক্র সঙ্কলন কাল ৯৭০ খৃঃ পূর্ব্ব হইতে ৭০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। ভারতীয় ঋষিগণ যে তাহার সহস্র বর্ষ পূর্ব্ব

---

(১) Muir's Sanskrit Text. 2nd Ed. I Page 481-482.

(২) বৈদিক গবেষণা, ৮৫—৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) India, What can it teach us? Page 323—324.

(৪) The Orion, Page 204—205.

হইতে, মাস, বৎসর প্রভৃতি নির্ণয় করিবার জন্য, রাশি ও নক্ষত্রাদির সহিত পরিচিত ছিলেন, তাহার বহু বৈদিক প্রমান বিদ্যমান আছে। উদাহরণরূপে আমরা ঋগ্বেদের ১।২৫।৮; ১।৪১।৪; ১।১১০।২; ৫।৪৫।৭—৮; ১০।৮৫।১ প্রভৃতি মন্ত্রের উল্লেখ করিতে পারি। মন্ত্রগুলি আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতিভাত হইবে যে, প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ রাশিচক্র, অয়নবৃত্ত, বিষুববৃত্ত, ক্রান্তিপাত, দ্বাদশ মাস-বিভাগ প্রভৃতি জ্যোতিষিক তত্ত্ব সম্যকরূপ অবগত ছিলেন।

গণিত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ফরাসী বৈজ্ঞানিক M. Biot ঋগ্বেদের মধ্যে (১।৫০।২; ১০।৮৫।২;) অষ্টবিংশতি নক্ষত্রের উল্লেখ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সপ্তবিংশ নক্ষত্রে রাশিচক্র বিভাগ হিন্দুরা চীনদিগের "Sieu" হইতে গ্রহণ করিয়াছিল। বেদ-মৌলিকতা বিনষ্টকারী এই অশ্রদ্ধেয় মতবাদের উপর ভিত্তি-স্থাপনপূর্ব্বক Prof. Lassen তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থে (১) লিখিয়াছেন যে, খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে চৈনিক নক্ষত্র বিভাগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

বিবিধ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বিশেষতঃ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে (৪।৪।১০।১৩) সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের সম্যক পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সুপ্রাচীন বৈদিক দেবতাগণের নাম হইতেই অধিকাংশ নক্ষত্রের এবং নক্ষত্রের

(১) Indian Antiquities, P. 747.

নাম হইতেই দ্বাদশ মাসের নামকরণ হইয়াছিল। সুপণ্ডিত Whitney, তাঁহার সূর্য্য-সিদ্ধান্ত গ্রন্থে ইহার পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। (১)

মহর্ষি বাল্মিকী যে আলেকজেণ্ডারের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। তিনি স্বরচিত রামায়ণে (বালকাণ্ড, অষ্টাদশ অধ্যায়) লিখিয়াছেন, শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম কালে রবি মেষরাশিতে, মঙ্গল মকররাশিতে, শনি তুলা-রাশিতে এবং শুক্র মীনরাশিতে অবস্থিত ছিলেন।

Dr Weber অনন্যসাধারণ বিচার-বুদ্ধি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, ত্রিকোণ, যুক, অর, দ্রেক্কাণ প্রভৃতি ভারতীয় জ্যোতিষিক শব্দ গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। আমরা এই উক্তির প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, Weber প্রদর্শিত শব্দগুলি যখন সংস্কৃত ধাতু দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে, তখন মাত্র নাম-সাদৃশ্য নিবন্ধন তাহাদিগকে অভারতীয় বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না। সংস্কৃতসহ যাবতীয় আর্য্যভাষা বৈদিক"ভাষা" হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই সমস্ত ভাষার মধ্যে বহু শব্দ-সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উদাহরণরূপে আমরা সুপ্রাচীন "ত্রি" শব্দের সহিত গ্রীক Tres, স্যাক্সন Thres, সুইডিস Tre, জারমান Drie, ফরাসী Trois, ইটালিয়ান Tre,লাটিন Tres শব্দের উল্লেখ করিতে পারি। "কোণ" শব্দের সহিত

---

(১) প্রবন্ধ কলেবর বর্দ্ধিত হইবার আশঙ্কায় আমি এই বিষয়ের প্রমাণগুলি মুদ্রিত করি নাই। (প্রকাশক)

ফরাসী Cona, ইটালিয়ান Cono, লাটিন Conus শব্দের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইতে পারে।

প্রাচীন চীন পঞ্জিকায় শীত ঋতুর তিনটী মাস যথাক্রমে Pehoua, Mokue ও Pholkuna নামে উল্লিখিত আছে। ইহা হইতে কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করেন যে, ভারতীয়েরা চৈনিকদিগের নিকট হইতে পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসের নাম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু আমরা যখন বৈদিক যুগে আবিষ্কৃত পুষ্যা, মঘা ও ফাল্গুনী নক্ষত্র হইতে মাসত্রয়ের নামকরণের প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি, তখন কিছুতেই পণ্ডিতগণের অনুমানমূলক গবেষণার প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।

ফলতঃ, জ্যোতিষিক আবিষ্কারের উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের বিচারে, ভারতীয় ঋষিগণই যে প্রথম অভিধা প্রাপ্ত হইবার সম্পূর্ণ অধিকারী, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

বেদাঙ্গের ষষ্ঠ অঙ্গের নাম ছন্দঃ। ছন্দ শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে মতভেদ বিদ্যমান থাকিলেও "ছন্দঃ" শব্দ যে অতি প্রাচীন তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। প্রাগ্বৈদিক যুগে যখন বিদ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বেদের নামকরণ হয় নাই তখন সাম, মন্ত্র ও ছন্দ যে একার্থকরূপে ব্যবহৃত হইত, তাহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান আছে। (১)

এইরূপ প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে যে, মানবের বাগিন্দ্রিয় হইতে সর্ব্ব প্রথমে "অ", "উ" ও "ম" শব্দ উচ্চারিত

(১) বৈদিক গবেষণা ১৫—১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইয়াছিল। এই জন্য এই তিনটী শব্দযোগে উৎপন্ন "ওম" শব্দ ব্রহ্মের প্রতীকরূপে বেদে, ব্রাহ্মণে, আরণ্যকে, উপনিষদে, সূত্র সাহিত্যে ও পরবর্ত্তী যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বরণীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। এই দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থি-মোচন বর্ত্তমান প্রস্তাবে সম্ভবনীয় নহে।

পণ্ডিতমণ্ডলীর কেহ কেহ উপরোক্ত শব্দত্রয় হইতে নিবৃত্তিমার্গে "ওম" ও প্রবৃত্তিমার্গে "মা" শব্দের উৎপত্তি কল্পনা করিয়া থাকেন।

বাগিন্দ্রিয়ের অনুকম্পন জাত "ওম" শব্দকে আমরা আদি ছন্দরূপে অভিহিত করিতে ইচ্ছা করি। এইরূপ অনুমান দোষদুষ্ট হইবে না যে, পরবর্ত্তী কালে রথন্তর (১) সাম রচয়িতা, জগতের আদি কবি, ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি অঙ্গিরার জননী ব্রাহ্মণী গায়ত্রী দেবীর নামে গায়ত্রী ছন্দের নামকরণ

---

(১) অভি ত্বা শূর নোনুমহদুগ্ধা ইব ধেনবঃ।
ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিংদ্র তস্থুষঃ॥

সামবেদীয় আরণ্যগানের (২।১।২১) এই গীতিমন্ত্র "রথন্তর সাম" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মন্ত্রটী মহর্ষি বসিষ্ঠ কর্ত্তৃক "প্রগাথ" অর্থাৎ গীতিরূপে ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ৩২ সূক্তের ২২ মন্ত্রে দৃষ্ট হইয়াছে। এই গীতি ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে মানব জাতির সর্ব্বপ্রথম রচনা বলিয়াই সমগ্র বেদে, ব্রাহ্মণে ও পুরাণে রথন্তর সাম বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। (বৈদিক গবেষণা ৪০ পৃষ্ঠা)

মুদ্রণ প্রমাদ নিবন্ধন, ঋগ্বেদ ৭।৩২।২২ স্থলে, প্রথম অধ্যায়ের সার সঙ্কলন প্রস্তাবে বাঙ্গালায় (২৭ পৃঃ) ৮।৩২।১২ এবং ইংরাজীতে 8. 32. 22. এইরূপ বিভাগ লিখিত হইয়াছে।

হইয়াছিল। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় পুরুষসূক্তে (৭।১।১।৪—৯) গায়ত্রীচ্ছন্দো রথন্তরং সাম ইতি মন্ত্র, গীতার (১০।৩৫) গায়ত্রী ছন্দসাম্ অহম্ ইতি শ্লোক প্রমাণ স্বরূপে উদ্ধৃত হইতে পারে। মনুসংহিতার ভাষ্যকার সুপণ্ডিত মেধাতিথি ৪।১০০ শ্লোকের ভাষ্যে গায়ত্রী ছন্দকে আদি ছন্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদিক যুগে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রে (৩।৬২।১০) গায়ত্রী ছন্দের পূর্ণ রূপ প্রদান করিয়াছিলেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন যে, সুপ্রাচীন "ছন্দ" (বেদার্থে) হইতে পারসিক "জেন্দে"র (বেদার্থে) উৎপত্তি হইয়াছে। ঋষি জরথুস্ত্র যে উষ্টবৈতি ছন্দে জেন্দাভেস্তার গায়ত্রী মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সহিত বৈদিক ছন্দের বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পাণিনি স্বীয় সূত্রে (৪।৩।৭১) "চদি" ধাতুর উত্তর "অসুন" প্রত্যয় করিয়া ছন্দ শব্দ সিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহা হইতে আনন্দ জন্মায় অথবা যে আনন্দ প্রদান করে তাহার নাম ছন্দ।

ঋগ্বেদের (৯।১১৩।৬) ছন্দস্যাং বাচং বদন, ছন্দস্যাং সপ্তছন্দোভিঃ (৫।৫২।১২) ইত্যাদি মন্ত্রের ভাষ্যে আচার্য্য সায়ণ সাতটী বৈদিক ছন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। বররুচি কাত্যায়ন স্বীয় সর্ব্বানুক্রমণীতে, গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুব,বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ ও বৃহতী এই সাতটী বৈদিক ছন্দের সহিত আমাদিগকে পরিচিত করিয়াছেন। বাজসনেয় সংহিতায় গায়ত্রী আসুরী, উষ্ণিক আসুরী ও পঙক্তি আসুরী ছন্দের

উল্লেখ আছে। জেন্দাভেস্তায় ইহাদের প্রচুর প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। (১)

উপরোক্ত সাতটী বৈদিক ছন্দ ব্যতীত বহুসংখ্যক লৌকিক ছন্দ বিদ্যমান আছে।

মহর্ষি বাল্মীকির "মা নিষাদ" (২) ইতি কবিতাটীকে আমরা লৌকিক ছন্দের আদিরূপে গ্রহণ করিতে পারি।

পিঙ্গলকৃত (৩) ছন্দঃ শাস্ত্র বর্ত্তমানে বেদাঙ্গরূপে গণনীয় হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব নামক স্মৃতিগ্রন্থ রচয়িতা বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত হলায়ুধ পিঙ্গল প্রণীত ছন্দঃ শাস্ত্রের টীকা রচনা করিয়াছেন মনীষী বেবার টীকাসহ মূল গ্রন্থের জারমান অনুবাদ সম্পন্ন করিয়াছেন।

সূত্র শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রচুর গবেষণা করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বপ্রথমে শতপথ ব্রাহ্মণের "মধুকাণ্ডে", তাহার পরে আশ্বলায়ন ও শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রে এবং সর্ব্বশেষে পাণিনিসূত্রে সূত্র শব্দের উল্লেখ

---

(১) অসুর শব্দের অর্থ নির্ণয়ে পণ্ডিতেরা প্রচুর গবেষণা করিয়াছেন। বৈদিক গবেষণার ২য় খণ্ডে "আর্য্যজাতির বিভিন্ন স্থানে গমন" শীর্ষক প্রস্তাবে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

(২) মহাকবি ভবভূতি প্রণীত "উত্তর রচিত", ২য় সর্গ।

(৩) Colebrook তাঁহার Essays গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ৬৩ পৃ:) পিঙ্গল ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি একই ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সুবিখ্যাত ষড়্‌গুরুশিষ্য তাঁহাকে পাণিনির কনিষ্ঠ বলিয়াছেন।

দেখিয়া থাকি। আচার্য্য গোল্ডষ্টুকার তাঁহার সুবিখ্যাত "Panini ; His place in Sanskrit Literature" নামক গ্রন্থের ২৬ পত্রাঙ্কে সূত্র ও গ্রন্থ একার্থক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিতবর রোথ ও বোটলিং (১) ভারতীয় লিখন প্রণালীকে অপ্রাচীন করিবার জন্য এবং সুবিজ্ঞ বেন্‌ফে (২) উহা সেমিটিকগণ হইতে গৃহীত হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সূত্রের বিকৃতার্থ করিয়াছেন। আমরা "ভাষা, ব্যাকরণ ও লিখন প্রণালী" শীর্ষক প্রস্তাবে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব।

বেদাঙ্গীভূত সূত্রগ্রন্থগুলি, শ্রুতির ন্যায় প্রামাণ্য কিনা, এই বিষয়ে ভারতীয় পণ্ডিতগণ বহুল গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সূত্র যত দূর শ্রুতিমূলক, ততদূর বেদবৎ প্রামাণ্য। সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক কুমারিলভট্ট স্বকৃত তন্ত্রবার্ত্তিকে লিখিয়াছেন যে, সূত্রের ধর্ম্ম ও মোক্ষ বিষয়ক অংশগুলি বেদ হইতে এবং অর্থ ও সুখ সম্বন্ধীয় অংশনিচয় লৌকিক ব্যবহার হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি মহাভারতাদি ইতিহাস ও বায়ু, বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণ গ্রন্থ সম্বন্ধেও এই মত পোষণ করিয়া গিয়াছেন।

---

(১) যুগ্ম গ্রন্থকার তাঁহাদের St. Petersburg Dictionary গ্রন্থে সূত্র অর্থে "guiding-line", "Clue" এইরূপ অর্থগ্রহণ করিয়াছেন।

(২) Benfey, তাঁহার "Indien" গ্রন্থের ২৫৪ পৃষ্ঠায়, The writing of the Indian is of Semitic origin এইরূপ উক্তি করিয়াছেন।

শ্রৌত সূত্র।

বেদ ও ব্রাহ্মণ অর্থাৎ শ্রুতিবিহিত যজ্ঞাদি বিষয়ক সূত্রগুলিকে শ্রৌতসূত্র কহে। বেদ চতুষ্টয়ের ভিন্ন ভিন্ন শাখার আচার্য্যগণ যজ্ঞাদির নিয়ম নির্দ্ধারণার্থ ভিন্ন ভিন্ন শ্রৌতসূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনেরা ধর্ম্মমূলক যাবতীয় কর্ম্মকে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই উভয় ভাগের লক্ষণ বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থে বিশেষতঃ মৎস্য পুরাণের ১২০ অধ্যায়ে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে Max Muller, Martin Haug ও Weber শ্রৌতসূত্র সম্বন্ধে বহুল আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারাও শ্রৌতের "Sutras founded on the Sruti ('hearing)" এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

গৃহ্য সূত্র।

গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য চিরস্থাপিত বা সময়ে সময়ে স্থাপিত অগ্নিতে সম্পাদ্য যজ্ঞাদি বিষয়ক সূত্রসমূহের নাম গৃহ্য-সূত্র। "গৃহ" হইতেই "গৃহ্য" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। মনুসংহিতায় (৩।৬৭) লিখিত আছে যে ;—

বৈবাহিকেঽগ্নৌ কুর্ব্বীত গৃহ্যং কর্ম্ম যথাবিধি।
পঞ্চযজ্ঞ বধানঞ্চ পক্তিঞ্চান্বাহিকীং গৃহী॥

গৃহ্যসূত্রে প্রাচীন ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও সুপ্রাচীন পিতৃযজ্ঞ (১) ও মনুষ্যযজ্ঞ নামে পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধি

(১) বৈদিক গবেষণার ৫৬, ১৬৫ ও ১৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে আর্য্যজাতির যাবতীয় প্রাচীন সংস্কার এবং প্রাগ্বৈদিক যুগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। জারমান্ বৈদিক Stenzler লিখিয়াছেন,—"* * in particulars, the saying and formulas to be uttered on different occasions bear the impress of a very high antiquity, and frequently carry us back into the time when Brahmanism had not yet been developed"

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে (এই অধ্যায়ে) আমরা ইহার আলোচনা করিব।

ধর্ম্মসূত্র।

পারমার্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উপদেশমূলক সূত্রগুলি ধর্ম্মসূত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। গৃহ্যসূত্রের বহু বিষয় ইহার অন্তর্ভূত হইয়াছে। এই প্রাচীন সূত্রগুলিকে পরবর্ত্তী কালে লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির মূল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পুরাণ প্রণেতা ঋষিগণ এই গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্রগুলিকে স্মার্ত্তসূত্র নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বেদার্থ স্মরণে এই উভয় গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের স্মার্ত্তসূত্র নাম হইয়াছে। ইউরোপীয় বেদবিদেরাও "Sutras founded on the Smriti (memory)" এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

পাণিনি ব্রাহ্মণ গ্রন্থের ন্যায় কল্পগ্রন্থগুলি সম্বন্ধেও নিনি প্রত্যয় করিয়াছেন (১)।

ঋগ্বেদ।

আমরা এই বেদের দুইখানি শ্রৌতসূত্র দেখিতে পাই। প্রথমখানির নাম আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র। ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। শৌনক-শিষ্য অশ্বল বিদেহরাজ জনকের পুরোহিত ছিলেন এবং "অয়ন" উপাধি (২) প্রাপ্ত হইয়া আশ্বলায়ন নামে বিখ্যাত হয়েন। তিনি ঐতরেয় আরণ্যকের চতুর্থ অধ্যায় এবং শ্রৌত ও গৃহ্য সূত্র রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এইরূপ উক্তি আছে যে, মহর্ষি শৌনক প্রিয় শিষ্যের সূত্র প্রসিদ্ধ করিবার জন্য নিজ সূত্র অপ্রচলিত করিয়াছিলেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকে যে সমস্ত যজ্ঞ বিবৃত হইয়াছে, সূত্রাকারে তাহারই বিধান নির্দ্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় গ্রন্থখানির নাম শাঙ্খ্যায়ন শ্রৌতসূত্র। ইহা অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে

(১) বৈদিক গবেষণা ১৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) বৈদিক সাহিত্যে আমরা "অয়ন" শব্দযুক্ত বহু ঋষি ও আচার্য্যের নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকি। যথা;—অগ্নিবেশায়ন, কাত্যায়ন, রাণায়ন, বাদরায়ন, লাট্যায়ন, সত্যায়ন ইত্যাদি। কোন কোন ভাষ্যকার ঋষি অশ্বলায়নকে অশ্বলের পুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

প্রাগ্বৈদিক যুগের নরমেধ, পুরুষমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ এবং বহু আচার ব্যবহার বিবৃত হইয়াছে।

অশ্বলায়ন রচিত আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই গ্রন্থে, সুমন্তু, জৈমিনি, বৈশম্পায়ন, পৈল প্রভৃতি ব্যাস শিষ্যগণের, ঋগ্বেদের প্রথম হইতে দশম মণ্ডলের দ্রষ্টাগণের এবং ভারত ও মহাভারত রচয়িতা ঋষিগণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই গ্রন্থে অন্ত্যেষ্টিকরণ নামে মৃতদেহের সংস্কার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বিদ্যমান আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, সুপ্রাচীন কালে মৃতদেহ দগ্ধ না করিয়া বৈদিক মন্ত্র (ঋগ্বেদ ১০।১৮ সূক্ত) পাঠ করিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হইত এবং পরে তাহার উপর এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর স্থাপন দ্বারা সেই স্থান আবৃত করা হইত। সূত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই প্রস্তরাবৃত স্থানের উপর মৃৎস্তূপ নির্ম্মিত হইত।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এক বাক্যে বলিয়া আসিতেছেন যে, এই পাষাণ-সমাধি প্রথা ভারতীয় আর্য্য-জাতিরা দ্রাবিড়ীয়দিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সৈন্ধবী সভ্যতার আবিষ্কারক Sir John Marshall কয়েকটী সুপ্রাচীন স্থানের খনন কার্য্য সম্পাদন করিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে, আর্য্যজাতিরা কোন বিশিষ্ট সভ্যতা লইয়া ভারতে আগমন করেন নাই। জারমান্ পণ্ডিত Ratzel তাঁহার History of Mankind (1896)

গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে, ভারতের আদিম অধিবাসীগণের অর্থাৎ দ্রাবিড়ীয় জাতির সভ্যতার আদর্শেই আর্য্য-সভ্যতা পরিপুষ্ট হইয়াছিল।

এই শ্রেণীর অনুমানমূলক উক্তি বিচারসহ নহে। ইতিপূর্ব্বে (১) আমরা নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সমগ্র মনুষ্য-জাতিকে অসভ্য, অর্দ্ধসভ্য ও সভ্য এই তিন ভাগে বিভক্ত করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছি। সুপ্রাচীন কালে পর্ব্বত-গহ্বর বা বৃক্ষ-কোটরবাসী অসভ্য বন্য জাতিরা যে তাহাদের মৃতদেহ নিকটবর্ত্তী প্রান্তরে বা অরণ্যে পরিত্যাগ করিত, তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কালক্রমে অর্দ্ধ সভ্যাবস্থায় উপনীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে শবদেহ নিকটবর্ত্তী নদী বা হ্রদ প্রভৃতিতে বিসর্জ্জন করিবার প্রথা প্রচলিত হয়। এই দুই মতবাদের অনুকূলে যুক্তি ভিন্ন অপর কোন প্রমাণ বিদ্যমান নাই।

ইহা প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য নহে যে, সভ্যতার আদি স্তরে অর্থাৎ প্রাগ্বৈদিক যুগে মনুষ্য সমাজ মধ্যে নানা অসুবিধা নিবন্ধন মৃতদেহ দগ্ধ না করিয়া সর্ব্বত্রই শব সমাহিত করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। সভ্যতার ক্রমোন্নতি সহকারে সাধারণ সমাধি হইতে পাষাণ সমাধি এবং তাহা হইতে কালক্রমে বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল ও পিরামিড নির্ম্মিত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতিরা সমাধির প্রতি আস্থাবান হইলেও ভারতীয় আর্য্যগণ সমাধির অযৌক্তিকতা, অনুপকারিতা ও অসুবিধা

অনুভব করিয়া মৃতদেহের দাহপ্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই জন্যই আমরা বেদে, ব্রাহ্মণে ও সূত্রগ্রন্থে যুগপৎ সমাধি ও দাহ প্রথার উল্লেখ দেখিয়া থাকি।

সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক Vincent A. Smith এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন; "While the 'quartzite men' presumably were content to leave their dead to be devoured by the beasts, the neolithic people buried theirs and constructed tombs. * * * *
Burial preceded cremation or burning of the dead in most countries, and India appears to conform to that general rule. The Hindu preference for cremation, which has been established for many centuries, seems to be a result of Indo-Aryan Brahmanical influence."

The Oxford history of India. Page 2—3.

ঋগ্বেদের ও অথর্ব্ববেদের মাত্র একস্থলে সমাধি প্রথার উল্লেখ আছে। মনীষী Dr. Roth সর্ব্ব প্রথমে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের প্রতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহার পরে সুপণ্ডিত Max Muller আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রোক্ত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সহিত উক্ত বৈদিক সূক্তের সাদৃশ্য প্রমাণ করেন। Professor H. H. Wilson কর্ত্তৃক সূক্তটীর ইংরেজী

অনুবাদ সম্পন্ন হয়। Dr. Whitney তাঁহার Oriental and Linguistic Studies গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ৫১ পত্রাঙ্কে এই অনুবাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন ;—"* * because like most of Wilson's translations from the Veda itself, it is made rather from the native commentary than from the Veda itself, and neither in spirit, nor as an accurate translation, fairly represents its original." বলা বাহুল্য যে, বেদার্থ নির্ণয়ে ভারতীয় ভাষ্যকারগণের অনুগামী হইয়াছেন বলিয়া আমরা Wilson কৃত অনুবাদে সমধিক আস্থা স্থাপন করিয়া থাকি।

এই সূক্তে সুপ্রাচীন সমাধি প্রথার শ্রুতি আছে এবং একটী মন্ত্রে সহমরণ বিষয়ক সমর্থক ও নিষেধাত্মক উক্তি আছে বলিয়া সূক্তটী সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা হইয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস সুপ্রসিদ্ধ পুরুষসূক্ত (১) ব্যতীত অন্য কোন বৈদিক সূক্ত লইয়া ঐরূপ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয় নাই।

প্রধানতঃ এই দুই কারণে আমরা সমগ্র সূক্তটীর মূল, বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ এইখানে প্রদান করিলাম।

---

(১) ঋগ্বেদ, ১০।৯০।১—১৬, বৈদিক গবেষণার ১৯ হইতে ২৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মূল, বঙ্গ ও ইংরেজী অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

মূল, (ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডলের ১৮ সূক্ত)।

॥ ১৮ ॥

সংকুসুকো যামায়নঃ ॥১—৪ মৃত্যুঃ। ৫ ধাতা। ৬ ত্বষ্টা ৯—১৩ পিতৃমেধঃ। ১৪ পিতৃমেধঃ প্রজাপতির্বা ॥ ১—১০, ১২ ত্রিষ্টুপ্। ১১ প্রস্তারপংক্তিঃ। ১৩ জগতী। ১৪ অনুষ্টুপ্ ॥

পরং মৃত্যো অনু পরেহি পংথাং যস্তে স্ব ইতরো দেবয়ানাৎ।
চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্ ॥ ১ ॥
মৃত্যোঃ পদং যোপয়ংতো যদৈত দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ।
আপ্যায়মানাঃ প্রজয়া ধনেন শুদ্ধাঃ পূতা ভবত যজ্ঞিয়াসঃ ॥ ২ ॥
ইমে জীবা বি মৃতৈরাববৃত্রন্নভূদ্ভদ্রা দেবহূতির্নো অদ্য।
প্রাংচো অগাম নৃতয়ে হসায় দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ ॥৩॥
ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামি মৈষাং নু গাদপরো অর্থমেতং।
শতং জীবংতু শরদঃ পুরূচীরংতর্মৃত্যুং দধতাং পর্বতেন ॥ ৪ ॥
যথাহান্যনুপূর্বং ভবংতি যথ ঋতব ঋতুভির্যংতি সাধু।
যথা ন পূর্বমপরো জহাত্যেবা ধাতরায়ূংষি কল্পয়ৈষাং ॥ ৫ ॥
আ রোহতায়ুর্জরসং বৃণানা অনুপূর্বং যতমানা যতি ষ্ঠ।
ইহ ত্বষ্টা সুজনিমা সজোষা দীর্ঘমায়ুঃ করতি জীবসে বঃ ॥ ৬ ॥
ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাংজনেন সর্পিষা সং বিশংতু।
অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আ রোহংতু জনয়ো যোনিমগ্রে ॥ ৭ ॥
উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ ॥ ৮ ॥

ধনুর্হস্তাদাদদানো মৃতস্যাস্মে ক্ষত্রায় বর্চসে বলায়।
অত্রৈব ত্বমিহ বয়ং সুবীরা বিশ্বাঃ স্পৃধো অভিমাতীর্জয়েম ॥ ৯ ॥
উপ সর্প মাতরং ভূমিমেতামুরুব্যচসং পৃথিবীং সুশেবাং।
ঊর্ণম্রদা যুবতির্দক্ষিণাবত এষা ত্বা পাতু নিঋর্তেরুপস্থাৎ ॥ ১০ ॥
উচ্ছ্বংচস্ব পৃথিবী মা নি বাধথাঃ সূপায়নাস্মৈ ভব সূপবংচনা।
মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি ॥ ১১ ॥
উচ্ছ্বংচমানা পৃথিবী সু তিষ্ঠতু সহস্রং মিত উপ হি শ্রয়ংতাং।
তে গৃহাসো ঘৃতশ্চুতো ভবংতু বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সংত্বত্র ॥ ১২ ॥
উত্তে স্তভ্নামি পৃথিবীং ত্বৎপরীমং লোগং নিদধন্মো অহং রিষং।
এতাং স্থূণাং পিতরো ধারয়ংতু তেহত্রা যমঃ সাদনা তে মিনোতু॥১৩
প্রতীচীনে মামহনীষ্বাঃ পর্ণমিবা দধুঃ।
প্রতীচীং জগ্রভা বাচমশ্বং রশনয়া যথা ॥ ১৪ ॥

সায়ণভাষ্যানুসারী বঙ্গানুবাদ।

১। হে মৃত্যু! তুমি আর এক পথে ফিরিয়া যাও, দেবলোকে যাইবার যে পথ, তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য পথে যাও। তোমার চক্ষুঃ আছে, তুমি শুনিতে পাও, সেই নিমিত্ত তোমাকে কহিতেছি। আমাদিগের সন্তানসন্ততি, বা লোক-জনকে হিংসা করিও না।

২। তোমরা মৃত্যুর পথ ছাড়িয়া যাও, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট ও অতিদীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্ত হইবে; তোমাদিগের গৃহ, সন্তানসন্ততি ও ধনে পরিপূর্ণ হইবে; তোমরা শুদ্ধ ও পবিত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানকারী হও।

৩। এই সকল ব্যক্তি জীবিত আছে, ইহারা মৃতদিগের নিকট প্রত্যাগমন করিয়াছে, আমাদিগের যজ্ঞ অদ্য কল্যাণকর হইয়াছে। আমরা প্রকৃষ্টরূপে নৃত্য ও হাস্য করিতে থাকি, আমরা উৎকৃষ্ট ও অতিদীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়াছি।

৪। যাহারা জীবিত আছে, তাহাদিগের চতুর্দ্দিকে এই বেষ্টন দিতেছি, ইহাতে মৃত্যুকে রোধ করা হইবে। ইহাদিগের মধ্যে আর কেহ যেন এই অবস্থা অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত না হয়। ইহারা শত বৎসর জীবিত থাকুক। মৃত্যু যেন এই পর্ব্বতের দ্বারা রুদ্ধ হইয়া নিকটে না আসিতে পারে।

৫। যেরূপ পরে পরে দিন সকল যায়, যেরূপ ঋতুর পর ঋতু অবাধে চলিয়া যায়, যেমন যে শেষে আসিয়াছে, সে অগ্রে মরে না। হে বিধাতঃ! ইহাদিগের আয়ু এইরূপ কর।

৬। তোমরা জরাদ্বারা আচ্ছন্ন হও, দীর্ঘপরমায়ুর উপর আরোহণ কর। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের নিয়মে অগ্র পশ্চাৎ হইয়া কর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন কর। এই স্থানে সুজন্মা ত্বষ্টাদেব তোমাদিগের সহিত একত্র হইয়া তোমাদিগের দীর্ঘ আয়ু করিয়া দিতেছেন, তাহা হইলেই তোমরা জীবিত থাকিবে।

৭। এই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করিয়া, মনোমত পতি লাভ করিয়া অঞ্জন ও ঘৃতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধূ অশ্রুপাত না করিয়া, রোগে কাতর না হইয়া উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন।

৮। হে নারি! সংসারের দিকে ফিরিয়া চল গাত্রোত্থান কর, তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হইয়াছে। চলিয়া এস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া গর্ভাধান করিয়াছিলেন, সেই পতির পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল সকলি তোমার করা হইয়াছে।

৯। মৃত ব্যক্তির হস্ত হইতে ধনু গ্রহণ করিলাম, ইহাতে আমাদিগের তেজঃ ও বল লাভ হইবে। হে মৃত! তুমি এই স্থানেই অর্থাৎ শ্মশানে থাক, আমরা অনেক বীরপুরুষের সহিত একত্র হইয়া যাবতীয় আস্পর্দ্ধাকারী শত্রুকে যেন জয় করিতে পারি।

১০। হে মৃত! এই জননীস্বরূপা বিস্তীর্ণা পৃথিবীর নিকটে গমন কর, ইনি সর্ব্বব্যাপিনী, ইঁহার আকৃতি সুন্দর। ইনি যুবতী স্ত্রীর ন্যায় তোমার পক্ষে যেন রাশীকৃত মেষলোমের মত কোমল স্পর্শ হয়েন। তুমি দক্ষিণা দান অর্থাৎ যজ্ঞ করিয়াছ, ইনি যেন নিঋৃতি হইতে তোমাকে রক্ষা করেন।

১১। হে পৃথিবি! তুমি এই মৃতকে উন্নত করিয়া রাখ, ইঁহাকে পীড়া দিও না। ইঁহাকে উত্তম উত্তম সামগ্রী, উত্তম উত্তম প্রলোভন দাও। যেরূপ মাতা আপন অঞ্চলের দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করেন, তদ্রূপ তুমি ইহাকে আচ্ছাদন কর।

১২। পৃথিবী উপরে স্তূপাকার হইয়া উত্তমরূপে অবস্থিতি করুন। সহস্রধূলি এই মৃতের উপর অবস্থিতি করুক। তাহারা ইহার পক্ষে ঘৃতপূর্ণ গৃহস্বরূপ হউক. প্রতিদিন এই স্থানে তাহারা ইহার আশ্রয় স্থানস্বরূপ হউক।

১৩। তোমার উপর পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিতেছি; তোমার উপরে এই একটী লোষ্ট্র অর্পণ করিতেছি, তাহাতে মৃত্তিকা তোমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমাকে নষ্ট করিতে পারিবে না। এই স্থূনা অর্থাৎ খুটীকে পিতৃলোকগণ ধারণ করুন। যম এই স্থানে তোমার বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দিন।

১৪। যেমন বাণের উপর পর্ণ বক্র ভাবে সংস্থাপন করে, তদ্রূপ আমি এই বক্র অর্থাৎ ক্লেশকর দিবসে অর্পিত হইলাম। যেরূপ ঘোটককে রশ্মিদ্বারা রুদ্ধ করে, তদ্রূপ আমি দুঃখের বাক্য রোধ করিয়া রাখিলাম।

H. H. Wilson কৃত ইংরেজী অনুবাদ।

1. "Depart, Death, by different path, by that which is thine own, different from the path of the gods. I speak to the who hast eyes, who hast ears. Injure not our female progeny, harm not our heroes.

2. "May ye, who, giving up the path of Death, have come to this (side), be fully possessed of prolonged existence. May ye, the performers of sacrifice, thrive with progeny, and be pure and sanctified.

3. "May these; who are living, be kept distinct from the dead; may the offering we

present this day to the gods be propitious; we go with our faces to the east, to dance and to laugh, for we are in the enjoyment of prolonged life.

4. "I place this barrier (of stones) for the living, on this account, that no other may go beyond it. May they live a hundred numerous autumns, keeping death at a distance by this hill.

5. "As days follow days in succession, and seasons are succeeded by seasons in due order, so a successor does not sake a predecessor (by irregular death); may Dhatri, regulate the lives of these (my kinsmen).

6. "Ascend to life, anticipating old age and trying to follow due order according to your number. May Tvashtri, the well-born, being propitious, grant you prolonged life here.

7. "Let these women, who are not widowed, who have good husbands, applying the collyrious butter to their eyes, enter; without tears, without disease, and full of ornaments, let these wives first enter the house.

8. "Rise up, woman, thou art lying by one whose life is gone; come come to the world of the living away from thy husband, and become the wife of him who grasps thy hand, and is willing to marry thee.

9. "I take the bow from the hand of the dead, for our glory, might and prowess. Here verily art thou, and we here, with our valiant descendants, shall overcome all intriguing arrogant adversaries.

10. "Enter the mother earth, the wide-spread earth; beneficent to the liberal man, she is a maiden and as soft as wool; may she protect thee from the proximity of the evil being Nirriti, (sin personified).

11. "Earth, let his breath rise upward (easily); oppress him not; be easy of access to him; treat him kindly; even as a mother covers her son with the end of her cloth, so do ye, earth, cover him.

12. "May the earth so lightly rest on him that his breath may ascend; may thousands of particles (of soil) rest upon him; may these

homes be ever sprinkled with clarified butter; may they, for all time, be his asylum.

13. "I heap up earth above thee, and placing this clod of earth may I not hurt thee. May the manes protect this thy monument, and Yama ever grant thee here an abode.

14. "New days sanction me, as the feather upholds the shaft, but I restrain my speech, now grown old as the horse is held back by the reins."

গবেষণাপ্রিয় পাঠকগণ উপলব্ধি করিবেন যে এই সূক্তের কোন স্থানে, চিতা, অগ্নি, কাষ্ঠ, ভস্ম প্রভৃতি দাহত্ব-ব্যঞ্জক কোন শব্দের উল্লেখ নাই।

এই সূক্তটীকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একবাক্যে Burial Hymn অর্থাৎ সমাধি স্তোত্র বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

উপরোক্ত সপ্তম ঋকের "যোনি অগ্রে" শব্দের পাঠান্তরে "যোনি অগ্নে" করিয়া বঙ্গবিখ্যাত মহাপণ্ডিত রঘুনন্দন সহ-মরণ প্রথার অনুকূলে বৈদিক ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছেন।

আমরা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এই বিষয়ের আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, উপরি-উদ্ধৃত সূক্তটী সুপ্রাচীনকালে রচিত হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলকে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বলিয়া, মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই অশ্রদ্ধেয় মতবাদ বৈদিক গবেষণা দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে। কারণ, ইহা সুনিশ্চিত যে, কালের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে বর্ত্তমান ঋগ্বেদ সংহিতা সঙ্কলিত হয় নাই। উদাহরণরূপে আমরা "শতর্ষি" বলিয়া আখ্যাত দীর্ঘতমা, তৎপুত্র কক্ষীবান্ এবং মধুচ্ছন্দা রচিত সূক্তসমূহের উল্লেখ করিতে পারি। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্ত মধুচ্ছন্দার রচিত, কিন্তু তাঁহার বহুবর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘতমার রচিত সূক্তগুলি প্রথম মণ্ডলের ১৪০ হইতে ১৬৪ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এমন কি, পুত্র কক্ষীবানের সূক্ত পিতা দীর্ঘতমার পূর্ব্বে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

এইরূপ বহু উদাহরণ সমাহৃত হইতে পারে। সূক্তগুলি কেন পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে সঙ্কলিত হয় নাই, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন নহে। বেদের বহুস্থলে মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা লিখিত আছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে প্রথম দাহ করিয়া পরে অস্থি সমাধি করিবার প্রথা বিবৃত হইয়াছে। অধিকাংশ গৃহ্যসূত্রে যুগপৎ দাহ ও সমাধি প্রথার উল্লেখ আছে।

সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ Sir Aurell Stein সিন্ধুনদের পশ্চিম প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া ইরাক পর্য্যন্ত ১৩০০ মাইল দীর্ঘ স্থানের মধ্যে বহু-সংখ্যক পাষাণ সমাধি আবিষ্কার করিয়াছেন। Sir John

Marshall মোহেন-জো-দাড়ো (১) ও হরপ্পার (২) ভূগর্ভ হইতে আংশিক সমাধির, পূর্ণ সমাধির, দাহ, পরবর্ত্তী সমাধি এবং দাহ প্রথার প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। এই বিষয়ের আলোচনাবসরে Professor S. R Kohli তাঁহার Indus Valley Civilization পুস্তকের ৩০ পত্রাঙ্কে লিখিয়াছেন; "It may be of interest to note that the method of burying bone-ashes in cinerary urns and of bone relies in the big jars are found described in some of the Vedic texts particularly in the Ashavalayan and Kaushika Sutras."

---

(১) N. W. Railwayএর করাচী ষ্টেশন হইতে ২৮০ মাইল দূরে ডোকরী ষ্টেশন। এইখান হইতে নয় মাইল দূরে সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা জেলার মধ্যে সিন্ধুনদ ও কোহিস্থানের মধ্যভাগে এই স্থান অবস্থিত। ১৯২১—২২ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার আবিষ্কার ও খনন কার্য্য সম্পাদন করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা Mounds of the Dead অর্থাৎ মৃতের পাষাণ সমাধি নামে মোহেন—জো—দাড়োর অর্থ করণ করিয়া থাকেন।

(২) সিন্ধু দেশের মণ্টোগোমারী জেলার মধ্যে রাবী নদীর তীরে অবস্থিত। ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে রায়-বাহাদুর দয়ারাম সাহানী এই স্থানের খনন কার্য্য সম্পন্ন করেন। ঋগ্বেদের একটী যুদ্ধ-বিবরণে এই প্রাচীন স্থানের নাম উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বেদ-প্রসিদ্ধ হরিয়ুপার সহিত বর্ত্তমান হরপ্পার সাদৃশ্য অনুমান করা যাইতে পারে। গ্রীক আলেকজেণ্ডার ভারতাক্রমণ কালে এইস্থানে বিষম বাধা পাইয়াছিলেন।

উভয় স্থান হইতে পঞ্চ সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বের ভারতীয় সভ্যতা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে Marshall মহোদয়ের Indus Civilization গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুপ্রাচীন কালে এই পাষাণ সমাধিকে এড়ূক নামে অভিহিত করা হইত। ইংরেজীতে এই শব্দ Dolmen বা Mound নামে অনুবাদিত হইয়াছে।

এই এড়ূক প্রথা যে ভারতবর্ষে বহুকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। আমরা পঞ্চম বেদ মহাভারতের মধ্যেই এড়ূক পূজার স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাই। যথা ;—

এড়ূকান্ পূজয়িষ্যন্তি বর্জয়িষ্যন্তি দেবতাঃ।

বনপর্ব্ব ১৯০।৬৩

শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। এই সূত্রখানি অরণ্যতীর্থ নৈমিষারণ্যে রচিত হইয়াছিল, এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে বিবাহ, গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম, উপনয়ন প্রভৃতির বিধান সূত্রাকারে সঙ্কলিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদের ধর্ম্মসূত্র লইয়া মতভেদ বিদ্যমান আছে। সুবিখ্যাত টীকাকার গোবিন্দস্বামী স্বরচিত বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রের (১।১।২১) বৃত্তিতে "বসিষ্ঠং তু বহ্বৃচৈঃ" এইরূপ উক্তি করায় আমরা বশিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্রকে ঋগ্বেদীয় ধর্ম্মসূত্র বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। এই গ্রন্থখানি ত্রিংশৎ অধ্যায়ে বিভক্ত। সূত্রকার নানাস্থানে বিশেষতঃ চতুর্থ অধ্যায়ে মনুর নাম উল্লেখ করিয়া বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রমাণ হইতে পারে যে, সুপ্রাচীন কালে একখানি মনুসূত্র (১) বিদ্যমান

(১) মনুসূত্র আবিষ্কৃত না হইলেও মানবগৃহ্যসূত্র নামে একখানি গ্রন্থ Holland এর প্রাচ্যসভা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। অধুনা প্রচলিত মনুসংহিতার

ছিল। আমাদের অভিমত এই যে, প্রাগ্বৈদিক যুগে "বিশ্-পতি" মনু, "বিশ" (২) অর্থাৎ প্রজাগণের সুশাসন জন্য নিজনামে এই বিধান রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারই স্বল্পাংশ বশিষ্ঠ বংশীয় কোন ঋষি নিজ ধর্ম্মসূত্রে উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত মনুসূত্রের স্মৃতি হইতে বর্ত্তমান-প্রসিদ্ধ মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র বা মনুসংহিতার উদ্ভব হইয়াছে।

উপরোক্ত সূত্র গ্রন্থ ব্যতীত আরও অনেকগুলি গ্রন্থ ঋক-সংহিতার অন্তঃর্গত বলিয়া গণিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শৌনকপ্রোক্ত প্রতিশাখ্য সূত্র, অনুবাকানুক্রমণী বৃহদ্দেবতা ও কাত্যায়ন প্রণীত সর্ব্বানুক্রমণী সুপ্রসিদ্ধ। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থখানি শাকল শাখা অবলম্বনে সঙ্কলিত হইলেও বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত ঋগ্বেদের সহিত অনেক স্থলেই অনৈক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই গ্রন্থ রচনার সময়ে যে বাস্কল শাখা প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরিশিষ্ট নামে পরিচিত বহ্বৃচ পরিশিষ্ট, শাঙ্খায়ন পরিশিষ্ট ও আশ্বলায়ন গৃহ্য পরিশিষ্ট নামক তিনখানি গ্রন্থ ও ঋগ্‌বিধান নামক গ্রন্থ বর্ত্তমানে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নরসিংহের পুত্র গর্গ আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের টীকা রচনা করেন। দিবাকর পুত্র নৈধ্রুব গৃহ্যসূত্রের টীকাকার বলিয়া

সহিত ইহার ঐক্যতা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার সহিত বহুল সাদৃশ্য দেখা যায়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা মানব গৃহ্যসূত্র হইতে প্রসূত হইয়াছে।

(২) বৈদিক গবেষণা ৭১।৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রসিদ্ধ। শ্রীপতির পৌত্র, কৃষ্ণজিতের পুত্র নারায়ণ শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। Stinzler সমগ্র আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র জারমান্ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। Hass বিবাহ সংস্কারের এবং Max Muller অন্ত্যেষ্টি সংস্কারের অনুবাদ ও সমালোচনা করিয়াছেন। Roth সর্ব্বপ্রথমে প্রতিশাখ্য সূত্রের আবিষ্কার ও অনুবাদ সম্পাদন করিয়াছেন। অনু-বাকানুক্রমণী ও সর্ব্বানুক্রমণী এই দুইখানি গ্রন্থের ভাষ্যকার ষড়্গুরু শিষ্য (১)।

যজুর্ব্বেদ। (কৃষ্ণ)

এই বেদের অনেকগুলি শ্রৌতসূত্র বিদ্যমান আছে। সুপ্র-সিদ্ধ ভাষ্যকার মহাদেব কৃত হিরণ্যকেশীসূত্রের ভাষ্যে বৌধা-য়ন, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশী বাধূন ও বৈখানস, সূত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। মানবসূত্র ও কাত্যসূত্রও বিশেষ প্রসিদ্ধ। বেদে, শতপথব্রাহ্মণে, কাতীয়সূত্রে, প্রতিশাখ্য সূত্রে এবং পাণিনি সূত্রে মহর্ষি ভরদ্বাজের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র উনবিংশ প্রশ্নে, আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র ৩০ অধ্যায়ে এবং মানব শ্রৌত সূত্র একাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ।

এই সকল সূত্রে যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণার্থ জ্যামিতি শাস্ত্র সম্বন্ধীয় শুল্বসূত্র নামক একটী অধ্যায় সন্নিবিষ্ট আছে।

---

(১) ষড়্গুরু শিষ্যের প্রকৃত নাম জানা যায় না। বিনায়ক, ত্রিশঙ্কু, গোবিন্দ, সূর্য্য, ব্যাস ও শিবযোগী এই ছয় জন গুরুর শিষ্য বলিয়া ভাষ্য-সাহিত্যে তাঁহার প্রসিদ্ধি আছে।

আচার্য্য সায়ণ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণভাষ্যে (৩।৪) আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রের "উদীচীং নীত্বোৎস্বজ্য" সূত্র দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, পুরুষমেধ যজ্ঞে পুরুষকে বধ না করিয়া কেবল উৎসর্গ করা হইত। সায়ণের এই উক্তি শতপথ ব্রাহ্মণের (১৩।৬।২।১২) "পর্য্যগ্নিকরণ" ক্রিয়া হইতে সমর্থিত হইতে পারে। আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, প্রাচীনকালে বর্ত্তমান কালের ন্যায় বধ ও উৎসর্গ এই দুই প্রকারে বলিক্রিয়া সম্পন্ন হইত। বৈদিক পুরুষমেধ যজ্ঞে পুরুষ পশুকে হত্যা করা হইত না, মাত্র উৎসর্গ করা হইত। সুপণ্ডিত Martin Haug ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে শুনঃশেফের কাহিনী উদ্ধৃত করিয়া প্রাচীন আর্য্যজাতিদিগকে অর্দ্ধসভ্য নামে অভিহিত করিয়াছেন। (১)

যে সকল ঋষি ও আচার্য্যগণ শ্রৌতসূত্র রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের রচিত বহু গৃহ্যসূত্র বিদ্যমান আছে।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় ধর্ম্মসূত্রের মধ্যে বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র ও আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র (সাময়াচারিক সূত্র) সুপ্রসিদ্ধ। প্রথম খানি চারি প্রশ্নে ও দ্বিতীয়খানি দুই প্রশ্নে সমাপ্ত।

যজুর্ব্বেদপদ্ধতি, প্রাতিশাখ্য সূত্র ও অনুক্রমণিকা নামক তিনখানি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। প্রতিশাখ্য সূত্রে বহু আচার্য্যের নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। Roth (A), কুড়ি জনের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে বৈদিক সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথমে আমরা

---

(১) বৈদিক গবেষণা ১৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(A) Roth, Zur Litt. Und Gesch, Page 65-66.

মহর্ষি বাল্মিকীর নাম দেখিতে পাই। সূত্র লিখিত মীমাংসক ও তৈত্রিয়ক শব্দের নাম উল্লেখযোগ্য। চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের পঞ্চম সূত্রে ছন্দঃ ও ভাষার উল্লেখ আছে। Whitney "ছন্দঃ" অর্থে বৈদিক ভাষা এবং "ভাষা" অর্থে প্রচলিত ভাষা (১) এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

ধূর্ত্তস্বামী, কপর্দ্দীস্বামী, গোপাল, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি আপস্তম্ব স্ত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। মহাদেব বাজপেয়ী, ভব-স্বামী, কেশবস্বামী ও সায়ণ বৌধায়ন সূত্রের ভাষ্যকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুমারিল ভট্ট ও বালকৃষ্ণ মিশ্র মানব শ্রৌতসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। হরদত্ত, নৃসিংহ ও ধূর্ত্তস্বামী আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রের ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। গোবিন্দস্বামী বিরচিত বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রের বৃত্তি সূত্র সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ।

Goldstucker, কুমারিল ভাষ্যসহ মানব শ্রৌতসূত্রের অনুবাদ করিয়াছেন। Buhler বহুসূত্রগ্রন্থের আবিষ্কার ও ভাষান্তর করিয়াছেন। আপস্তম্ব ও ভারদ্বাজ গৃহ্যসূত্রের "প্রয়োগ" অধ্যায় Speijer কর্ত্তৃক জারমান্ ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। Whitney, আত্রেয়, মাহিষেয় ও বররুচি এই তিন জন প্রাচীন পণ্ডিত রচিত ত্রিভাষ্যরত্নসহ প্রতিশাখ্যসূত্র ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। মার্কিন বৈদিক এই গ্রন্থে (৪২২-৪২৬ পৃষ্ঠা) প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রতিশাখ্যসূত্র তৈত্তিরীয় সংহিতা হইতে প্রসূত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

---

(১) Whitney, Pratisakhya-Sutra, Page 417.

যজুর্ব্বেদ। (শুক্ল)

এই বেদের শ্রৌতসূত্রের মধ্যে কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র বিশেষ প্রসিদ্ধ। গ্রন্থখানি ২৬ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ব্রাহ্মণ বর্ণিত যজ্ঞাদির বিবরণে পরিপূর্ণ। বৈজবাপ নামে আর এক খানি শ্রৌতসূত্র প্রচলিত আছে।

পারস্কর প্রণীত কাতীয় গৃহ্যসূত্র তিন কাণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে যাবতীয় সংস্কার, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, বৃষোৎসর্গ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতির বিধান দৃষ্ট হইয়া থাকে। পারস্কর স্মৃতিশাস্ত্র নামে একখানি ধর্ম্মসূত্র বিদ্যমান আছে। বাজসনেয় সংহিতার প্রতিশাখ্য সূত্র ও অনুক্রমণী কাত্যায়নকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। Guldstucker তাঁহার Panini ; His place in Sanskrit Literature গ্রন্থে (১৮৬-২০৭) প্রতিশাখ্যকার কাত্যায়নকে বার্ত্তিককার কাত্যায়ন নামে অভিহিত করিবার জন্য অসাধারণ বিচারশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

প্রতিশাখ্যসূত্র আট অধ্যায়ে ও অনুক্রমণী পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত।

কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের বহু ভাষ্যকার ও বৃত্তিকারের নাম প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে কর্ক, পিতৃভূতি, যশোগোপী, মিশ্রঃ অগ্নিহোত্রী, গর্গ ও গদাধর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সূত্রের বহু পদ্ধতি ও পরিশিষ্ট গ্রন্থ আছে। কাতীয় গৃহ্যসূত্রের যতগুলি টীকা গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে রামকৃষ্ণ শঙ্করগণপতিকৃত টীকাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। রামকৃষ্ণ এই গ্রন্থে চতুর্ব্বেদের এবং বিশেষরূপে যজুর্ব্বেদের আলোচনা করিয়াছেন।

Albrecht Weber কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন। কাতীয় গৃহ্যসূত্রের অর্ঘ্যদান, বিবাহবিধি ও জাতকর্ম্ম যথাক্রমে Stenzler, Hass ও Speijer কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়াছে। Weber প্রতিশাখ্যের সম্পূর্ণ অনুবাদ করিয়াছেন এবং অনুক্রমণীর চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় বাজসনেয় সংহিতার মুখবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন।

সামবেদ।

সামবেদীয় শ্রৌতসূত্রসমূহের মধ্যে মাশক, লাট্যায়ন, দ্রাহ্যায়ণ ও অনুপদসূত্র এই চারিখানি প্রসিদ্ধ। দ্রাহ্যায়ণ সূত্রের অপর নাম বশিষ্ঠ সূত্র।

এই বেদের কৌথুমী শাখার গোভিল গৃহ্যসূত্রই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থখানি চারি প্রপাঠকে বিভক্ত।

সামবেদীয় গৌতম ধর্ম্মসূত্র অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত। মহর্ষি গৌতম এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্ষ, দৈব, গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন।

বরদরাজ মাশক সূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। লাট্যায়ন-সূত্রের রামকৃষ্ণ, সায়ণ ও অগ্নিস্বামিকৃত ভাষ্য বিদ্যমান আছে। মাধস্বামী দ্রাহ্যায়ণ সূত্রের ভাষ্যকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। ধন্বিনকৃত "ছান্দোগ্য সূত্রদীপ" নামে ইহার একখানি বৃত্তি আছে। অনুবাদসূত্রে বহু ঐতিহাসিক উপকরণ এবং প্রাচীন

গ্রন্থের নাম লিখিত আছে। দুঃখের বিষয় ইহার কোন ভাষ্য বা বৃত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী স্বকৃত টীকাসহ গোভিল গৃহ্যসূত্রের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। নারায়ণভট্ট, সায়ণ ও শিব রচিত বৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন "কর্ম্মপ্রদীপ" নামে ইহার যে পরিশিষ্ট রচনা করিয়াছেন, তাহা দ্বিতীয় গৃহ্যসূত্র নামে ও ধর্ম্মসূত্ররূপে সমাদৃত হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বিবিধ গ্রন্থে সাম সূত্রের আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু কোন মূল গ্রন্থের বা ভাষ্যের ভাষান্তর করেন নাই।

অথর্ব্ববেদ।

অথর্ব্ববেদের পাঁচখানি সূত্রগ্রন্থ প্রসিদ্ধ। যথা; কৌশিক সূত্র, বৈতানসূত্র, নক্ষত্রকল্পসূত্র, আঙ্গিরস কল্পসূত্র ও শান্তিকল্প-সূত্র। এই বেদের শৌনকীয় চতুরধ্যায়িকা নামে একখানি প্রতিশাখ্য ও একখানি অনুক্রমণী এবং অথর্ব্ববেদ পরিশিষ্ট নামে ৭৪ (১) খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে।

মহর্ষি কৌশিক প্রণীত এই সূত্র গ্রন্থখানি একাধারে শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আচার্য্য উপবর্ষ, কল্পসূত্রাধিরণ গ্রন্থে এই সূত্রের "সংহিতাবিধি"

(১) Martin Haug ৭২ খানি গণনা করেন।

নামোল্লেখ করিয়া ইহাকে ধর্ম্মসূত্রের পর্য্যায়ভূক্ত করিয়াছেন। সায়ণ "সংহিতাবিধির্নাম কৌশিক সূত্রম" বলিয়া ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

কৌশিকসূত্র ১৪ অধ্যায়ে বিভক্ত। তৃতীয় অধ্যায়ে "নির্ঋতি" নাম্নী অলক্ষ্মী দেবীর পূজার উল্লেখ এবং প্রাক্-বৈদিক যুগে দৃষ্ট বহু অথর্ব্ববেদীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৈতান সূত্রে গবাময়ন, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সর্ব্বমেধ, রাত্রিসত্র প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। কল্পসূত্রগুলিতে শান্তি, পুষ্টি, অভিচার প্রভৃতি কর্ম্মের মন্ত্রাদি উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রতিশাখ্যখানি চারি অধ্যায়ে সমাপ্ত বলিয়া, ইহা চতুরধ্যায়িকা নামে আখ্যাত হইয়াছে। অন্যান্য প্রতিশাখ্যের তুলনায় গ্রন্থখানির ব্যাকরণাংশ বহু পরিমাণে সমৃদ্ধ।

অনুক্রমণী গ্রন্থে প্রাগ্বৈদিক যুগের বহু বেদমন্ত্রদ্রষ্টা দেব-মানব ও ঋষির নাম উল্লিখিত আছে।

পরিশিষ্ট গ্রন্থমধ্যে একখানি চরণব্যূহ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে অথর্ব্ববেদের মন্ত্র-সংখ্যা ১২,৩৮০ বলিয়া উল্লিখিত আছে। কৌশিক পরিশিষ্টে মন্ত্রের সংখ্যা ৭০টী বলিয়া লিখিত আছে। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, প্রাগ্বৈদিক যুগে অথর্ব্ববেদের মাত্র সত্তরটী মন্ত্র দৃষ্ট বা রচিত হইয়াছিল। সুপ্রাচীন কৌশিক ঋষির উক্তি অবিশ্বাস করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান নাই।

পাণিনি স্বীয় সূত্রে এই গ্রন্থখানিকে "কৌষিকোক্তানি পরিশিষ্টানি" নামে সংজ্ঞিত করিয়া ইহার প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

আচার্য্য সায়ণ ও উপবর্ষ কৌশিক সূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। Roth, Atharvaveda in Kashmir গ্রন্থের ২২ পত্রাঙ্কে বৈতান সূত্রের আবিষ্কার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। Weber, কৌশিক সূত্রের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায় এবং Hass দশম অধ্যায় জারমান্ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

বৈদিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও আলোচনা এইখানে পরিসমাপ্ত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়ের সার-সঙ্কলন।

এই অধ্যায়ে বৈদিক সাহিত্যের তৃতীয় ভাগের অর্থাৎ সূত্রগ্রন্থসহ বেদাঙ্গের ব্যুৎপত্তিগত ও ফলিতার্থ আলোচিত হইয়াছে। শিক্ষা, ব্যাকরণ ও নিরুক্ত শাস্ত্র সংক্ষেপে এবং জ্যোতিষ ও ছন্দঃশাস্ত্র নব ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুরাণ শাস্ত্রের "যবন" ও সুপ্রাচীন "ওম" শব্দের অর্থ নির্ণয়ে নূতন মতবাদ স্থাপনা করা হইয়াছে। শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্রের অর্থ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাবতীয় সূত্রগ্রন্থ, প্রতিশাখ্য ও অনুক্রমণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের আলোচনাবসরে প্রাচীন পাষাণ সমাধি সম্পর্কে ঋগ্বেদ (১০।১৮ সূক্ত), অথর্ব্ববেদের (১৮ কাণ্ড) সমাধি স্তোত্র ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতবাদ প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করা হইয়াছে।

সূত্র সাহিত্যের আলোচনার সহিত বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে।

A gist of the Chapter III.

An explanation and an interpretation of the third part of Vedic literature i. e. of the Sutras and Vedangas have been given. It is an introduction to Siksha, Vyakarana, and Nirukta and the Jyotisha with the word "Yavana" and Chhands with word "Om" have been discussed on a novel method. The import and the purpose of Srauta-Sutras, Grihya-Sutras, and Dharma-Sutras have been dwelt upon at length. A synopsis of almost all the Sustras, Partisakhyas and Anukramanis have been given. In connection with the review of Asvalayana-Grihya-Sutras the meanings of Dolmen, Mound etc. have been critically studied in an unique way cutting proofs from the Rig-Vedas (10. 18) and Atharva Vedas (18 Kandas) and the scripts of western scholars.

THE END.